সে সভায় হায়! ম্লান অানত আননে।
হেরি এ কলহ দেব-দম্পতীর মাঝে,
হইলা দুঃখিত-চিত্ত সুরগণ সবে।
তবে সে ভুবন-খ্যাত দেব হিপিটস†
হইয়া করুণাবিষ্ট জননীর দুঃখে
কহিলেন সবিনয়ে সম্বোধি দেবীরে:—
"হে মাতঃ! হইবে ইহা সন্তাপের হেতু
অথবা ঘটনা হেন নহে সহনীয়,
যদ্যপি উভয়ে মিলি নরের কারণ
কর দ্বন্দ্ব এইরূপে মত্ত রোষভরে।
এরূপ কলহ দেবী হইলে প্রবল,
নষ্ট হবে ত্রিদিবের উৎসব আমোদ।
মোর উপদেশ মাতঃ! কর অবধান,
যদিও স্বয়ং তুমি সর্ব্বজ্ঞানময়ী,
শান্ত আচরণে এবে তুষ্ট কর দেবে,
আর যাতে দেবদলে না দোষেন তিনি,
তীব্র তিরস্কারে কিম্বা ইঙ্গিতে আভাসে।
কি করিতে পারি মোরা যদি বজ্রধারী
অতল পাতাল গর্ভে করেন নিক্ষেপ
মো-সবারে। যাও মাতঃ! শান্ত বাক্যে তুমি
করহ সান্ত্বনা দেবে, তবে দেবরাজ
হবেন প্রসন্ন পুনঃ মো-সবার পরে।"
এতেক কহিয়া দেব অর্পিলা যতনে
সুধাপাত্র মাতৃ-করে। কিন্তু পুনরায়
উৎসাহিতে জননীরে কহিলা সুধীরে।
"হে মাতঃ! সাহস ধর, সহ্য কর সব,
পাছে তোমা পুনঃ মোরা হেরিয়া বিপন্ন
উদ্ধারিতে পড়ি গিয়া দেবেন্দ্রের রোষে।
জেনো তবে সর্ব্বরূপে হইব অক্ষম
রক্ষিতে তোমায় মাতঃ! নিজ শক্তি-বলে।
সে অতি ভীষণ দেবী! দেবেন্দ্রের সহ
হইতে প্রবৃত্ত রণে। পূর্ব্বে একবার
পড়ে মা! স্মরণে যবে হেরি দেব-রোষে,‡
ঘোর নিগৃহীত তোমা, হইনু উদ্যত
সে মহা আপদ হতে রক্ষিতে তোমাকে।
রুষি দেব সাপটিয়া ধরি পদদ্বয়
স্বর্গ হ'তে মহাবেগে নিক্ষেপে আমারে।
সমস্ত দিবস শূন্যে ঘুরি ঘুরি বেগে
প্রদোষে পড়িনু যবে লেমাসের দেশে,
প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল এই দেহে।
লেমাসবাসীরা হেরি এ দশা আমার
অনেক শুশ্রূষা করি দিলা প্রাণদান।
এতেক কহিলা যবে ধীর হিপিটাস,
হাসি দেবী সুধা-পাত্র পুত্র-কর হতে
লইলা সাদরে ধরি। তবে একে একে
দেবশিল্পী সর্ব্বদেবে করিলা বণ্টন

† হিপাসটাস ইহাঁর অপর নাম (Vulcan) ভলকান। ইনি গ্রীক পৌরাণিক বিশ্বকর্ম্মা। ইনি দেখিতে অতি কুৎসিত ছিলেন, এই জন্য জন্মকালে ইহাঁর মাতা জুনোদেবী ঘৃণাবশতঃ ইহাঁকে স্বর্গ হইতে লেমনোস নামক দেশে নিক্ষেপ করেন। এই পতনে তাঁহার একটি পদ ভগ্ন হইয়া যায়। তদবধি তিনি লেমনোস দেশে তাঁহার কার্য্যালয় ও বাসস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যোভদেব ইহাঁর পিতা।

‡ একদা জুনোদেবীকে যোভদেবতার কোন বিরুদ্ধাচরণের জন্য নিগৃহীত হইতে দেখিয়া হিপাসটাস তাঁহাকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলে যোভদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বর্গহইতে তাঁহার নিজনিবাস স্থান লেমনোসে নিক্ষেপ করেন। এই পতন-ক্লেশ তিনি কখনও ভুলেন নাই।

সুধারস, দেবদল হাসিলা কৌতুকে
খঞ্জপদ সুরবরে সে সভার মাঝে
হেরি ব্যস্ত সুধারস সুপরিবেশনে।
অস্ত গেল দিনমণি উত্তরিলা যবে
আঁধার-বসনা নিশা, ত্রিদিবনিবাসী
ভুঞ্জিতে নিদ্রার সুখ দেবগণ সবে
(দেবশিল্পি-প্রবরের স্বহস্ত-রচিত)
পশিলা যে যার দীপ্ত সুবর্ণ নিলয়ে।
করিলা শয়ন তবে দেবেন্দ্র গিয়াল
মহোচ্চ পালঙ্কপরে, যথা নিত্য তিনি
লভেন বিরাম-সুখ, যবে মধুময়ী
নিদ্রা আসি সেবে তাঁরে সাদর বন্দনে।
পার্শ্বদেশে তাঁর পূত স্বর্ণ সিংহাসনে
নিদ্রা গেলা হীরা দেবী সুশুভ্র-বসনা।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

লজ্জাবতী বসু।

করাচির পত্র।

ভাই নি—করাচিতে তোমার একখানি দীর্ঘ পত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু সে সময় একেবারে সময় ছিল না, ভাবলাম লাহোরে ফিরে গিয়ে তার উত্তর দেব। কিন্তু আজ আট দিন হলো এখানে এসেছি, এখনও লিখিতে পারলুম না। আজ আর একখানি পেলুম, অতএব আরত না লিখলে চলে না।

তুমি লিখেছ "যাহা যাহা দেখেছো, লিখবে," তাই একটু লিখি তবে।

তোমরাত চলে গেলে বাবুটি খেয়ে বেড়াতে গেলেন, আমার একা একা ভারি মন কেমন কর্ত্তে লাগলো, তবু বিকালে আমাদের যাওয়া স্থির ছিল, তাই গোছ-গাছ করিতে দিনটা কোন মতে কেটে গেল, নইলে সে দিন কাটান ভার হতো। সন্ধ্যার পর ৭টার সময় আমরা ট্রেণে উঠিয়া লাহোর ছাড়িলাম।

সে রাত্রি ও তাহার পর সমস্ত দিন ট্রেণে কাটাইয়া রাত্রি২টার সময় 'কোটরী' পৌছিলাম। আমরা আগে হায়দ্রাবাদে যাইব, তাই কোটরী ষ্টেশন হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে কোটরী বন্দরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে ষ্টীমারে সিন্ধুনদ পার হইয়া তবে হায়দ্রাবাদে পৌছিতে হইবে।

রাত্রি তখন ৩টা, ছয়টার সময় ষ্টীমার ছাড়িবে, তিন ঘণ্টা শীতে কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে কাটাইয়া ষ্টীমারের সময় হইলে পারে গিয়া পৌছিলাম। ও পারের নাম "সিন্ধু-বন্দর"। তথা হইতে গাড়ী করিয়া হায়দ্রাবাদ সহরে গেলাম। কয়েকটী বন্ধু আমাদিগকে বন্দর হইতে লইতে আসিয়া-ছিলেন। একটি সম্ভ্রান্ত সিন্ধী পরিবারে আমরা আশ্রয় পাইলাম। তাঁহাদের যত্ন ও আতিথ্য আশ্চর্য্য। আরও কয়েক জন বন্ধু তাঁদের পরিবারদের সহিত আলাপের জন্য আমাকে লইয়া গেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তাঁদের

তাবা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি পঞ্জাবী ভাষাকেই দুর্ব্বোধ্য মনে কর, কিন্তু যদি সিন্ধিভাষা শোন, তবে কি বল জানি না। এক অক্ষরও বোঝা যায় না। আর তাদের স্ত্রীগণের দুটি অতি সুন্দর গহনা আছে। প্রথম চুড়ি। হাতের নীচে হইতে কুন্থই পর্য্যন্ত ও কুন্থই হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত হাতীর দাঁতের চুড়িগুলি সমস্ত হাত দুখানি-ভরা; মাঝে কেবল কুন্থই টুকু খালি। তার মধ্যে চুলকনি হইয়া কড়া পড়িয়া হাত গুলি এমন বিশ্রী হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহিলে কি হবে? দেশাচার। সে চুড়ীর মূল্য কম নয়—১০০ হইতে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় গহনা—নাকে একটি মোটা ছোট নথ, তাতে বড় বড় দুটো মুক্তা ও মাঝে একটা খুব বড় লম্বা লালরঙ্গের পাথর ঝুলান থাকে। এই দুটি তাঁদের সধবার চিহ্ন, কাজেই নহিলে নয়। কিন্তু আজ কাল দুএক জন হাতের চুড়ি খুলিয়াছেন। তাঁদের স্বামীরা বড়ই সংস্কারক, তাই তাঁদের স্ত্রীদিগকে ঐরূপ চুড়ি পরিতে দেন না, কিন্তু নাকের সেটি এখনও কেহই খুলাইতে পারেন নাই।

হায়দ্রাবাদে কেবল মুসলমান আমীরদের কবর ছাড়া আর দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। তাহা আমরা গতবারে দেখিয়াছিলাম, এবারে বেশীর ভাগ বড় জেলখানা দেখিলাম। জেলের ডাক্তার একজন ব্রাহ্ম, তিনি অতি সুন্দররূপে আমাদিগকে সমস্ত দেখালেন। হায়দ্রাবাদ সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা সেখানে দুদিন থাকিয়া তৃতীয় দিবসে করাচী যাত্রা করি এবং রাত্রি বারটার সময় তথায় পৌঁছি। সেখানে চার দিন ছিলাম। প্রথম দিনে সমুদ্রে নৌকা করিয়া "মনোরা দ্বীপ" দেখিতে যাই। যেখানে নৌকা ও জাহাজ দাঁড়ায়, তাহার নাম "কেনারি বন্দর।" সেখানে অনেক বড় বড় জাহাজ রহিয়াছে, আমরা একখানি নৌকায় উঠিলাম। নৌকাগুলি বেশ, বসিবার জন্ম বেঞ্চ আছে। তার উপরে গদিপাতা। কেনারী ও মনোরার মধ্যে জলের তত তরঙ্গ নাই। কিন্তু আমরা "মনোরা" ও "ব্রেক-ওয়াটর" ছাড়াইয়া অনেক দূর গেলাম। সে খানে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অনন্ত জলরাশি। দূরে নীল আকাশ নীল জলে মিশিয়া গিয়াছে! কি যে সুন্দর, তা আর কি বলিব? অনন্ত সমুদ্র দেখিয়া অনন্ত মহান্ ঈশ্বরের সত্তায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। সেখানে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ। ক্ষুদ্র নৌকাখানি খুব হেলিতে দুলিতে লাগিল। একবার একদিক্ এত নীচু হইয়া যায়, মনে হয় বুঝি ডুবলাম। পরক্ষণে অন্য পাশে সেইরূপ। আমরা মনোরা দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম। মনোরা একটি দ্বীপ, অল্প উঁচু পাহাড়ের মত। ইংরেজেরা উহাকে দুর্গ করিয়াছেন। উহার উপর একটা খুব উচ্চ আলোকস্তম্ভ। পরদিন "ক্লিফটন বা হাওয়া বন্দর" দেখিতে গেলাম। সেখানে খুব জোরে সমুদ্রে বাতাস বহিতেছে, তাই বোধ হয় উক্ত নাম। দূরে উচ্চে অনেক-

গুলি সাহেবদের বাঙ্গলা আছে। লোকেরা বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য অনেক সময় এখানে আসিয়া বাস করেন।

এখানে সমুদ্রে আর এক দৃশ্য—ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তার উপর আবার ঢেউগুলি সূর্য্য-কিরণে রূপার মত ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, যতদূর দেখা যায় এইরূপ। তরঙ্গের আঘাতে কূলের কাছে জলটা একেবারে ২০।২৫ হাত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, আবার পরক্ষণেই পিছাইয়া যাইতেছে। যখন জল আসিতে লাগিল, তখন আমরাও পিছাইতে লাগিলাম, এবং জল সরিয়া গেলে শামুক ঝিনুক (সেল্) কুড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইরূপ প্রতিক্ষণে জল আসিতেছে ও যাইতেছে। এখানে খানিক দূর হইতেও জলের গর্জ্জন শুনা যায়।

জানুয়ারি ১লা, করাচি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। সেদিন কোথায় যাওয়া আসা হয় নাই। দুবেলা সমাজে উপাসনা, মধ্যাহ্নে ভজন ও প্রীতিভোজন। উপাসনা সিন্ধিভাষায় হইল, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তারপর দিন সকলে মিলিয়া "মকর-পীর" যাওয়া স্থির হলো। তদনুসারে সকালে ৮টার সময় যাত্রা করা গেল। এখানে দশ মাইল গরুর গাড়ী করিয়া যাইতে হয়। কাঁচা পথ, তিন ঘণ্টায় তথায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে কেবল ছোট ছোট পাহাড় আর গাছ পালা। একটা নূতন জিনিষ দেখিলাম—গরম জলের ঝরণা অল্প অল্প ঝির ঝির করিয়া আসিয়া ২।৩টা কুণ্ডে জড় হইতেছে। জল এত গরম যে পা দিয়া দাঁড়ান দুঃসাধ্য। ঈশ্বরের কি মহিমা! ক্ষুদ্র পাহাড়, তাতে অমন ফুটন্ত জল কোথা থেকে আসিতেছে? সেই জলে কুষ্ঠরোগীদের খুব উপকার হয়। সেই জন্য তথায় অনেক কুষ্ঠরোগী একত্রিত হইয়াছে। তাহারা শীতে হিমে কষ্ট পাইত বলিয়া করাচি ও হায়দ্রাবাদের ব্রাহ্মেরা তাদের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সে স্থানের "মকর-পীর" নাম কেন জান? একটা বড় কুণ্ডে (তার জল ঠাণ্ডা) অনেক কুমীর আছে। লোকে তাদের মানত করিয়া মাংস হালুয়া ইত্যাদি দেয় এবং তাদের "পীর" বলে। শেষে জন্তুও পীর হলো!! সেখান হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হলো, ও সে দিন রবিবার মন্দিরে উপাসনার পর আহার ও শয়ন। পরদিন ভোরে করাচি ছাড়িতে হইল। করাচি সহর দেখিলে যেন কলিকাতা মনে পড়ে, খুব প্রশস্ত পথ, বড় বড় বাড়ী ও দোকান। এদিকটা নূতন সহর। পুরাতন দিকটায় সব সিন্ধিদের বাস। উহা অন্যান্য পশ্চিমে সহরের মত।

শ্রীসুবোধ কুমারী মজুমদার।



মার্কুইস হিরোবুমি আইটো— প্রধান রাজমন্ত্রী।



কাউন্ট টেয়ার কাটসুরা—সমর বিভাগের প্রধানমন্ত্রী।



জাপান-সম্রাট—মৎস্থহিত।





জাপানের প্রধান লোক কাহারা ?

জাপানের সম্রাট্ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া গণনীয়। ইঁহার নাম মৎস্তহিত। ইনি মিকাডো বলিয়া অভিহিত এবং সমগ্র দেশবাসীর পিতৃস্থানীয়। দেশের পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে তিনি সূর্য্যবংশোদ্ভূত এবং তাঁহার বংশের ১২১ একবিংশাধিকশততম সম্রাট্। এই বংশ ২৫০০ বৎসরের অধিককাল জাপানে রাজত্ব করিতেছে। প্রাচীন সম্রাট্ দেখিতে তত সুশ্রী নন, কিন্তু সাধারণ জাপানীদের অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি এবং সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম। তাঁহার শরীর ২॥ মণ ভারী। তাঁহার রাজ-তরবারী বৃহৎ দৃঢ়মুষ্টিতে ধৃত। তিনি ১৮৫২ সালের নবেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমে সামান্ত ক্ষমতা লইয়া রাজা হন। ১৮৬৭ সালের যে অন্তর্জাতিক সমর হয়, তাহার ফলে তাঁহার ক্ষমতা ও পদগৌরব বৃদ্ধি হয় এবং ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি বর্ত্তমান অধিকার প্রাপ্ত হন। ৪ মাস পরে সাম্রাজ্ঞী হারুকুর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের ৪ কন্তা ও ১ পুত্র। পুত্রটী ১৮৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ১০ বৎসর পরে যুবরাজপদে অভিষিক্ত হন। সম্রাট্ অতি সরল প্রকৃতির লোক, কিছুদিন পূর্ব্বে মেজেতেই শয়ন করিতেন এবং একপাত্র কয়লার আগুনে শীত নিবারণ করিতেন। জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও পদ ও মহিমার উন্নতি হইয়াছে। সম্রাটের প্রাসাদ একটী বৃহৎ ব্যাপার। ইহা ৯১০ বর্গ মাইল বিস্তৃত। জাতীয় সিণ্টু ধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া তিনি ঈশ্বররূপে পূজিত। তাঁহার ভাষাজ্ঞান বা বিজ্ঞান দর্শন বিস্তার বিশেষত্ব কিছুই নাই, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথের যেরূপ লোকনির্ব্বাচনক্ষমতা ছিল, ইঁহার সেইরূপ আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে উক্ত উচ্চ পদস্থ সকলেই তাঁহার নির্ব্বাচিত।

সম্রাটের নিম্নে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি মার্কুইস হিরোবুমি আইটো। তিনি চারিবার জাপানের প্রধান রাজমন্ত্রিপদ ভূষিত করিয়াছেন। ইনি সম্রাটের প্রধান বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। ইনি যেরূপ মেধাবী, সেইরূপ সুশিক্ষিত, বহুদর্শী এবং ধীরপ্রকৃতি। বর্ত্তমান সময়ের ইনি অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ। জর্ম্মণির ভূতপূর্ব্ব বিসমার্কের সঙ্গে ইঁহার তুলনা হইতে পারে। বিসমার্ক যেমন জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের, ইনি সেইরূপ বর্ত্তমান জাপান সাম্রাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু ইনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় বলিয়া জাপানবাসীদিগের তত অনুরাগভাজন নন। বর্ত্তমান রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় তাঁহার স্থানে অন্ত প্রধান রাজমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়াতে জাপানীরা সন্তুষ্ট, কারণ তাহাদিগের ভয় ছিল, তিনি কোনও রূপে মিটমাট করিয়া লইবেন, তাহাতে জাপানের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না।

যাহাহউক জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে তিনি। ৬৬ বৎসর গত হইল চোসিন প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার এতাদৃশ শিক্ষানুরাগ যে বর্ত্তমান কাউন্ট ইটোই ও আর দুইজন সঙ্গি-সমভিব্যাহারে বাল্য-কালে তিনি লণ্ডনে পলাইয়া যান এবং এক বৎসর ঘোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তথায় বাস করেন। জাপানীরা দুর্বুদ্ধিবশতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার রণতরী আক্রমণ করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের সহিত জাপানের সন্ধিবন্ধন করিয়া দেন। তাঁহার মহৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হিঙ্গের শাসনকর্তৃপদ পান। তদবধি তিনি দেশের প্রধান অধিনায়ক হইয়া জাপানীদিগকে চালাইয়াছেন। অবশেষে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রধান রাজমন্ত্রী হন। তিনি জাপানী সমুদায় গৌরবসূচক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন এবং ইংলণ্ডীয় জি, সি, বি, উপাধি পাইয়াছেন।

কাউন্ট টেয়ার কাটসুরা তৃতীয় মহাপুরুষ। ৩ বৎসর হইল সম্রাট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মার্কুইস আইটোর স্থানে ইহাঁকে সমর-বিভাগের প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করেন। শান্তিপ্রিয় বিসমার্কের পর কাপ্রিভি যেমন, আইটোর পর সমরপ্রিয় সেনাপতি কাটসুরা সেইরূপ। ইনিও চোসিন প্রদেশে ১৮৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাউন্ট ইনকইর জামাতা। ইনি প্রসিয়ার সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া ১৮৬৭ সালে সমরবিভাগে প্রবিষ্ট হন। ১৮৬৮ সালের "সিংহাসন পুনঃস্থাপন যুদ্ধ" ভূমিকম্প বলিয়া আখ্যাত। ইহাতে তিনি যুদ্ধ করেন এবং পরে ১৮৭৫ হইতে ৭৮ পর্য্যন্ত জর্ম্মণিতে সামরিক প্রতিনিধি (Attache) হন। ৮১ সালে সৈন্য-বিভাগের সহকারী মন্ত্রী হন। ১৮৮৬ হইতে ৯০ সালের মধ্যে এই বিভাগের গুরুতর সংস্কার কার্য্য সাধন করেন। চিনযুদ্ধের সময় তিনি তৃতীয় বিভাগের সেনাধ্যক্ষ হইয়া সেনাদিগকে মহাসাহসে অগ্নিবৃষ্টির মধ্য দিয়া ইয়ালু নদীর পরপারে লইয়া যান এবং গড়বন্দী ফিউজান পাহাড় আক্রমণ করেন। ১৮৯৬ সালে কাউন্ট আইটোর পরামর্শে তাঁহাকে ফর্মোসা দ্বীপের গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত করা হয়। তিনি তথাকার দুরন্ত লোকদিগকে শাসন করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। ১৮৯৮ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত তিনি সমর-মন্ত্রী ছিলেন। ১৯০১ সাল হইতে তিনি প্রধান-মন্ত্রিত্ব করিতেছেন। 'অতিযুদ্ধপ্রিয়' বলিয়া তাঁহার যে অখ্যাতি ছিল, এখন তাহা চলিয়া গিয়াছে এবং সাম্রাজ্যের প্রধান অবলম্বন-স্তম্ভ বলিয়া তিনি গণনীয়। তাঁহার বেতন ১৫০ পাউণ্ড (২২৫০ টাকা) মাত্র, নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা পদানুসারে নিম্নতর পরিমাণে বেতন পান।

জাপানের অন্য দুই জন বীরপুরুষ মার্কুইস য়ামাগেটা এবং মার্কুইস ওকামা। য়ামাগেটা বিদেশে শিক্ষা লাভ করেন

নাই এবং প্রথম হইতেই যুদ্ধব্যবসায়ী। ইহাঁর বয়স এখন ৬৬ বৎসর। দৈব-ঘটনায় কয়েকবার মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার সুখ্যাতি নাই। তিনি জাপান সৈন্যদিগকে বর্ত্তমান প্রণালীতে সংগঠিত করেন। ১০ বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়া আক্রমণে তিনি সেনা-পতিত্ব করেন। মিকাডোর আদেশ উলঙ্ঘন জন্য পুনরাহূত হন, অল্পদিন পরে আবার রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হন। তিনি টোকিওস্থ সমর-কৌন্সিলের সভাপতি।

ফিলড মার্সাল ওকামা জর্ম্মণিতে এবং তাঁহার পত্নী আমেরিকাতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১০ বৎসর পূর্ব্বে আক্রমণ-কারী সৈন্যদলের দ্বিতীয় বিভাগের অধি-নায়ক ছিলেন। তিনি এক দিনের যুদ্ধে পোর্ট আর্থর অধিকার করেন। তিনি টোকিওস্থ সেনাদলের প্রধান অধ্যক্ষ, সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়ার ভাইসরয় বা রাজ-প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আডমিরাল য়োকিও আইটো পূর্ব্বোক্ত আইটোর সম্পর্কিত নন। তিনি একজন সুন্দর নাবিক। তিনি ১০ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি ভয়ঙ্কর নৌযুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাঁর বীরত্বে চিন-জাহাজ সকল ওয়াই-হাই-উইতে বন্দী হয় এবং সমুদায় জাহাজ-সহ ঐ স্থান অধিকৃত হয়। ইনি ১৮৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এখন ভাই-কাউণ্ট, পূর্ণ আডমিরাল এবং নৌ-সেনা-পতিদিগের সর্ব্বপ্রধান।

বর্ত্তমান সময়ে টোগোর নাম জগদ্-বিখ্যাত হইয়াছে। ইহাঁর পূর্ণ নাম হাইহা চিরো টোগো এবং ইনি ভাইস আড-মিরাল। ইনি ইংলণ্ড হইতে নৌবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও কর্ম্মদক্ষ লোক। ইনি চিনযুদ্ধে কাপ্তেন ছিলেন এবং রুষীয় যুদ্ধে প্রধান-সেনা-পতি-পদে বৃত হইয়াছেন। ১১ বৎসর হইল টোগো হাউতে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়া জগৎকে আশ্চর্য্যান্বিত করেন। তাঁহার বয়স এখন ৪০ বৎসর মাত্র, ইতিমধ্যে তিনি জাতীয় একজন প্রধানতম বীর বলিয়া গণ্য।

আডমিরাল সটিকিমি উরিউ ও তাঁহার স্ত্রী ৩০ বৎসর গত হইল আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বহুদিন গৃহ ছাড়িয়া সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইয়াছেন, গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে একটী কুটুম্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিল। ইনি ৪ বৎসর পারিসে নৌ-আটাচি ছিলেন।

জাপানের নৌ-বিভাগের মন্ত্রীর নাম ভাইস আডমিরাল বারণ গানবি য়ামামটো। ইনি দেখিতে কঠোর-মূর্ত্তি। জর্ম্মণি ইহাঁর শিক্ষাগুরু। ১৯০১ সালে তিনি যখন নৌ-সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন, তখন একটী করার করাইয়া লন যে, আডমিরাল কাটস্থরাকে জাতীয় নৌ-বিভাগের উন্নতি-সাধন করিতে হইবে, নতুবা তিনি পদ-ত্যাগ করিবেন।

আরও কয়েকটী মহাত্মার নাম উল্লেখ-যোগ্য। লেপ্টেনেণ্ট জেনারল বারণ

জেন্টানো কোডামা সাধারণ বিভাগের সহকারী সভাপতি। ৫৭ বৎসর হইল চোসিনে ইহাঁরও জন্ম হয়। বাল্যাবধি ইনি কাটশুরার বন্ধু। ইনি অনেক দিন সমরবিভাগের মন্ত্রিত্ব করিতেছেন।

অন্ততর সমর-মন্ত্রী লেপ্টনেণ্ট জেনারল বারণ টেরচি। ইহাঁর বয়স ৫৪ বৎসর। সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দানে ইনি অতি সুদক্ষ।

বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রী বারণ জুটারো কমুরা যুক্তরাজ্য রুসিয়া ও চিনে মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছেন। ইনিও একজন কম কৃতী পুরুষ নন।

জাপান উল্লিখিত মহাপুরুষদিগের গুণে এত শক্তিশালী ও মহত্ত্বের অধিকারী হইয়াছে। মহাপুরুষদিগের প্রভাব ভিন্ন কোন্ জাতি মহাজাতি হইতে পারে?

সুভদ্রা।

(কুরুক্ষেত্রে)

(১)

দেখিছিনু গোমুখীতে প্রথম প্রভাতে—
উষার অস্ফুটালোকে মৃদু গড়াইয়া,
কি শান্তি কি প্রেমে পুণ্যে ক্ষীণ বিভা-
পাতে
বহিল পবিত্র গঙ্গা আঁখি জুড়াইয়া!
ভাসিল শঙ্খের রব উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে,
ঋষি-মুখে উঠে গান উদাত্ত কোমল,
নারায়ণ-নয়নেতে প্রেম-অশ্রু ভাসে,
শৈল-অঙ্ক শান্ত, প্রীতিমাখা জলস্থল।
'রৈবতকে' সেই তীর্থ—পুণ্য হরিদ্বার,
বিরাজিল যথা বিষ্ণু, ঋষিশ্রেষ্ঠ আর।*

(২)

প্রখর মধ্যাহ্ন এবে, নির্ম্মল প্রসার;
বহে গঙ্গা অম্বুরাশি ভাসাইয়া ধরা;
ভারতের রণক্ষেত্রে—লীলা নিরাশার
ডুবায়ে আতট নীরে—প্রেমে মাতোয়ারা,
রৌদ্রদগ্ধ পথিকেরে দিয়া স্নিগ্ধ জল
স্নানতরে, পিপাসিতে দিয়া বারিধারা
সুশীতল লক্ষ নরকণ্ঠে অবিরল;
শুনিয়া বন্দনা-গীতি ছুটে আত্মহারা।
কুরুক্ষেত্রে সেই দৃশ্য, সেই মধ্য-লীলা
জাহ্নবীর, মর্ত্ত্যভূমে পবিত্র-সলিলা।

(৩)

কি গীত সুভদ্রা গায়! শিক্ষা কোথা
হ'তে?
কি ভাষা ফুটিছে মুখে—কিবা মর্ম্ম তার!
কি তরঙ্গ উদ্বেলিত বক্ষে গুপ্তস্রোতে!
কি উচ্ছ্বাস সে লীলায়—সৌন্দর্য্যের
ভার!
কি করুণা মূরছিয়া সে কণ্ঠে তরল

---

* 'রৈবতক'-কাব্য শেষ সর্গ।

শীতল অমৃত ঢালে তাপদগ্ধ প্রাণে ;
সংশয়ের ছায়া দুরি কি প্রেম নির্ম্মল—
বিমল চন্দ্রিকারূপে পশে মর্ম্ম-স্থানে।
জাহ্নবী-পূজায় ঢালি জড় পুষ্প নর,
প্রাণ-পুষ্পে সুভদ্রার পূজে অতঃপর।

(৪)

কি গীত সুভদ্রা গায়! 'রমণীর সুখ'—
কে গায় মধুর গাথা বাঁশরীর সুরে ;
পাশ্চাত্য রমণী* জিনি বর্ষণ-উন্মুখ
কার স্নেহ সুধারাশি শত্রুমিত্রোপরে!
জুড়ায় চন্দন-স্নিগ্ধ প্রলেপের মত
দিবা নিশি লাগি অঙ্গে আহত সবার,
শিবিরে শিবিরে ঘুরি শুশ্রূষায় রত,
কি বিবর্ণ মুখ, ধূসরিত কেশভার।
শত্রু মিত্রে কার দয়া সর্ব্বত্র সমান,
প্রিয় বা অপ্রিয় ভেদ নাহি বর্ত্তমান?

*　　　*　　　*

(৫)

সুমহান্ ধ্বংসনীতি কেমনে বুঝায়
দেব-পুত্রে দেবীমাতা ভকতি-বিহ্বলা ;
প্রকৃতি পুরুষ লীলা প্রাঞ্জল ভাষায়
কি মধুরে কহে! নিত্য গীতা সুনির্ম্মলা—
'যেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্'—(ব্যাসের ভারতী)
সুভদ্রে! তোমাতে নিত্য, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত
তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী,
এই গ্রন্থ সেই ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত।
তব চন্দ্রমুখ, দেবি! সুধার আধার,
যে আলোকে অনুভাত গীতা জ্যোৎস্না তায়।

(৬)

সে জ্যোৎস্নায় কিবা আলো? আলোকে পূরিয়া অনিন্দ্য জ্যোতিঃ মানস-কাননে
মানবের দূরিয়া আঁধার আবিলতা ;
ফুটাইয়া ইন্দুমল্লি আদরে যতনে
বরণে, সৌরভোচ্ছ্বাসে ; ঢালিয়া আননে
নিশিগন্ধা-পারা গুপ্ত সুরভিত বুকে
সহস্র বিশুভ্র দল খুলিয়া গোপনে ;
সহসা নিমগ্ন করে অজানিত সুখে!
আপন মানস শুভ্র সৌরভ-পূরিত,
যে ফুটা'ল, তারে করে আনন্দ-মোহিত।

(৭)

আবার কি দৃশ্য চারু! অষ্টমীর নিশি,
স্বচ্ছ সিন্ধুবারি মত স্বচ্ছ অন্ধকার,
নক্ষত্রমালায় শোভে সুনির্ম্মল দিশি,
সুভদ্রার ক্রোড়ে চারু লীলাব্জের হার।
পুষ্পমুখী ভদ্রা ধীরে পুষ্প-কম করে
মুছিছেন পুষ্পমুখ সুপ্তা রমণীর,
পুষ্পে পুষ্প আলিঙ্গিয়া কিবা প্রীতি-ভরে
সরাইছে যেন ধীরে নিশির শিশির।
আশাদেবী নতনেত্রে, নিরাশায় বুকে
নিয়া, তিরপিতে চাহে যেন শান্তি-সুখে।

(৮)

'নারীর পরাণে প্রাণ মিশাব নারীর,
তোমার অশ্রুতে অশ্রু করিব মিশ্রণ ;
হৃদয়-শোণিতে পারি মুছাতে নারীর
অশ্রুবিন্দু, তবে মম সার্থক জীবন।'
কি করুণ কণ্ঠ মরি! কি সহানুভূতি!

* কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-প্রমুখ অন্যান্য পাশ্চাত্য রমণী।

'শোকে সম-হৃদয়তা কিবা শান্তিকর!'
নারীর দুঃখেতে নারী-জীবন আহুতি;
কোমলা চন্দ্রিকা লতা তড়িন্মালা' পর।
কারুর হৃদয় শিলা-বাঁধা সরোবর,
পশি এই স্নেহ, তুলে উচ্ছ্বাস সত্বর।

(৯)

দেখেছি অনেক স্থলে শুধু ধর্ম্মকথা
পশে না শ্রবণে, মর্ম্মে করে না প্রবেশ;
বিজাতীয় সঙ্গীতের কোমলতা যথা
নাহি লাগে কাণে, শুধু বাহিরে আবেশ।
'সাহিত্য' কোমল তথা ভগিনীর মত,
সুখেতে হাসিয়া হাসি, বেদনায় শোক
প্রকাশিয়া মৃদু, চাহে প্রণয় নিয়ত;
হৃদয়-দুয়ারে ধরি মঙ্গল-আলোক।
আনন্দে ছুটিয়া যাই ভগিনীর বুকে—
মঙ্গল আলোকে স্নাত, প্রেমে পুণ্যে
সুখে।

(১০)

সাহিত্যের স্থান তাই মানব-সমাজে।
অলোক-ললামভূতা কল্যাণী কবিতা
পীযূষ-পুরিত স্তন্য, জননীর সাজে
ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী স্নেহ-প্রপূরিতা।
আছে স্নেহ, ক্ষীরধারা,—নাহিক তাড়না;
আছে প্রেম, নাহি তাহে দারুণ ভ্রূকুটি
ধর্ম্ম-জনকের; আছে শোকেতে সান্ত্বনা,
—নহে তিরস্কার; নহে দণ্ড,—হ'লে
ত্রুটি।
সন্তানে শিখালে শীঘ্র কে শিখাতে পারে?
নহে পিতা, জান কেবা?—মাতা এ
সংসারে!

(১১)

কিন্তু কি বলিতেছিনু?—সেই সাহিত্যের
চরম উৎকর্ষ কিবা! সেই ভগিনীর
পবিত্রতায় প্রেম-আলিঙ্গন হৃদয়ের।
সেই চিরপ্রীতিময় মায়ের কুটীর!
'মুছে ফেল, মুছে ফেল, কামনার ছায়া,
আশায় নিরাশা ফলে, দুঃখ কামনায়;'
দুঃখের বেদনাভয়ে ভগিনীর মায়া,
কি পীযূষ স্তন্যধারা মাতার, তৃষায়।
বীণা পূর্ণতান! দেখ উচ্ছ্বাসে সঘনে,
মোহিয়া ধরণী উঠে প্লাবিতে গগনে!—

(১২)

'এ তীব্র কামনা কেন হায়! মানবের?
চাহ রূপ? সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর?
এ বিশ্ব-সৌন্দর্য্য যাঁর অনন্ত রূপের,
সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কি সুন্দর?
চাহ গুণ? বিশ্ব গুণলীলাভূমি যাঁর,
সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার?
চাহ প্রেম? বিশ্ব যাঁর প্রেমপারাবার,
সেই প্রেমময় হরি হৃদয়ে তোমার;
অনন্ত প্রেম-পিপাসা মানবের, পারে
কে পূরাতে, জুড়াইতে এ তিন সংসারে?

(১৩)

আর এক দৃশ্য দেখ; নির্ম্মলা যামিনী,
হাসে চাঁদ নীলাকাশে পবিত্র সুন্দর;
হাসাইয়া বসুন্ধরা-রূপ আহ্লাদিনী,
স্বপন তরঙ্গরাশি ঢালে চরাচর।
শৈলজা হেলায়ে মাথা সুভদ্রার অঙ্কে
সেই চারু জ্যোৎস্নায় রহিয়াছে স্থির;
শুইয়া নির্ম্মাল্য পুষ্প কোমল পর্য্যঙ্কে
শুনিতেছে কম গাথা—নহে অবনীর।

'সুখ, মনুষ্যত্ব, দুঃখ মুক্তি, নির্ব্বাণ,
বৈকুণ্ঠ, পরম সুখ, স্বর্গ, ভগবান্।'

(১৪)

আবার কহিলা যবে শৈলজা সুধীরে
চতুর্দ্দশ বৎসরের অতুল সাধনা,
সুভদ্রা চরণ-তলে, ভাসি অশ্রুনীরে
সিন্ধুমুখী গঙ্গামত দেব-আরাধনা।
শুনিলা সুভদ্রা ধীরে প্রণয় প্রেমীর,
কহিলা মহত্বপূর্ণ কণ্ঠে সুধাময়,
'কি সুন্দর উপাসনা! কি প্রেম গভীর!
উপাসক, উপাসিত, কি ধন্য উভয়!'
'আসক্তির করালতা, ছায়া কামনার,
নাই যার প্রেমে, সেই উপাস্য আমার।'

(১৫)

মহত্বের সন্দর্শনে চিত্ত উচ্ছ্বাসিত—
শুনিয়াছি বহুবার প্রেমময়ী-মুখে
কহিতে এরূপ কথা; তুলাদণ্ডে ধৃত
গুরু ভার যথা নামে লঘুর সম্মুখে।
'শত্রু মিত্র দুঁহু তরে কাঁদে যার প্রাণ'
কহে দেবী, 'সেইজন দেবতা আমার।'
প্রাণ প্রেম; প্রাণধারী প্রেম মূর্ত্তিমান্,
প্রেমের চরণে দেবী বর্ষে পূজাসার।
ভক্ত কহে—বিনা মূলে হব তব দাস,
ভগবান্ কহে—আমি দাস-অনুদাস!

(১৬)

তারপর, যবে ধীরে শৈলজা কাতরে
বিস্তারি কহিলা কূট কৌরব-মন্ত্রণা;
মাতৃস্নেহ নিগড়েতে দুরন্ত সমরে
বাঁধিতে কুমারে—ধীরে করিলা
প্রার্থনা।
ওগো বঙ্গমাতৃগণ! অয়ি শুচিস্মিতা!
নিরজনে প'ড় সেই ভদ্রার উত্তর।
তোমরা কি তাঁরা? ওগো তাঁদের দুহিতা?
উপমেয়, উপমান কতই অন্তর!
শৈল করিতেছে ঘাত, 'ষোড়শবর্ষীয়
শিশু করিবে সমর, একি স্বধর্ম্ম ক্ষত্রিয়?"

(১৭)

শুন কিবা প্রতিঘাত, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
কেশরীর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কেশরী-শিশুর।
ক্ষত্রিয়-সন্তান যেই ষোড়শ বর্ষের
বিরত সংগ্রামে, সেই মূরতি ভীরুর.
ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি। স্ফুরিত অধর,
আনন্দ ভীষণ কথা তেজোবহ্নি সম—
'আজি অপরাহ্নে শিরে দিয়া দুই-কর
করিয়াছি আশীর্ব্বাদ বীরপুত্রে মম,
পালিয়া স্বধর্ম্ম, করি এই ঘোর রণ,
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন।'

(১৮)

'বড়ই কঠিন ধর্ম্ম, শৈল! ক্ষত্রিয়ের।'
সত্য কথা, কিন্তু তাহা পালনে কি সুখ
তুমিই ত শিখায়েছ—সুখ মনুষ্যের
মনুষ্যত্বে ঘ্রাণ পুষ্পে সুগন্ধ-প্রমুখ।
'বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়ের পত্নী, পুত্র নয়।
ক্ষত্রিয়ার পুত্র নর, পতি বিশ্বেশ্বর।'
বিপ্লব ঝটিকা মাঝে আসি এই নর,
এই নারী, সে কুয়াশা দূরে পরস্পর।
পুনঃ দেখ তমোজালে ঘেরেছে ভারত,
হে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াণি! জাগ যুগপৎ।

(১৯)

হে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াণি লও এই ব্রত!
আশাসূত্র ধরি পথ চলহ এখন;
স্বর্গরাজ্য এ ধরায় হবে প্রেমে নত;

লোকমাতা কি কহিলা—রাখিও স্মরণ।
'সুভদ্রার পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ—
করি এই হুতাশনে পৃথিবী পাবক,
করি ধরাতলে ধর্ম্ম সাম্রাজ্য স্থাপন,
মানবের সুখপথ হয় উন্মোচক ;—
তবে শৈল ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী আর
কে আছে এ ধরাতলে মত সুভদ্রার।'

(২০)

তারপর! দেখিছিনু রৈবতক-শিরে
জড়প্রকৃতির ভীমা প্রলয় মূরতি,
গগন ভূধরাচ্ছন্ন সঘন তিমিরে,
জলদে পবনে খেলা—নীলাঞ্জনা-গতি।
কিন্তু কই? ভদ্রা চাহি নির্নিমেষ
দূর গগনের পানে শান্ত আত্মহারা ;
বাহিরের কলধ্বনি করেনা প্রবেশ
শ্রবণে, সাধনমুগ্ধা যোগিনীর পারা।
কোথা দৃষ্টি, কি সাধনা, কোথায় হৃদয়!
এই ভাব কখনই মানবীর নয়।

(২১)

লোকক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। বালিকা সম্মিত,
জননীতে উপনীত, প্রভেদ বিরল।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক বিস্ফারিত
এই মহা শোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
সেই নেত্র, সেই বুক মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্র প্রতিভার,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
প্রীতির প্রতিমা বক্ষে, নীরব বয়ানে।

(২২)

'নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাহিতেছে কৃষ্ণনাম।' একান্তে বসিয়া
দেখিয়াছি দুই রূপ, মরি রূপান্তর।
প্রথমা জড়প্রকৃতি প্রলয়রূপিণী,
দ্বিতীয়া মনঃপ্রকৃতি উগ্রা বেগবতী ;
সমান অচলা, সমভাবে উদাসীনী,
বালিকার শান্তরূপ, মাতার মূরতি।
প্রকৃতির অন্তঃস্থলী, প্রকৃতি-অতীতা,
সুধাভাণ্ড শিরে বালা জলদ-কম্পিতা।

(২৩)

আসিয়াছি বহুদূর! আর না কল্পনে!
ক্লান্ত পক্ষপুট-নামা সুবর্ণ-বিহগী,
তৃণশ্যাম ধরাক্ষেত্রে, শস্তশীর্ষ বনে,
সন্তানের শ্রান্ত নেত্র, চেয়ে দেখ, খগি!
পাশ্চাত্যের আদর্শের ইন্দ্রধনু ঘটা
দেখিলাম দু'নয়নে ; তথা 'গ্লাসিয়ার'
রুদ্ররূপী 'আল্পসের' গলাইয়া জটা,
কেমনে তুহিন গঙ্গা বহে দুর্নিবার।
দেখিনু কৃপায় তোর সকলি, রঙ্গিণি ;
না দেখিনু সীতা, শৈব্যা, সাবিত্রী, পদ্মিনী।*

শ্রীঅপরাজিতা দাসী।

* সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী যে উজ্জ্বল তুলিকায় উদ্ভাসিত, সে তুলিকা নায়িকা-চরিত্র স্পর্শ করিয়াছে কি না, সন্দেহ। 'রৈবতকে' পূর্ব্বরাগ উপলক্ষে কথঞ্চিৎ আভাস আছে, 'কুরুক্ষেত্রে' তাহার সম্পর্কই দেখা যায় না।

নবীন ভারতী।

(১০)

সিংহের দুগ্ধ স্বর্ণপাত্রে রাখিতে হয়। সিংহের দুগ্ধ অতি দুর্লভ বস্তু, কদাচ পাওয়া যায় এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহাও অতি অল্প পরিমাণে। এই দুগ্ধ অতি মহৌষধ ও মহাবলকর। কিন্তু এই দুগ্ধ দুহিয়া মাটীর পাত্রে রাখিলে শুষিয়া যায়, ইতর ধাতুপাত্রে রাখিলে বিকৃত হইয়া যায়। ইহা রাখিবার উপযুক্ত পাত্র সোণার বাটী। তাহাতে রাখিলে ইহা যতটুকু পাওয়া যায়, ঠিক্ খাঁটি থাকে এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা যায়। পাত্রের দোষে যে ভাল জিনিষ নষ্ট হয়, কে না জানে? দধির হাঁড়ী ধৌত করিয়াও তাহাতে দুগ্ধ রাখিলে সে দুধ ছিঁড়িয়া যায়, তামার পাত্রে রাখিলে কত জিনিষ বিষাক্ত হয়! সোণার পাত্রে যাহা রাখিবে, তাহা অবিকৃত থাকিবে। সিংহ-দুগ্ধের ন্যায় ঈশ্বরের সিদ্ধ নাম অতি সুদুর্লভ বস্তু। এই নাম ভবরোগের মহৌষধ এবং ইহা দ্বারা মানব নবজীবন ও পুণ্যপ্রাণ লাভ করে। এই নাম যে সে পাত্রে স্থান পায় না। এই নাম লইবার জন্য শুদ্ধপ্রাণ ও খাঁটি হৃদয় চাই। এইরূপ প্রাণে নাম প্রবেশ লাভ করিয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করে। 'নামে ভক্তি, নামে মুক্তি, নামে পরিত্রাণ' এ কথা সুপাত্রে সত্য, অপাত্রে মিথ্যা। তাই সহস্র সহস্র লোক সহস্র সহস্র বার ঈশ্বরের নাম লইয়াও কোনও ফল পায় না, আর ভক্ত চৈতন্যদেব বলিলেন :—

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে,
পাপী হয়ে তত পাপ করিতে না পারে।"

চৈতন্যের মুখে হরিনাম শুনিয়া কত মহাপাপী মুহূর্ত্তে নবজীবন পাইয়াছে। তাঁহার উচ্চারিত নাম যেমন জীবন্ত সত্য, তেমনি যাহারা শুনিয়াছে, তাহারা বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ শুদ্ধচিত্তে শুনিয়াছে। নাম যেমন তেমন করিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় শুনিলে হয় না। পাঁচ কাজের মধ্যে এক কাজ মনে করিয়াও শুনিলে হয় না। ইহার জন্য সমুদয় হৃদয় মন প্রাণ এক করিয়া একমন একচিত্ত হইতে হয়। সুবর্ণ পাত্রের মত পূর্ণ খাঁটি হৃদয় লইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নামের প্রকৃত ফল তাহাতে ফলিয়া থাকে।

(১১)

ঝিনুকে মুক্তা ফলে এক ফোঁটা জলে। কিন্তু এই আশ্চর্য্য ঘটনার জন্য কতকগুলি কারণের যোগাযোগ চাই। স্বাতি নক্ষত্র উঠিবে, আকাশ হইতে জল পড়িবে, আর ঝিনুক হাঁ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। ইহার একটী কারণের অভাব হইলে কার্য্য হয় না। কত দিন কত সময় আকাশ থেকে জল পড়ে, কত সময় ঝিনুক হাঁ করিয়া থাকে এবং জলও

গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাতে মুক্তা ফলে না, যে জল সেই জলই থাকে। স্বাতি নক্ষত্রের বৃষ্টির ফোঁটা ঝিনুকের গর্ভস্থ হইবে, তবে মুক্তা ফলিবে। যদি স্বাতি নক্ষত্র হয়, জলও পড়ে, কিন্তু ঝিনুক মুখ বুজাইয়া থাকে, তাহা হইলেও কোনও ফলোদয় হয় না। স্বাতি নক্ষত্র ঈশ্বরে কৃপা, জলের ফোঁটা নাম এবং ঝিনুকের হাঁ ধর্ম্মার্থীর প্রার্থনা। নামের মহাফল লাভের জন্ত এই তিনটীর একযোগ চাই। ব্রহ্মকৃপা হইল, কিন্তু নাম মিলিল না; অথবা নাম মিলিল, কিন্তু ব্রহ্মকৃপা হইল না; অথবা এ উভয়ই হইল, কিন্তু ঝিনুকের হাঁ অর্থাৎ ভজনকারীর হৃদয়দ্বার খুলিল না। তাহা হইলে নামের ফল কিরূপে ফলিবে? অনেক সময় ঈশ্বরের কৃপা হয়, নাম পাইবারও সুযোগ হয়, কিন্তু এক মানুষের মনের দোষে ও যত্নের অভাবে তাহার ভাগ্যোদয় হয় না। মূল-কথা জীবের ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে এক সময় না এক সময় ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার দয়া লাভ হয়। এইজন্ত সাধুরা বলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর। ঝিনুক অবিশ্রান্ত হাঁ করিয়া থাকিলে কোন না কোন সময়ে স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়িবেই পড়িবে। জীবের অবিশ্রান্ত প্রার্থনা থাকিলে কোন না কোন সময়ে তাহা পূর্ণ হইবার শুভযোগ ঘটিবেই ঘটিবে।

সন্তান পালন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ।

শোকাকুলা ক্ষুধার্ত্তাচ শ্রান্তা ব্যাধিমতী সদা।
অত্যুচ্চানিতরা নীচা স্থূলাতীব ভৃশং কৃশা॥

শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, ব্যাধিবিশিষ্টা, অতিদীর্ঘা, অতিহ্রস্বা, অতিস্থূলা অথবা অতিশয় কৃশা ধাত্রী নিষিদ্ধা। ১

দুঃশীলা গর্ভিণী চাপি লম্বোন্নতপয়োধরা।
অজীর্ণভোজনাচাপি তথা পথ্যবিবর্জ্জিতা॥

দুঃশীলা, গর্ভিণী, লম্বা অথচ উচ্চ স্তনযুক্তা, অজীর্ণে ভোজনপরায়ণা ও সুপথ্যে অনমুরাগিণী ধাত্রী নিষিদ্ধা। ২

আসক্তা ক্ষুদ্রকার্য্যেষু দুঃখাতিচঞ্চলাপিচ।
এতাসাং স্তন্তপানেন শিশুর্ভবতি সাময়ঃ॥

ক্ষুদ্র কার্য্যে আসক্তা, দুঃখশীলা, অতি চঞ্চলা ধাত্রী পরিত্যাজ্যা; ইহাদিগের স্তন্তপানে শিশুরা রোগযুক্ত হয়। ৩

তত্র মাতা প্রশস্তাঙ্গী চারুবস্ত্রা পুরোমুখী।
উপবিশ্যাসনে সম্যক্ দক্ষিণং স্তনমম্বুনা॥
প্রক্ষাল্যৈবং পরিস্রাব্য মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রিতং।
উদঙ্মুখং শিশুং ক্রোড়ে শনৈরাধায় পায়য়েৎ॥

জননী উত্তম ও প্রশস্ত অঙ্গযুক্ত হইয়া, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া, পূর্ব্বমুখ আসনে বসিয়া, দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা ধৌত করিয়া অল্প স্রাব করতঃ অর্থাৎ অগ্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া মন্ত্রদ্বয় দ্বারা অভিমন্ত্রিত উত্তরমুখ শিশুকে

ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক অল্পে অল্পে স্তন্য পান করাইবেন।৪

মাতেত্যুপলক্ষণং ধাত্রী চ ঈষৎ পরিস্রাব্য
অন্যথা বৈগুণ্যমাহ সুশ্রুতঃ।

মাতার ন্যায় ধাত্রীও উল্লিখিতরূপ অল্প স্রাব করিয়া স্তন্য পান করাইবেন। তদন্যথায় সুশ্রুতমুনি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫

অস্রাবিতং স্তনং বালঃ পিবেৎ স্তন্যেন ভূয়সা।
পূর্ণস্রোতা বমিশ্বাসকাশৈর্ভবতি পীড়িতঃ॥

বালককে স্রাব-রহিত স্তন পান করাইতে হইবে, নচেৎ স্রোতোবিশিষ্ট স্তন পান দ্বারা বালক শ্বাস কাশ বমি প্রভৃতি রোগান্বিত হইতে পারে।৬

ক্ষীরনাড্যতয়া ক্ষীরমাজং গব্যমথাপিবা।
দদ্যাদস্তন্যাপর্য্যাপ্তে বালেভ্যো বীক্ষ্য মাত্রয়া॥

জননীর ও ধাত্রীর পর্য্যাপ্ত স্তন্য অভাবে ছাগদুগ্ধ অথবা গোদুগ্ধ যথাযোগ্য মাত্রায় শিশুকে পান করাইবে।৭

যথোক্তবিধিনা বালং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপিবা।
অন্নং সংপ্রাশয়েৎ কিঞ্চিত্তচ্চবর্দ্ধয়েৎ ক্রমাৎ॥

বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ষষ্ঠমাসে অথবা অষ্টমে শুভ তিথি নক্ষত্রযোগে বালককে অন্ন ভক্ষণ করাইবেক, পরে ক্রমশঃ তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ৮

বামমঙ্কে সুখং দধ্যাৎ চৈনং তর্জ্জয়েৎ ক্বচিৎ।
সহসা বোধয়েন্নৈব নাযোগ্যমুপবেশয়েৎ॥

সানন্দে বালককে বাম অঙ্কে ধারণ করিবে, কদাচ তাহাকে ত্রাসযুক্ত করিবে না। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ করাইবে না ও অযোগ্য স্থানে বসাইবে না। ৯

নাকৃষ্টং স্থাপয়েৎ ক্রোড়ে ন ক্ষিপ্রং শয়নে ক্ষিপেৎ।
রোদয়েন্ন ক্বচিৎ কার্য্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা।

সবলে আকর্ষণ করিয়া বালককে ক্রোড়ে করিবে না; সুনিদ্রিত না হইলে শয্যায় শয়ন করাইবে না, আবশ্যক কার্য্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ ঔষধদান, তৈলমর্দ্দন, হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্র মার্জ্জনাদি ব্যতীত অন্য কার্য্যানুরোধে বালককে রোদন করাইবে না। ১০

তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ।
তং সেবিতমনা এবং নিত্যং মেধাভিবর্দ্ধতে॥

বালকের প্রতি সর্ব্বদা একচিত্ত হইয়া থাকিতে হইবে, হর্ষোৎপাদক বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা বালককে আনন্দিত করিবে, নিয়ত বালকের সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। এইরূপে বালক সুসেবিত হইলে নিত্য বর্দ্ধিত হয়। ১১

বাতাতপতড়িদ্বৃষ্টিধূমানলজলাদিতঃ।
নিম্নোচ্চস্থানতশ্চাপি রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ॥

বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ধূম, অগ্নি, জলাদি হইতে এবং নিম্ন স্থান ও উচ্চ স্থান হইতে যত্নপূর্ব্বক বালককে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। ১২

অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনং স্নানং নেত্রয়োরঞ্জনং তথা।
বমনং মৃদুবস্তুচ্চ তথা মৃদ্বনুলেপনং॥
জন্মপ্রভৃতি পথ্যানি বালস্যৈতানি সর্ব্বথা॥

তৈলমর্দ্দন, হরিদ্রার দ্বারা গাত্র মর্দ্দন, স্নান, নেত্রে কজ্জলপ্রদান, অল্প বমন, ও মৃদু অনুলেপন অর্থাৎ দুগ্ধ দধ্যাদির সর দ্বারা গাত্র মার্জ্জন এই সকল কর্ম্ম বালকের সর্ব্বদা সুপথ্য বলিয়া অভিহিত। ১৩

ত্রিবিধঃ সোঽপি দুগ্ধাদি দুগ্ধান্নাশী তথান্নভুক্‌।
দুগ্ধাশী বর্ষপর্য্যন্তং দুগ্ধান্নাশী শরদ্দ্বয়ং॥
তদূর্দ্ধং স্যাদন্নাশী এবং বালস্ত্রিধা মতঃ॥

বালক ত্রিবিধ ; দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী, ও কেবল অন্নভোজী। এক বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধপ বালক, দুইবৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নাশী, পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অন্নাশী বলিয়া কথিত হয়।১৪

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

রুষ জাপের যুদ্ধ।

প্রস্তাবনা।

আসিয়ার পুর্ব্বদ্বারে দুন্দুভি বাজিল,
রুষ জাপে মহাদাপে সমর বাধিল।
আকাশেতে দেবগণ স্তম্ভিত হইয়া,
গগন-গবাক্ষ খুলি রহিলা চাহিয়া।
হাতে ধরি তুলাদণ্ড রহেন বসিয়া,
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়" দিবেন কসিয়া।
চারিদিকে ছুটাছুটি করে দুতগণ,
রয়্‌টার গরুড় করে সংবাদ বহন।
মহাকাল রুদ্রবেশে করে হুহুঙ্কার,
জীবের জীবন কত হইবে সংহার!

যুদ্ধারম্ভ।

(১)

গভীর নিশীথকাল, ঘেরিয়াছে তমোজাল,
দিক্‌ পথ দেখা নাহি যায় ;
সুন্দর বিশ্বের ছবি, জলন্ত অনল রবি,
সিন্ধুগর্ভে ডুবিয়াছে হায়!

(২)

আলেক্সিস্* মহামতি, রুষের সেনানীপতি,
জন্মতিথি দুহিতার তাঁর ;
সুরার বিরাম নাই, চারিদিকে "চাই চাই"
মহাধুম উৎসব ব্যাপার।

(৩)

সার্কাশ দর্শনে রত, রণপটু রুষ যত,
সুখস্রোত ছুটে চারি ধার ;
গুড়ুম গুড়ুম শুনি, মুহুর্মুহু তোপধ্বনি,
চমকিল হৃদয় সবার।

(৪)

ছুটে আসি দলে দলে, আর্থার বন্দর-জলে,
দেখে তথা জাপ-রণতরী
করে ঘন বরিষণ, অগ্নি অস্ত্র অগণন,
রোষে রুষ জাহাজ-উপরি।

(৫)

রুষের সমুদ্র-বল, ছুটি জাপ সৈন্যদল
ভাঙ্গি চুরি করে চুরমার ;
দেখিতে দেখিতে হায়! ডুবে তরী সমুদায়,
জাপ-জয় হইল প্রচার।

(৬)

শত্রুতার আজ হতে, সূত্রপাত বিধিমতে,
রুষ জাপে হইল ধরায় ;
প্রাচীন নব ভূখণ্ড, উর্দ্ধগ্রীব প্রতিদণ্ড,
রণবার্ত্তা শুনিবারে চায়।

(৭)

হইতেছে আয়োজন, রাত্রি দিন ঘন ঘন,
ঘটিবেক বিষম প্রলয় ;

* এডমিরাল আলেক্‌সিস রুষের রাজ-প্রতিনিধি।

রণচণ্ডী হুহুঙ্কারে, নৃত্য করে চারি ধারে,
বুঝি ধরা হয় শবময়।

(৮)

আবার আবার ওই কামানগর্জ্জন,
প্রশান্ত সাগর-জলে, দুরন্ত সৈনিকদলে,
জ্বালিছরে কালানল ভীষণ-দর্শন,
আবার আবার ওই কামানগর্জ্জন।

(৯)

আবার আবার ওই ভীম কোলাহল,
আকাশ ছিঁড়িয়া যায়, শ্রবণ বধির তায়,
তোলপাড় হ'ল সব সাগরের জল ;
আবার আবার ওই ভীম কোলাহল।

(১০)

আবার আবার ওই কামানগর্জ্জন!
সসাগরা ধরা কাঁপে, বীরের বীরত্ব-দাপে,
শোণিত শুকায় দেখে সমর-নর্ত্তন!
আবার আবার ওই কামানগর্জ্জন।

(১১)

আবার আবার ওই ভীম কোলাহল,
দয়া মায়া স্নেহ ধন, দিয়া সব বিসর্জ্জন,
জিঘাংসায় রত হ'ল মানব সকল,
আবার আবার ওই ভীম কোলাহল।

(১২)

য়ুরোপ-রাজন্যচয়, নাচায় বিপক্ষদ্বয়,
হাসে ভীমা নৃমুণ্ডমালিনী,
ভরিয়া তৃষিত প্রাণ, রুধির করিবে পান,
রক্তবীজ দানব-নাশিনী।

শেষ।

বীর কুরুপাটকীন রুষের সহায়,
কুরকী জাপের দলে বীরত্বে মাতায়।
আর আর বীর কত থাকি দুই দলে,
চকিত করিছে ধরা সমর-কৌশলে।
শত শত খণ্ডযুদ্ধ হইছে এখন,
লেখা যোখা নাহি কত জীবের মরণ॥
জলে স্থলে যুদ্ধ হয় ভীষণদর্শন,
জিতে সব যুদ্ধে জাপ ধর্ম্মের কারণ।
প্রাচীন নবীন জাতি* তুমি হে জাপান!
কি তেজ উৎসাহে দীপ্ত তোমার পরাণ!
স্বাধীনতা মূলমন্ত্রে দীক্ষিত জাপান!
স্বাধীনতা রক্ষা তরে ধরেছ কৃপাণ।
স্বাধীনতা অস্থি মজ্জা গড়েছে তোমার,
বনের বিহঙ্গ কর স্বেচ্ছায় বিহার।
তব দেশে যায় যদি পরাধীন নর,
স্বাধীনতা স্বর্গসুখ পায় সে বিস্তর।
স্বাধীনতা রক্ষা হেতু তোমার রমণী
কটিবদ্ধা বীরাঙ্গনা আসিছে আপনি,
নির্ভীক পুরুষ নারী, প্রাণ মান ধন
স্বাধীনতা যজ্ঞকুণ্ডে করিছে অর্পণ।
আসিয়ার আশা তুমি ভরসা জাপান,
ঈশ্বর সতত তব সাধুন কল্যাণ।

---

* জাপান ভারত ও চিনের ন্যায় প্রাচীন। ইহার আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই জাতি ৫০।৬০ বৎসর হইল নবভাবে উত্তেজিত হইয়া মার্কিণ ও ইউরোপীয়দিগের নব জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পবাণিজ্য রণকৌশল শিক্ষা করিয়া এক অভিনব মহাজাতিরূপে গঠিত হইয়াছে। এই জাতি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী, অন্য জাতির উপর কোনও বিষয়ে ইহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় না।

শ্রীভূঃ—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ফল।

এ বৎসর সাধারণতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ফল শোচনীয়। আসাম কাঁদিতেছে ৫০ জন এফ এ পরীক্ষা দিল, তন্মধ্যে ১০ জন মাত্র ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কটক কাঁদিতেছে প্রায় অর্দ্ধশত বি এ পরীক্ষা দিল, তন্মধ্যে একজন মাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছে। এরূপ স্থলে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জনপ্রাণীরও নাম বি এ পরীক্ষা তালিকায় দৃষ্ট হইতেছে না, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইতেছি যে, এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা যেরূপ গতিতে উন্নতি লাভ করিতেছিল, তাহা অনেক মন্দীভূত হইয়াছে এবং বৎসরের পর বৎসর স্ত্রীশিক্ষার ফল নিরাশাজনক হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীদিগের শতকরা ৭৫, কখনও ১০০ উত্তীর্ণ দেখা যাইত এবং রমণী এম এ উপাধি পাইতেছেন, বি এ অনারে উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছেন, এফ এ ও প্রবেশিকায় প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় বালকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই ঘটিত। ইহাতে বিদ্যাশিক্ষায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সমকক্ষ হইতে পারে না, এই চিরকুসংস্কার একবারে দূরীভূত হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে, লোকের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছিল যে, স্ত্রীবুদ্ধি পুরুষবুদ্ধি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর এবং সমসুযোগ পাইলে ও সমাবস্থাপন্ন হইলে স্ত্রীলোক আপনাদিগের উচ্চ গৌরব স্থাপন করিতে পারিবে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থার দোষেই হউক অথবা উৎসাহদানের অভাব বশতঃ হউক, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় স্ত্রীলোকগণ আবার হারিয়া যাইতেছেন। পরীক্ষার ফলের ন্যায় পরীক্ষার্থিনীদিগের সংখ্যারও হ্রাসতা দৃষ্ট হইতেছে। গবর্ণমেন্ট অনুদার নীতি অবলম্বন করিয়া অনেক সময় স্ত্রীশিক্ষা-কল্পে ব্যয় স্বীকারে বিমুখ হইয়াছেন এবং স্ত্রীশিক্ষা হিতৈষীদিগকে নিরুৎসাহ ও নিরাশ করিয়াছেন। এখন গবর্ণমেন্টের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে বোধ হইতেছে এবং তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ সময় সহৃদয় দেশহিতৈষিগণ পুনরায় উদ্যম ও উৎসাহসহকারে আপনাদিগের স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হউন এবং যত দূর সাধ্য গবর্ণমেন্টের সহকারিতা করুন। আমরা এ সময় দুই একটি শুভ লক্ষণ দেখিয়াও আশান্বিত হইতেছি। মহাকালীবিদ্যালয় হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষাকল্পে বিশেষ উদ্যোগী হইতেছেন। ৺ রামকৃষ্ণ শিষ্যা কুমারী নিবেদিকা প্রভৃতি মনস্বিনী

রমণীগণ হিন্দু অন্তঃপুরস্থা রমণীদিগের শিক্ষার সহায়তা করিতেছেন। বঙ্গের নানা জেলায় যে সকল সম্মিলনী হইয়াছিল, তাঁহারা এখন কোথায়? স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা যে তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; আবার পুনরুজ্জীবিত হইয়া এই মহাব্রতে ব্রতী হউন্। আমাদিগের প্রাণগত চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে ঈশ্বরকৃপায় স্ত্রীশিক্ষার পুনরুন্নতি দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আমরা কৃতার্থ হইব।

বর্ত্তমান বর্ষের স্ত্রীশিক্ষা-ফলের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এফ এ পরীক্ষা।

নাম	বিভাগ	বিদ্যালয়
হিরণ্ময়ী সেন	১ম	বেথুন কলেজ
আনামন্কা	ঐ	ঐ
রোজা বেলা বান্নুর্জ্জি	২য়	প্রাইবেট
স্বর্ণলতা দাস	"	বেথুন কলেজ
রাচেল ডাষ্টি	"	"
যোজেল এব যোজেভ	"	"
মড গুপ্ত	"	ডবটন
মিলড্রেড হোয়াইট	৩য়	রেঙ্গুণ কলেজ

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা।

কেটওয়াল	১ম	ডাওসান স্কুল, রেঙ্গুণ
এলা ডেলি	২য়	ঐ
ডেজি লাটার	"	ঐ
এস্থারজগন্মোহিনীভট্ট	"	ঐ কলিকাতা
মেরী ভট্টাচার্য্য	"	ঐ
রমা "	"	বেথুন কলেজ
আইরিণ ঘোষ	২য়	লোরেটো
উইনিফ্রেড ডইমে	"	মেথডিষ্ট স্কুল, রেঙ্গুণ
হিল্ডা গ্রিণ ব্রাস	"	রেঙ্গুন কনভেণ্ট
মাসদা	"	বাপ্টিষ্ট কলেজ রেঙ্গুণ
বায়লেট হৃদয় মোহিনী মিত্র	২য়	ডাওসান মিসন কলিকাতা
কমলবালা সরকার	"	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
মৃণালিনী সরকার	"	ডাওসান মিসন
সরযূবালা "		"
হিরণকুমারী বসু	৩য়	ইউ-ফ্রি-চার্চ্চ-বোর্ডিং
হেমপ্রভা ভুঁইয়া	"	বেথুন কলেজ
লিওনি বওভিল	"	সেণ্ট যোজেফ কনভেণ্ট, মৌলমিন
ডমিটিলা ঘার্ণোণ্ডেজ		"
ডেজি লন্দডেল	"	"
মেবেল ফষ্টার	"	রেঙ্গুণ
মার্গারেট ক্রিমার	"	শিক্ষক
জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী	"	ব্রাহ্ম বালিকা
ইন্দুমতী মজুমদার	"	"
পুণ্যলতা রায়	"	কনভেণ্ট রেঙ্গুণ
প্রতিভা কুমারী শীল	"	"
ইতা ঘোষ	"	সি এম ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
ক্যাথারিন ঘোষ		লোরেটো
ক্যাথারিন গ্রাণ্ট	"	প্রাইবেট
মেরী হানে	"	মৌলমীন ইং বালিকা বিদ্যালয়
ক্যাথলিন ভিলা কর্ণেউড	"	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট
মার্টলিক টেনবর্গ		মেথডিষ্ট

পরীর উপন্যাস।*

এক রাজার প্রথমা মহিষী একটি কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়া গতায়ু হন। পুত্র কন্যা দুটী যেমন সুরূপ, তেমনি সুশীল। রাজা পুনরায় বিবাহ করিলেন, কিন্তু তাঁহার নব বনিতা ডাইনী। সংমা গৃহে আসিয়া কুমার কুমারীকে আদর যত্ন করা দূরে থাকুক, সর্ব্বদা তাহাদের ছল অন্বেষণ করিত, কথায় কথায় রাজার কাছে তাহাদের দোষের কথা বলিত এবং নানা উপায়ে তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিত। বাছারা না পায় ক্ষুধার অন্ন, না পায় পরিধানের বস্ত্র, না পায় সচ্ছন্দে ঘুমাইবার স্থান। তাহাদের কষ্টের একশেষ হইল। পিতাও নবীন ভার্য্যার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহার মন যোগাইবার চেষ্টা করিতেন এবং তাহার অমতে কোনও কার্য্য করিতে সাহস করিতেন না। কালক্রমে নব রাজমহিষীর এক কন্যা সন্তান হইল, সে দেখিতে কদাকার এবং তাহার এক চক্ষু কাণা। রাজার তথাপি চৈতন্য হয় না এবং পূর্ব্ব সন্তানদ্বয়ের যে দুঃখ সেই দুঃখ। যখন যাতনা অসহ্য হইল, তখন ভাই ভগিনী পরামর্শ করিল আর বাটীতে থাকিবে না, বরং বনে গিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভক্ষ্য হইবে। একদিন তাহারা ভোরে ভোরে উঠিয়া বাটীর বাহির হইল এবং যতদূর পা চলে, চলিতে আরম্ভ করিল। ডাইনি সংমা সব জানিতে পারিল এবং তাহাদিগকে আরও কষ্ট দিবার জন্য তাহার যাদুবিদ্যার শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেক পথ চলিয়া ছোট ভাই ক্লান্ত হইয়া বলিল "দিদি, বড় পিপাসা, আর চলিতে পারি না।" নিকটে এক পর্ব্বতের ঝরণার কাছে গেল, ঝরণা হইতে শব্দ হইতেছে "আমি বাঘ, আমি বাঘ, আমি বাঘ।" ডাইনী ঝরণা ভারিয়া রাখিয়াছে। ভগিনী বলিল "ভাই একটু সহ্য কর। এ ঝরণার জল খাইলে তুমি বাঘ হইয়া আমাকে খাইয়া ফেলিবে। চল আর এক ঝরণা হইতে জল খাইবে।" কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহারা আর এক ঝরণা দেখিতে পাইল। কিন্তু এখানেও আশ্চর্য্য, ঝরণা বলিতেছে "আমি নেকড়ে, আমি নেকড়ে, আমি নেকড়ে।" ভগিনী বলিল এ জল খাইলে তুমি নেকড়ে হইবে, চল ভাই আর একটু চলিয়া যাই। আরও খানিক গিয়া ভাই পিপাসায় অস্থির হইল, তথায় একটী ঝরণা মিলিল। তাহা হইতে শব্দ হইতেছে "আমি হরিণ, আমি হরিণ, আমি হরিণ।" ভগিনী বলিল এও ভাল ঝরণা নয়, চল আরও এগুই। কিন্তু ভ্রাতা

* ইংরাজী "Fairy Tales" পুস্তকের এক গল্প অবলম্বনে লিখিত।

কিছুতেই তৃষ্ণার পীড়া সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারই জল খাইল এবং একটী হরিণ-শিশু হইয়া গেল। ভগিনী কি করিবে, তাহাকে কোনও রূপে বাঁধিয়া আপনার সঙ্গে লইয়া চলিল। নিকটে একটী অরণ্য দেখিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল এবং একটী পরিষ্কার স্থান বাছিয়া লতা পাতার কুটীর করিল। হরিণ-শিশুর জন্য কোমল তৃণ বিছাইয়া দিল, কচি কচি পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল। মেয়েটী নিজে বনের ফল পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। একদিন সেই অরণ্যে এক ব্যাধ শিকার করিতে আসিল। শিকার-শব্দ শুনিয়া হরিণ-শিশু অস্থির হইল এবং বলিল "দিদি, আমাকে এক-বার খানি ছাড়িয়া দেও, আমি এখনি ফিরিয়া আসিব।" ভগিনী বলিল "না ভাই, অমন কথা বলিও না। তুমি আমার কাছে থাক, কোথায় গিয়া মারা যাইবে?" ভাই কাতর হইয়া নিতান্ত অনুনয় বিনয় করাতে বলিল "দূরে যাইও না, নিকটে খেলা করিয়া একবার ঘুরিয়া এস।" হরিণ-শিশু বন্ধন-মুক্ত হইয়া তিন লম্ফে অনেক দূর ছুটিয়া গেল এবং শিকারীর দৃষ্টিগোচর হইল। সুন্দর হরিণ-শিশু দেখিয়া ব্যাধ ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে দ্রুতবেগে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পলাইল। শিকারী পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া গুলি নিক্ষেপ করাতে একটী পা আহত ও রক্তাক্ত হইল। সে তাহা লইয়া ছুটিয়া ভগিনীর নিকট পৌছিল, ব্যাধ তাহাকে ধরিতে পারিল না। ভগিনী তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, পরে অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহার ঘা ভাল করিল। হরিণ-শিশু কিছুদিন স্থির হইয়া বাঁধা রহিল। হঠাৎ একদিন এক রাজা খুব ধুমধাম করিয়া সেই বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন—শিঙ্গা বাজিতেছে, বংশীধ্বনি হইতেছে, অশ্বারোহী, পদাতিক কোলাহল করিতেছে। হরিণ-শিশু সেই শব্দ শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভগিনীকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল—একবার ছাড়িয়া দেও। ভগিনী বলিল "অনেক কষ্টে একবার বাঁচাইয়াছি, আর তোমাকে ছাড়িব না।" হরিণ-শিশুর প্রাণ যায়; যত শব্দ শুনে, ততই মাতিয়া উঠে এবং ভগিনীকে কাতর-ক্রন্দনে অস্থির করে। ভগিনী কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া বলিল "এবার আমার সামনে খেলিয়া বেড়াও, আর কোথাও যেও না।" হরিণ-শিশু তাই করিবে বলিয়া নিকটে খেলিতে লাগিল। কিন্তু শব্দের কি আকর্ষণ, আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া ছুটিয়া চলিল। হরিণ-শিশু রাজার চক্ষে পড়িল। রাজা মুগ্ধ হইয়া শিকারীদিগকে বলিলেন "ইহাকে আঘাত না করিয়া যেরূপে পার ধরিয়া আন। তাহার এমন আশ্চর্য্য ক্ষিপ্র গতি যে কেহ ধরিতে পারিল না। অবশেষে রাজা অশ্বারোহণে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। হরিণ-শিশু রাজাকে

নানাদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আপনার বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা সেখানে গিয়া দেখেন "এক পরমাসুন্দরী যুবতী, আর হরিণ-শিশু তাহার কোলে বিশ্রাম করিতেছে।" রাজা মুগ্ধ হইয়া রমণীকে বলিলেন "তোমার বিবাহ না হইয়া থাকিলে আমার মহিষী হও, পরম সুখে থাকিবে।" যুবতী বলিলেন "এই হরিণটীকে যদি আমার সঙ্গে থাকিতে দেন, সম্মত আছি।" রাজা তাহাকে বিবাহ করিয়া সৈন্তসামন্ত সহিত হরিণ-শিশুটী সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে আসিলেন। রাণীর গৃহের নিকট হরিণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাঁহারা পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে রাণীর গর্ভে রাজার একটী দিব্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সংমা অনুসন্ধানে ইহা জানিতে পারিয়া ডাইনি মন্ত্রপ্রভাবে রাণীকে সরাইয়া লইয়া ভূত-যোনি করিয়া ফেলিল এবং আপনার সেই কাণা কন্তাকে রাজ-মহিষীরূপে তাহার শয্যাস্থ করিল। এ কন্যা যাদুপ্রভাবে দেখিতে সর্ব্বাংশে রাণীর মত হইল, কিন্তু তাহার কাণা চক্ষুটী ভাল হইল না। ডাইনী তাহাকে এক পাশ হইয়া শুইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। ইহাতে সে যে কাণা আপাততঃ কেহ টের পাইল না। এ দিকে ধাত্রী রাজশিশুকে সূতিকাগারে রাখে, একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় কোথা হইতে একদিব্য লাবণ্যবতী রমণী আসিয়া এই গান গাইল :—

"আসিয়াছি দেও মোরে ছাড়িবার নয়—
আমার হরিণ-শিশু, আমার তনয়॥"

সেই রমণী সূতিকা-ঘরে প্রবেশ করিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে শিশুটীকে লইয়া কত আদর ও মুখচুম্বন করিল, পরে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরদিন রাত্রে আবার গান শুনা গেল,

"আবার এসেছি দেও, ছাড়িবার নয়—
আমার হরিণ-শিশু, আমার তনয়।"

আবার সন্তানকে আদর করিয়া সেই মূর্ত্তি চলিয়া গেল।

রাজার কাছে প্রতিদিন সংবাদ যায়। রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাত্রি জাগিয়া স্বয়ং দেখিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। নিস্তব্ধভাবে নিশীথকালে গীতধ্বনি হইল :—

"আসিয়াছি শেষবার, ছাড়িবার নয়—
আমার হরিণ-শিশু, আমার তনয়।"

পরে সেই দিব্যাঙ্গনা গৃহে প্রবেশ করিয়া সন্তানকে আদর করিতে আরম্ভ করিল। রাজা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং "আমার গৃহলক্ষ্মী তুমি" বলিয়া ছুটিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। ডাইনীর কুহক তখন ভাঙ্গিয়া গেল।* ডাইনী কাণা কন্তাকে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়া ধরা ও মারা পড়িল। হরিণ-শিশু রাজপুত্র বেশে প্রকাশ পাইল। রাজপরিবারে আনন্দ-মহোৎসব হইতে লাগিল।

* যুবতী রাজমহিষী ভূতযোনি হইয়া এক পরীর সাহায্যে বর পাইয়াছিল যে, রাজা তাহাকে স্পর্শ করিলেই তাহার সৎমার যাদুমন্ত্র ব্যর্থ হইবে এবং তাহার সকল বিপদ ঘুচিবে।

ইয়ুরোপীয় দ্বাদশ ভূপাল।

১। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজা ৭ম এডোয়ার্ড মাতৃদেবীর সময় হইতে রাজকার্য্যে সুশিক্ষিত। রাজ্যশাসন ব্যতীত তাঁহাকে সামাজিক ও জাতীয় হিতকর বহুবিধ কার্য্য করিতে হয়। তাঁহার সকল প্রাসাদেই এক একটী স্বতন্ত্র কার্য্যালয় আছে। সেক্রেটারী তথায় আসিবার অনেক পূর্ব্বে তিনি তথায় গিয়া আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন করেন, পরে সেক্রেটারী আসিলে পত্রাদি পাঠ ও প্রত্যুত্তর লেখা হয়। গত বৎসর ইংলণ্ডেশ্বরের নামে এইরূপ প্রায় ৫০ হাজার পত্র আসিয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রত্যহ তাঁহাকে প্রায় ১৪০ খান চিঠির মর্ম্ম অবগত হইয়া উত্তর দিতে হইয়াছে।

২। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ ১ম যোজেফের পাঠাগার বৈঠকখানার মত। গৃহের সাজ সজ্জা কম। কলম, কালী, কাগজ ও পুস্তকাদি তথায় সজ্জিত থাকে। প্রত্যূষে ৭টার সময় তথায় গিয়া সেক্রেটারীর পত্রাদির উত্তর দেন। সেক্রেটারীর সাহায্যে সংগৃহীত অনেক সংবাদপত্রের আবশ্যক অংশ প্রতিদিন পাঠ করিয়া থাকেন। রাজকীয় কোর্ট জর্ণাল আপনিই লিখিয়া থাকেন।

৩। জর্ম্মন সম্রাট ২য় উইলিয়ম ইংলণ্ডেশ্বরের ভাগিনেয় ও বয়সে নবীন। কিন্তু শ্রমশীলতায় ইউরোপীয় সমুদায় রাজাকে হারাইয়াছেন। বার্লিনপ্রবাসী ইংরাজের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে তিনি চিঠি পঠন বা লিখনের কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। গত এক বৎসরে স্বয়ং বা সেক্রেটারীদিগের সাহায্যে সাড়ে সাত হাজার পত্র লেখা সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি অতি চতুর ও রাজ্যের সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি-পরায়ণ। টাইপ রাইটিঙের সক আছে। তিনি সকল কার্য্য শৃঙ্খলাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্যালয়ে টেবিলের উপর অসংখ্য পুস্তক ও পত্রিকা সজ্জিত থাকে, যখন যাহার প্রয়োজন, সেক্রেটারী বা ভৃত্যের বিনা সাহায্যে স্বয়ং তাহা খুঁজিয়া লন।

৪। বেলজিয়মের রাজা ২য় লিওপোল্ড বাণিজ্যানুরাগী। তাঁহার টাকা ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক সওদাগরী কারখানায় খাটিতেছে। তিনি প্রতিদিন এই সকল ব্যবসার সংবাদ লইয়া থাকেন। তাঁহার একটী সুসজ্জিত পাঠাগার আছে। তিনি আধুনিক সাহিত্য, ইংরাজী সংবাদপত্র এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধ অধিক পড়িয়া থাকেন।

৫। ডেনমার্কের রাজা ৯ম ক্রিশ্চিয়ান। ইঁহার পাঠাগার একটী বৃহৎ পুস্তকাগার। মেজে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত পুস্তকে ভরা। গৃহ-সজ্জার জন্য সূক্ষ্ম স্থানও নাই। সম্রাট্‌দিগের মধ্যে ইঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট পত্র লিখিতে কেহ পারেন না।

৬। গ্রীসের অধিপতি ১ম জর্জ সুকুমার বিদ্যার অনুরাগী এবং ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তাঁহার কার্য্যালয় আদর্শ চিত্র ও ভাস্করের কার্য্যে মণ্ডিত। যে সকল শিল্প সাহিত্যের জন্য গ্রীস দেশ এককালে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, তাহার আদর্শ ও ভগ্নাবশেষ এই রাজগৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। এই জন্য তাঁহার পাঠাগার একটী চিত্র-শালিকা বলিয়া বোধ হয়। ইনি শৃঙ্খলাপ্রিয়, কিন্তু কার্য্যে মন্থর।

৭। রুষ-সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস। তাঁহার কার্য্যালয় লণ্ডন নগরের বণিক্দিগের গুপ্ত গৃহের অনুকরণে গঠিত ও সজ্জিত। অসংখ্য দলিল পত্র পাঠার্থ ইউরোপীয় অন্যান্য রাজা অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সময় পাঠাগারে কাটাইতে হয়। কার্য্যকালে সাম্রাজ্ঞী প্রায় তাঁহার পার্শ্বে থাকেন। তিনি কিছু মাটো, কিন্তু আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাচনে সুদক্ষ, এবং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, অনেক সময় উচ্চতর কর্ম্মচারীদের মত-বিরুদ্ধেও তৎসম্পাদনে তৎপর।

৮। ইটালির রাজা ২য় ইমানুয়েল। ইঁহার পাঠাগার অনেকটা ডেনমার্কের রাজার সদৃশ। গৃহটী পুস্তকরাশিতে পরিপূর্ণ এবং রাজা সাহিত্য-সেবা ও পুস্তক-পাঠে অক্লান্ত। ইংরাজি সাহিত্য তাঁহার বিশেষ প্রিয়।

৯। সুইডনের রাজা ২য় অস্কার সাহিত্যানুশীলনে বিশেষ তৎপর এবং সঙ্গীত-প্রিয়। তাঁহার পাঠাগার সুন্দর-রূপে সজ্জিত এবং মনোহর দীপমালায় আলোকিত। তিনি পাঠাগারে বসিয়া সর্ব্বদাই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার নামাঙ্কিত অনেক গদ্য ও পদ্যগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

১০। পর্টুগালের রাজা একজন বিখ্যাত চিত্রকর। উৎকৃষ্ট ছবি আঁকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পারিস-প্রদর্শনী হইতে একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। আরো অনেক প্রশংসা-নিদর্শন অন্যান্য স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধূম-পানে বড় অনুরক্ত। চিত্রাঙ্কন, কথোপ-কথন, পাঠ—সকল সময়েই তাঁহার মুখে ধূমপানের নল সংযুক্ত থাকে।

১১। তুরস্কের সুলতান ২য় হামীড সিগারেট-প্রিয়। আহার সময় ব্যতীত সকল সময়েই তাঁহার মুখে চুরুট দেখা যায়। তিনি একজন বিচক্ষণ লোক এবং রাজকার্য্য অভিনিবেশ সহকারে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। চক্রান্তকারী ও হত্যালোলুপ লোক সকলে পরিবেষ্টিত হইয়াও তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ্যাতির সহিত রাজধর্ম্ম পালন করিতেছেন।

১৩। ফরাসি সাধারণতন্ত্রের সভা-পতি লুবে একজন কার্য্যধুরন্ধর ব্যক্তি। তিনি ধীর, শান্ত ও সর্ব্বদা প্রফুল্লবদন। কোন কার্য্যে তাঁহাকে উত্তেজিত বা বিরক্ত হইতে দেখা যায় না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি আশ্চর্য্য, বাগ্মিতাও আছে, হস্তাক্ষর সুন্দর। তাঁহার কার্য্যালয় পুস্তক, সংবাদপত্র ও চিত্রাদিতে সুসজ্জিত।

ইউনিভারসিটির আইন।

ডুবিল ভারতবর্ষ হরি, হরি, হরি,
গেল শিক্ষা গেল দীক্ষা, সম্বল হইল ভিক্ষা,
কে যে দিবে সেই ভিক্ষা তাই ভেবে মরি। ১

যদিও ভারতবাসী অলস দুর্ব্বল,
তথাপি বিদ্যার গুণে, খেতেছিল টেনে বুনে,
শিক্ষা করি রাজ-ভাষা সভ্যতা সকল। ২
যদিও ভারতবাসী চির পরাধীন,
তথাপি বিদ্যা-গৌরবে, গৌরব-উন্নত সবে,
বুদ্ধিবলে বলবান্ হয়ে চিরদিন। ৩
এবারে ভারতবাসী গেল রসাতল,
একে পরাধীন জাতি, নাহি মান—নাহি খ্যাতি,
তাতে পেটে ভাত নাই, দেহে নাই বল। ৪
বিদ্যাবলে ভারতের হতভাগাগণ,
দেশ বিদেশেতে ফিরি, মুন্সেফ, ডেপুটী-গিরি,
পেতেছিল্ হায়! তাও হইল খণ্ডন। ৫
আর উচ্চ শিক্ষা নাহি পাবে কোন জন,
আর কারো নাহি আশ, হবে বি এ এম এ পাশ,
বিদ্যার সমুদ্রমাঝে দিবে সন্তরণ। ৬
হইবে ভারতে এবে মহামূর্খ নর,
বিদ্যাবলে হয়ে বশী, যাহারা যাইত চলি
সুদূর ইংলণ্ডে, তারা হইল ফাঁফর। ৭
হায়রে ভারতবাসী যে বিদ্যার তরে
জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
হয়রে বিলাতবাসী প্রাণপণ করে। ৮
ডাক্তার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট জজ হয়,
হয় আর ব্যারিষ্টার, সিনিয়ার রাঙ্গলার,
এত দিনে ভারতের গেল সমুদয়। ৯
বাল্যকালে নাহি পাবে ইংরেজী শিখিতে,
কি হলো কি হলো হায়, খেদে বুক ফেটে যায়
বুড়ো হবে শিশু সব প্রবেশিকা দিতে। ১০
বিয়ে পাশ দিতে দিতে দাঁত পড়ে যাবে,
এ দিকে বয়স হলে, চাকুরী নাহিক মিলে,
অভাগা ভারতবাসী কি করিয়া খাবে? ১১
ইংরেজরাজের কিবা আছে অভিলাষ,
ভারতবাসীরা সবে, গণ্ডমূর্খ হয়ে রবে,
মাঠে মাঠে বেড়াইবে করি চাষ বাস। ১২
করিবে না লেখালেখি কংগ্রেস গঠন,
টাউনে টাউন-হলে, দাঁড়াবে না মূর্খ হলে,
করিবে না ওজস্বিনী বক্তৃতা পঠন। ১৩
গণ্ডমূর্খ বুদ্ধি খাঁটো, গায়ে নাহি বল,
খাবে সদা লাথি গুঁতা,
তুলিতে চাবেনা মাথা,
অভাগা জাতির শুধু ক্রন্দন সম্বল। ১৪
নয়নে সকলি যেন হেরি অন্ধকার,
সম্মুখে বিপদ সিন্ধু, এস প্রাণারাম বন্ধু,
বিপদ-সমুদ্র হতে করহ উদ্ধার। ১৫

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।

পাপের পরিণতি।

(৪৮৯ সংখ্যা—১৬ পৃষ্ঠার পর)

(৪)

কার্ত্তিকের বাটী রায়পুর, গোপালপুরের প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। কার্ত্তিকের পিতা হরগোপাল পালিত সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি মন্দ ছিল না,—২।৩ খানি জমিদারী ছিল, দোতালা চকমিলান বাটী; বাটীতে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। ৩।৪ বার তাঁহার বাটীতে সমস্ত সমাজ ভোজের নিমন্ত্রণ পাইত। কার্ত্তিক তাঁহার শেষ বয়সের একমাত্র পুত্র, সুতরাং অযথা আদরে তাহার বাল্যজীবন অতীত হইয়াছিল। অতি বাল্যকাল হইতে তাহার যথেচ্ছাচারিতার সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত উহার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই তাহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। পিতৃধনসম্পত্তি সমস্তই কার্ত্তিকের হস্তগত হওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতে স্বার্থপর লোকে আসিয়া তাহার সহচর ও প্রিয়পাত্র হইল। এই সহচরগণের সহবাসে কার্ত্তিকের চরিত্র দিন দিন কলুষিত হইতেছে দেখিয়া তাহার মাতা তাহাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে চরিত্রের কোনও উন্নতি হইল না। ভদ্র ব্যবহার ও প্রিয় সম্ভাষণ কার্ত্তিক কখনও শিক্ষা করে নাই, এই হেতু ভদ্রসন্তান কেহ তাহার সহবাসে থাকিতে পারিত না।

বিংশবর্ষ বয়সে কার্ত্তিকের মাতার মৃত্যু হয়। এখন তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার আর কেহই রহিল না। কার্ত্তিক যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের ভোগলালসা চরিতার্থ করিতে লাগিল। বিষয় সম্পত্তি রক্ষার দিকে নিজের দৃষ্টি নাই। কর্ম্মচারীরা সুবিধা বুঝিয়া আপন আপন উদরপূর্ত্তির পথ খুঁজিতে লাগিল। অনুপযুক্তের হাতে পড়িলে যাহা হয়, কার্ত্তিকের বিষয় সম্পত্তিরও সেই দশা ঘটিল। প্রথমে উহা বন্ধক পড়িল, পরে বিক্রীত হইয়া গেল। কার্ত্তিকের আর কিছুই নাই। এত দিন তাহার যে সকল বন্ধু বান্ধব ছিল, তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিল। যদি আর বন্ধু বান্ধব না জুটিত, তাহা হইলে হয় ত তাহার চরিত্রের সংশোধন হইত। কিন্তু তাহা হইল না। নীচবংশীয় কতকগুলি লোক কার্ত্তিকের নূতন সহচর হইল। ইহাদের পরামর্শে ও উত্তেজনায় এবং স্বীয় আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন কার্ত্তিক প্রথম প্রথম দস্যুতস্করদিগের আনীত দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপ করিবার পর

তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। তখন কার্ত্তিক নিজেই একটী দস্যুদলপতি হইল।

কার্ত্তিকের পত্নী বুদ্ধিমতী ও সৎস্বভাবা ছিলেন। পতিকে সৎপথে আনিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে কতই প্রার্থনা করিতেন। সুবিধামত কখনও ভৎর্সনা করিয়া, কখন চক্ষের জল ফেলিয়া, কখন বা অনুনয় বিনয় করিয়া পতিকে অসৎ-সংসর্গ ও অসৎ কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতেন। যখন তিনি অকৃতকার্য্য হইতেন, তখন দুঃখে হতাশে কাতরকণ্ঠে শ্রীহরির চরণে প্রার্থনা করিতেন "হে হরি! অচিরেই যেন আমার মৃত্যু হয়! স্বামীর অকার্য্যের কথা যেন আমাকে আর শুনিতে না হয়।"

সাধ্বী রমণীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক কার্ত্তিক-পত্নীতে তাহা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। স্বামীর নিকট লাঞ্ছিত নিগৃহীত হইয়া তিনি এক দিনের জন্যও স্বামীর সেবায় ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না। স্বামী দেবতা—স্বামিসেবা রমণীর সদ্গতিলাভের অন্যতম সোপান, এ কথা এক দিনের জন্যও তিনি বিস্মৃত হন নাই।

(৫)

বিরাজ বাবু বালকের সহিত কার্ত্তিকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া একেবারেই তাহার পত্নী যে স্থানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সেইখানে নীত হইলেন। আহা! তাহার কি দুর্দ্দশা! দেখিলে পাষাণহৃদয়ও গলিয়া যায়। রাত্রিতে স্বামী-কর্তৃক প্রহৃত হইয়া যেখানে যেরূপ ভাবে পড়িয়া গিয়াছিলেন, এখনও সেইখানে সেইরূপ ভাবে পড়িয়া আছেন; যে রক্ত বমন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও সর্ব্বাঙ্গে জমিয়া রহিয়াছে; এমন কেহ নাই যে, তাহা পরিষ্কার করিয়া তাহার পরিধান-বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। একমাত্র পুত্র ভিন্ন তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার —তাঁহার পিপাসায় একবিন্দু জল দিবার আর কেহই ছিল না। ডাকাতের বাড়ী বলিয়া পাড়ার কোন লোকই কার্ত্তিকের বাটীতে আসিত না।

অনিদ্রা, অসহ্য বক্ষোবেদনা ও পুনঃ পুনঃ রক্তবমনে কার্ত্তিক-পত্নী নিতান্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর আবার পুত্র বিরাজ বাবুর বাটী হইতে এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না কেন, এই দুর্ভাবনায় নিতান্ত ব্যথিত। সময়ে সময়ে তিনি মোহাভিভূত হইয়া মৃতের ন্যায় পতিত। আবার কখন বা কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিজ পুত্রের উদ্দেশে ক্ষীণ-স্বরে বলিতেছেন, "বাবা! সন্তোষ কুমার, বাবা! জল দে, কাছে আয় বাবা।"

বিরাজ বাবু কার্ত্তিক-পত্নীর সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রমণী মৃতবৎ অচেতন। তিনি বালককে বলিলেন, তোমার মাকে ডাক, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা কর। সন্তোষ ডাকিল, "মা, আমি আসিয়াছি—তুমি কেমন আছ?"

কাতরে চক্ষু মেলিয়া কার্ত্তিক-পত্নী

অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাবা!—সন্তোষ এসেছ বাবা! বিরাজ বাবুকে খবর দিয়েছ বাবা!"

"হাঁ মা! তিনি এই যে এসেছেন।"

"তাঁর ছেলেকে তবে বাঁচাও, তাঁর কাছে চাবি দাও —"

সন্তোষকুমার বিরাজ বাবুকে লইয়া উপর তালায় গমন করিতে চাহিল, কিন্তু তিনি গেলেন না, বলিলেন, "তুমি হরিনাথকে আন, আমি তোমার মাতাকে একটু ঔষধ খাওয়াই।"

বিরাজ বাবু বাটী হইতে দ্রুতগতিতে বাহির হইলেন। কার্ত্তিকের বাটীর অর্দ্ধ মাইল দূরে একজন চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। চিকিৎসক ঔষধাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। বিরাজ বাবু, তাঁহার পুত্র হরিনাথ ও কার্ত্তিকের পুত্র সন্তোষকুমার তিন জনে প্রাণপণে রমণীর সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসক হতাশ হইয়া চলিয়া গেলেন—বলিয়া গেলেন "সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রক্ষা পাওয়া ভার।"

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক-পত্নীর অবস্থা 'ক্রমেই খারাপ হইতেছে। চক্ষে জ্যোতি নাই, হস্তপদ নিঃস্পন্দ, নিশ্বাস অতি ক্ষীণ। রমণী অতি কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। সন্তোষ কুমার আগ্রহে তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল। রমণী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, সযত্নে তাহার গণ্ডে একটী চুম্বন দিয়া সজলনয়নে অতি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "একবার শেষ দেখা করিব, ডাকিয়া আন।"

মাতাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে সন্তোষকুমারের মন সরে না, কিন্তু মাতার এই শেষ বাসনা পূর্ণ না করিলে, আমরণ তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিবে বোধ হয় ইহা ভাবিয়াই বালক ধীরে ধীরে উঠিল, পিতার অনুসন্ধানে বাহির হইল। ঠিক্ এই সময়ে কার্ত্তিক বাটী আসিতেছিল। সম্মুখে পিতাকে দর্শন করিয়া বালক অতি দীনভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা, বাবা! সর্ব্বনাশ! মা আর বাঁচিবেন না। আসুন একবার শেষ দেখা দেখিবেন আসুন।" বালক আর কথা কহিতে পারিল না। কার্ত্তিক কতক বিস্মিত—কতক দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন? কি হইয়াছে।"

"আপনি যে বাবা, কাল রাত্রে তাঁকে লাথি মেরেছিলেন। তাতেই মার—"

"আঃ তাতে কি হয়েছে?"

"মুখ দে রক্ত উঠে উঠে মা এখন নির্জীব হয়ে পড়েছেন। কবিরাজ বলে গেছেন তিনি আর বাঁচিবেন না।" বালক ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

'বটে' এই কথা বলিয়া কার্ত্তিক দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পত্নীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া কার্ত্তিকের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। নদীর বাঁধ কোন প্রকারে

একবার একটু ভগ্ন হইলে স্রোতোবেগে উহা অল্পক্ষণ মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন ও অস্তিত্ব-বিহীন হইয়া পড়ে, আর নদীর জলে দেশ প্লাবিত হইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ নানা দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে কার্ত্তিকের হৃদয় যে পাষাণে আবৃত হইয়াছিল, পত্নীর মুমূর্ষু অবস্থা দর্শনে তাহা ভগ্ন হইয়া গেল; তাহার হৃদয় স্নেহ মমতা, শোক দুঃখ ও আক্ষেপ অনুতাপে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। কার্ত্তিক স্বভাব-দোষে অকারণে বা পাপকার্য্যের অন্তরায় হয় বলিয়া, যখন তখন পত্নীকে অকথা কুকথা বলিত, কখন কখন প্রহারও করিত। কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে ভালবাসিত না, বা দেখিতে পারিত না, তাহা নহে। পত্নীর গুণে, পত্নীর ভালবাসায় তাহার হৃদয় পুলকিত হইত। যখনই একটু প্রকৃতিস্থ হইত, তখনই নিতান্ত অনুতপ্তের ন্যায় পত্নীর কাছে নিজকৃত দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত, আর পাপানুষ্ঠান করিব না, পাপ কাজে যাইব না বলিয়া শপথ করিত, কিন্তু সঙ্গীদিগের দোষে, পাপানুষ্ঠান পরিহার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। সম্রাট্ এডওয়ার্ডের জন্মদিনে যে সকল সম্মান বিতরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় K. C. S. I. এই কৌলীন্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এখন হইতে 'সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে তিনি অভিহিত হইবেন। এই সুযোগ্য মহাত্মার সম্মাননায় দেশবাসী সকলেই গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

২। লেডী কর্জন পিতার অতুল সম্পত্তির আংশিক উত্তরাধিকার পাইয়াও লক্ষেশ্বরী হইয়াছেন। পিতৃধনের তৃতীয়াংশ ২০ লক্ষ টাকারও অধিক তাঁহার প্রাপ্য।

৩। এডমণ্ড কাণ্ডলার নামে যে ইংরাজ তিব্বতীয় সেনাদ্বারা প্রথম অস্ত্রাঘাতে গুরুতর আহত হন, তিনি দারজিলিঙ্গে আরোগ্য লাভ করিয়া লণ্ডন ডেলী নিউসে এক পত্র লিখিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য তিব্বতীয়দিগের প্রশংসা করিয়াছেন। শত্রুর এরূপ গুণ-গ্রহণ প্রশংসনীয়।

৪। ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ড হাম্বর্গ, কিল প্রভৃতি ইউরোপীয় নগরে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

৫। গত ২৫ এ জুন হইতে ৩ দিবস বর্দ্ধমানে প্রদেশীয় কনফারেন্স হইয়াছে। বারিষ্টার এ, চৌধুরী সভাপতির কার্য্য করেন।

৬। দার্জিলিং লুই সানিটেরিয়ামের সহিত কাশরোগাক্রান্তদিগের জন্য এক হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ টাঙ্গাইলের শ্রীমতী দিনমণি চৌধুরাণী ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৭। ৯ই নবেম্বর আমাদের সম্রাটের জন্মদিন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে এ বৎসর ২৭এ জুন ভারতের সর্ব্বত্র জন্মদিনের ছুটী ও উৎসব হইয়াছে।

৮। বঙ্গের ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার জুনের শেষে রঙ্গপুর দর্শন করিয়া তত্রত্য নবাবগঞ্জ দাতব্য হাঁসপাতালের জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে ১০,০০০ হাজার টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই কার্য্যে যে সকল দাতা ও দাত্রী দানের জন্য ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) মহারাণী শরৎ সুন্দরী বর্দ্ধনী স্ত্রী হাঁসপাতালের জন্য ১২,০০০

(২) কাকীনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী সম্রাট্ রাজ্যাভিষেক ওয়ার্ডের জন্য ১০,০০০

(৩) মোহন্ত সুদের গিরি গোঁসাই উড্‌বর্ন মডিল্ল ওয়ার্ড ৩০০০

(৪) রাজা জানকীবল্লভ সেন ২০০০

(৫) মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ১০০০

(৬) বাবু বিপিন চন্দ্র রায় চৌধুরী ১০০০

৯। বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধক আমাদের পরমবন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের লোকান্তর-গমন-সংবাদে আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলাম। সাহিত্যজগৎ তাঁহার উপযুক্ত সম্মাননা করিবেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। জগদীশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান এবং শোকগ্রস্ত পরিজনগণকে সান্ত্বনা দান করুন।

১০। সোমালিল্যাণ্ডে মেজর ইডইং নামে এক ইংরাজ সৈনিক এক সিংহ মারিতে গিয়া সিংহ কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। ইনি বোয়ার-যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

১১। প্রেসিডেন্সী বিভাগের জন্য ২য় শ্রেণীর জুনিয়র বৃত্তি ৫টী ও ৩য় শ্রেণীর ১১টী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২য় শ্রেণীর বৃত্তি জেলা নির্ব্বিশেষে গুণানুসারে প্রদত্ত হইবে। ৩য় শ্রেণীর ২৪ পরগণায় ৩, নদীয়াতে ২, মুরশিদাবাদে ২, যশোহরে ২, এবং খুলনাতে দুইটী মাত্র।

১২। ব্রহ্মদেশের টঙ্গু ম্যাণ্ডালে রেলওয়ে কুলী প্রভৃতির স্ত্রীরা গেট-রক্ষকের কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতেছে।

১৩। ডেলি ডেসপাচ পত্র বলেন, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের রক্তসংস্রবে বংশাবলী-সংখ্যা ৩৬,৭৩৫ জন।

১৪। হাইকোর্টের উকীল ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের জজ-পদে বৃত হইয়াছেন।

১৫। ছোটলাট বাহাদুর রামপুর বোয়ালিয়া, পাটনা, ফরিদপুর, কমিল্লা, নোয়াখালি, ঢাকা, বরিশাল, ও খুলনা পরিদর্শন করিয়া ২০এ জুলাই কলিকাতা পৌছিবেন।

১৬। বোম্বাইয়ের জাপানী সভা দুঃস্থ জাপানী সৈন্য পরিবারের সাহায্যার্থে চাঁদা প্রার্থনা করিতেছেন। যুদ্ধারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ৭০ হাজারের অধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

১৭। শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী, ১ নং হ্যারিসান রোড, কলিকাতা, তদীয় স্বর্গগত স্বামী ৺অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মাণিকতলা আতুরাশ্রমের জন্য ১০৲ টাকা ও বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের জন্য ১০৲ টাকা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় টাকাগুলি যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। এই অবলার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। তজ্জন্য এই অযাচিত দান আমরা অমূল্য বলিয়া মনে করি। করুণাময় জগদীশ্বর এই শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। অন্যান্য মহিলাদিগকে এই অবলার মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে দেখিলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইব।

১৮। ফরিদকোটে রাজা খাল্‌সা কলেজে ২৫ হাজার টাকা দান দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বাড়াইয়া দেড় লক্ষ করিয়াছেন।

১৯। ইংলণ্ডের ব্রুকউড্ নামক স্থানের পার্শী সমাধিস্থলে জেমসেট্‌জি টাটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার বিধবা পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ, এবং দেড়শতের অধিক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

২০। কুমারী কবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে অধ্যাপক কার্পেন্টার একটী সময়োচিত বক্তৃতা করিয়াছেন।

২১। লিনিয়ান সোসাইটি নামক সভার সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি বিবি পারসি স্লাদেন্ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানানুসন্ধানের উন্নতিকল্পে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২২। এক আউন্স পারমেঙ্গানেট্ অফ্ পটাস তের গ্যালন্ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে যে কোন প্রকারের মশার দৌরাত্ম্য নিবারণ হয়।

২৩। ডাক্তার পি, সি, রায় বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব অনুসন্ধান শিক্ষার জন্য ইউরোপে গমন করিবেন, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ করাতে ষ্টেট্ সেক্রেটারি ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

২৪। ইংরাজেরা দুর্ভেদ্য গিয়ানসি দুর্গ হইতে তিব্বতীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া তাহা ভূমিসাৎ করিয়াছেন এবং লাসা অভিমুখে চলিয়াছেন।

২৫। বারলিন নগরে স্ত্রী-প্রতিনিধিদিগের মহাসভা হইবে। সভ্যজগতের সর্ব্ব স্থানের রমণী প্রতিনিধি সকল আসিয়া তাহাতে যোগ দিবেন। ইহার চারিটি বিভাগ—(১) শিক্ষাসম্বন্ধীয়; (২) স্ত্রীলোকের কর্ম্ম কার্য্য; (৩) স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সামাজিক কার্য্য; (৪) আইন ও রাজনীতিতে স্ত্রীলোকের অধিকার।

২৬। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এখন আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের অধীন। এই দেশবাসীদিগের প্রতিনিধি সকল লইয়া একটি সভা স্থাপনপূর্ব্বক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হইতেছে।

২৭। ফ্রান্সে মেনার নামক একটি পল্লীগ্রামে ৭০০০ লোকের বাস। হঠাৎ ঝড় ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে দেবীনাম্নী নদীর প্লাবনে গ্রামটী ধ্বংস হইয়াছে এবং অনেকগুলি লোকও জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছে।

২৮। জাপানের সংবাদপত্র সংখ্যা ৪০০০ খানি। ১৮৫২ সালে সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, ১৮৭৯ সালে ২৬৬ এবং ১৮৮৬ সালে ২০০০ ছিল। এক টোকিওতে ১২০ খানি পত্রিকা প্রচারিত হয়। এসিসো স্কিম্পো (New Times) পত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার গ্রাহক-সংখ্যা ৪ লক্ষ।

২৯। গত ৩০এ এপ্রেল আমেরিকার নিউ অর্লিয়েন্সবাসিগণ মহাসমারোহে কুমারী রাইট নাম্নী এক রমণীকে "প্রথম নগরবাসিনী" আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। এই সহৃদয় রমণীর উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রমে নগরের সহস্র সহস্র বালক বালিকার শিক্ষার উপায় হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে তিনি অগ্রণী।

৩০। কুমারী ভন্পেজোল্ড নাম্নী এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষোত্তীর্ণা জর্ম্মণ রমণী ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদীদিগের এক মন্দিরের আচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩১। বেথুন কলেজের শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন ২০ টাকার ১ম শ্রেণীর সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি ও শ্রীমতী কা আনাযন ২য় শ্রেণীর ১৬ টাকার ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পাঠমালা—প্রকাশক শ্রীকরুণাকান্ত চক্রবর্ত্তী, মূল্য ।৹ আনা। কোনও মহিলাকর্ত্তৃক নূতন শিক্ষাপদ্ধতির ২য় ও ৩য় মানের উপযোগী করিয়া প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে ৮টী গদ্য ও ৩টি পদ্য সুন্দর প্রবন্ধ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ আছে। ডিরেক্টর-অনুমোদিত এই পুস্তক বিদ্যালয় সকলে প্রচলিত দেখিলে আমরা সুখী হইব।

২। কমলা—৬।৭ মাস হইল কয়েকজন কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী ব্যক্তির উদ্যোগে কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে এই পত্রিকা বাহির হইতেছে এবং বহুতর অনুসন্ধানপূর্ণ প্রবন্ধ সকল লিখিত হইতেছে। ভারতে এবং ভারতবাসীর ঘরে ঘরে কমলার অধিষ্ঠান হয়, ইহাই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর-কৃপায় এ মহান্ উদ্দেশ্য সফল হউক।

৩। জাহ্নবী—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহা উত্তম কাগজে ও সুন্দররূপে মুদ্রিত। খ্যাতনামা কয়েকটী লেখক লেখিকা লিখিতেছেন। পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবিনী হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা।

বামারচনা।

সত্য।*

হে সত্য ! হে ধ্রুব তারা কোটি ধরণীর,
হে নিখিল মূলাধার, সুন্দর, গভীর !
সেতুরূপে ধরিয়াছ সর্ব্ব চরাচর,
অপার রহস্যময় জয় বিশ্বম্ভর !
এ নিসর্গ রঙ্গভূমি, তুমি মহানট,
সৃষ্টিস্থিতিলয়-লীলা তোমাতে প্রকট।
মহামহীয়ান্ তুমি নিজ মহিমায়,
প্রতিষ্ঠিত বিরাজিত নিখিল ধরায়।
প্রশান্ত প্রসন্ন নেত্রে চাহি সর্ব্বদাই,
বিতরিছ বরাভয় ব্রহ্মাণ্ডে গোঁসাই।
অসত্যের অন্ধকার নাশি বজ্রালোকে,
জ্বালিছ সত্যের জ্যোতি দ্যুলোকে ভূলোকে।
বজ্রনাদে ভাঙ্গি মোর মোহ কুস্বপন,
সত্যের গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ কর প্রাণ মন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

বিলাপ।

(১)

আয় ফিরে আয়, ধরি তোর পায়,
বহুদিন আমি হেরিনে তোরে।
ভগিনী বলিয়া, করুণা করিয়া,
একবার দেখা দিবে না মোরে ?

(২)

তুমি যে সুধীরা, স্নেহ-মায়া-ভরা,
তুমি যে রমণীকুলের রাণী।
চির-আদরিণী, নয়নরঞ্জিনী,
শ্রবণ জুড়াক বলরে বাণী॥

(৩)

না দেখে নয়নে, সে চারু বদনে
ফুটিতে জোছনা বিমল হাসি।
তব সুধা ধ্বনি, শ্রবণে না শুনি,
মনে যেন হয় আপনা নাশি॥

(৪)

আজ তবে কেন, কঠিন এমন,
কেন না শুনিছ এ মোর মিনতি ?
তুমি যে সদত, মোর অনুরত,
শুনিবার তবে নাই কি শকতি ?

(৫)

জনমের তরে, কাটি মায়া-ডোরে,
ত্যজিয়া সংসার আপনার জন।
শোকের সাগরে, কন্যা-পুত্র বরে,
ভাসাইয়া তুমি করেছ গমন॥

(৬)

কোথা গেলে দিদি ! নিদারুণ বিধি,
এই কি তোমার উচিত কাজ !
অচির-প্রসূতা, ক্ষীণা স্বর্ণলতা,
তাহায় উপর হানিলে বাজ ! !

(৭)

শাপভ্রষ্ট হ'য়ে, মরত আলয়ে,
দেবকন্যা প্রায় জনম ল'য়ে।
উজলি দু'কুল, জ্যোতি সমতুল,
তেই'শ বছর কাটালে স'য়ে॥

---

* উৎকল্য-বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রাও মহাশয়ের বসন্ত-গাথা কাব্যের "সত্য" শীর্ষক কবিতার বঙ্গানুবাদ। লেখিকা।

(৮)

শাপ অবসানে, এই লয় মনে,
লভিবারে স্বীয় অমর নাম।
ছাড়ি পতিধনে, কন্যা পুত্রগণে,
গমন করেছ স্বরগধাম॥

(৯)

সতী কন্যা তুমি! ধন্য এই ভূমি।
ধন্যা মানি আমি তোমার ভগিনী!
ধন্য পিতা মাতা, ধন্য মম ভ্রাতা,
ধন্য তারা তুমি যা'দের জননী!!

(১০)

যাও স্বর্গধামে, তব গুণ গ্রামে,
দশদিক্ দেবি! আজি মুখরিত।
তোমারে লইতে, সতী লোক হ'তে,
এসেছে বিমান রতনে জড়িত॥

(১১)

কোটি নমস্কার, চরণে তোমার;
এই বর মাগি তোমার ঠাঁই—
পুত্র-পতি কোলে, স্থাপি কুতূহলে,
তোমার মতন চলিয়া যাই॥

শ্রীমতী নবনলিনী সেন।
গোতান (বৰ্দ্ধমান)।

সুধার জন্মদিনে।

আয় রে সোণার শিশু আয় কোলে আয়!
উৎফুল্ল কমলদল
সম শোভা নিরমল,
যে মুখ হেরিলে দগ্ধ হৃদয় জুড়ায়।১
আয় রে সোণার ছেলে আয় কোলে আয়।
বিদ্যা বুদ্ধি কীর্ত্তিমান,
হয়ে থাক আয়ুষ্মান,
সর্ব্বদেব আশীর্ব্বাদ করুণ তোমায়।২
হাসিয়া মধুর হাসি আয় সুধা আয়,
অমিয় বর্ষণ করে
আয় নেচে প্রীতিভরে,
তোরে বুকে করিতে কোলে মন সদা চায়।৩
আমার স্নেহের সুধা আয় কোলে আয়,
মন প্রাণ তৃপ্তিকর,
যেন পূর্ণ শশধর,
আ মরি লাবণ্যরাশি জগত ভুলায়।৪
শুভ জন্মদিনে সুধা আশীষি তোমায়—
হও চির আয়ুময়,
বিদ্যা বুদ্ধি যশত্রয়
হউক তোমাতে স্থিত, নম দেবতায়।৫
আয়রে সোণার চাঁদ আয় কোলে আয়,
বিধুমুখে মধু হাসি
আমি বড় ভালবাসি,
হাসিয়া মধুর হাসি আয় সুধা আয়।৬
পরীক্ষায় জয়ী হোক জনক তোমার,
মার কোল-যোড়া হয়ে,
থাক দীর্ঘ আয়ু লয়ে,
সুলক্ষণা হোক সুধা ভগিনী তোমার।৭
বেঁচে থাক 'মণিপ্রভা' স্নেহের আধার,
ফুটন্ত পদ্মের প্রায়
মধুগন্ধ সুষমায়,
আমোদিত কর সদা গৃহ পরিবার।৮
আমাদের সুখ তাহে হইবে অপার,

আয়রে সুধাংশুনাথ!
কর মেরে প্রণিপাত,
"বাতী" বলে স্নেহ ভরে ডাক একবার।?
সুধার অতি স্নেহের বাতী।

প্রার্থনা।

(সুকুমারের জন্ম দিনে আশীর্ব্বাদ-কামনা।)

সসীমে অসীমে একি মহা সম্মিলন,
ত্রিদিবের সুখভরা নিখিল ভুবন।
এই পুষ্প সুকোমল, শিশু সুকুমার।
বিরাজে বৈকুণ্ঠ-ছবি আননে যাহার।
কার সে অসীম দয়া—অনন্ত করুণা
জাগাইয়া দেয় প্রাণে পুলক সান্ত্বনা।
কোন্ আশীর্ব্বাদ-ভরা পুণ্যের বারতা
লয়ে এসে ভুলাইল, দুঃখ শোক ব্যথা!
জগদীশ দয়াময়, তব দত্ত দান
তুলিয়া লয়েছি বক্ষে, জুড়াইল প্রাণ।
দুঃখিনী-সন্তানে প্রভু ও অভয় পদে,
সঁপিলাম রেখ এরে বিপদে সম্পদে।
তব আশীর্ব্বাদী ফুল তব পূজা তরে
রাখিও নির্ম্মল করি সংসার ভিতরে।

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

নিবেদন।

শোকার্ত্ত হৃদয়ে আজ তিতি অশ্রুজলে,
এসেছি হে দুঃখহারী! তব পদতলে।
করুণা কটাক্ষে শান্ত কর নারায়ণ,
স্নেহ হাতে অশ্রুজল কর বিমোচন।
প্রবোধ হে প্রবোধ হে! মধুর বচনে,
দেও স্থান এ দুর্দ্দিনে অভয় চরণে।
শোকের দাপটে হৃদি চূর্ণ হয়ে যায়,
তোমা বিনে শোকার্ণবে নাহিক উপায়।
স্নেহের অধিক হরি! ভাই কুঞ্জলাল,
এড়ায়ে এ সংসারের যাতনা জঞ্জাল,
জুড়াইতে তপ্ত প্রাণ তব সুধাপানে,
লভিতে বিশ্রাম তব স্বরগ উদ্যানে,
গিয়াছে চলিয়া সে যে; কিন্তু মোরা হায়!
কাঁদিতেছি হা! হা! রবে কি মোহ-মায়ায়।
সুখ, দুঃখ, আশা, হর্ষ, নিরাশা বিষাদ,
অসার সংসার সদা পূর্ণ পরমাদ।
ছাড়িয়া গিয়াছে তব গুপ্ত দিব্যধাম,
পূরাইতে মনস্কাম ওহে পূর্ণকাম॥
সুখে রেখ, শান্ত কর শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণ,
অভয় প্রসাদে দিও দিও পদে স্থান।
হৃদয় নিভৃতে তার থেক তুমি হরি,
তোমার নিভৃত হৃদে রেখ তারে পুরি।
মোরা তারে স্নেহ করি করি তার নাম,
স্বার্থ-বিজড়িত তাহা ঘৃণিত সকাম।
মর্ত্ত্যের দেবতা মাতা স্নেহে কল্পতরু,
স্নেহের আধার পিতা, জ্ঞানদাতা গুরু।
ধর্ম্মপত্নী, পতিব্রতা, সখী স্নেহযুতা,
ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবাময় আত্মজ দুহিতা।
সুহৃদ ভগিনী, ভ্রাতা শুভাকাঙ্ক্ষী প্রাণ,
কাছে নাহি থাকি কেহ করে স্নেহ দান।

মানস-মোহন হরি চরমের গতি,
তব প্রেমে ভাইটীর করিও সুগতি।
অনাথশরণ হরি সন্তাপহরণ,
দীনজন বন্ধু নাথ, অধমতারণ।
স্নেহের ভগিনী আজি হায়! পতিহীনা।
অভাগিনী অনাথিনী শোকাতুরা দীনা।
ইহ পরকাল স্বামী, স্বর্গ গতি মুক্তি,
জীবন আনন্দ আশা, কর্ম্ম, যোগ ভক্তি।
রমণীর সরবস্ব সেই সখা পতি,
শূন্য করি প্রাণমন কাঁদাইয়া সতী,
তুলিয়া লয়েছ হায়! ওহে জগপতি।
পূর্ণ সনাতন হরি কর তার গতি।
অপূর্ণ সে ছিল হরি তব অংশ কণা,
পূর্ণ প্রেমময় তুমি করহে করুণা।
তুমি হে অনন্তরূপী ভক্তি প্রেমসিন্ধু,
সে যে ছিল নারায়ণ প্রেম এক বিন্দু।
তোমারি বুদ্ বুদ্ এ যে তোমাতে বিলয়
হইয়াছে, দয়াময় তুমি বিশ্বময়।
এত দিন বিন্দুমাত্র স্নেহ প্রেম দিয়া,
রেখেছ ভুলায়ে হরি অবোধ বলিয়া।
যেমন বালিকাগণ শৈশবসময়,
সাজি সবে পতি পত্নী করে অভিনয়।
বালে মিছা খেলা সেই হলে বালা গত,
পেয়ে সত্য পতি পুত্র নিজ মনোমত।
তেমতি হে দয়াময়! জগতের পতি,
হারায়ে সকলে যেন লভে বিশ্বপতি।
আমরা মোহের দাস ভ্রমের পুতুল,
'আমি' 'মোর' 'মায়া' 'মোহ' বিশ্বভরা ভুল।
আমাদের ঘরকন্না সংসার কুশল,
খেলাধূলা ক্ষণিকার অনিত্য সকল।
যেমন শৈশবে সব মিলে সহচরী,
খেলা করে ভাঁড় শত সুখে প্রাণ ভরি।
কৌতুক উল্লাসে ভয়ে উন্মত্ত হৃদয়,
সাজাইয়া পুতুলের দেয় পরিণয়।
কিছু পরে খেলা ভাঙ্গি কে যায় কোথায়!
পরিণয়, পুত্তলিকা সবি মিছে হায়!
থাকে না হৃদয়ে কারো শোক দুঃখ দাগ,
জন্মে না সন্তাপ তাহে নাহি অনুরাগ।
তেমতি হে বিশ্বপতি! ভবে দম্পতীরে,
সাজাইয়া কর খেলা পতি পত্নী করে।
নির্গুণ নির্লিপ্ত তুমি সদানন্দ হরি!
তোমার লাগে না দাগ মোরা কেঁদে মরি।
তুমি হে জগত-পতি! সবাকার গতি,
তার হে অনাথা জনে করিহে মিনতি।
এ অকূল শোকার্ণবে দিয়ে পদ-তরী,
রক্ষা কর নারায়ণ! ভবের কাণ্ডারী।
সর্ব্ব শুভময় হরি! করহে করুণা,
দীন দয়াময় দেব! করনা বঞ্চনা।
তব প্রেম ক্রোড়ে হরি! লওহে তুলিয়া
প্রবোধ হে প্রদানিয়া বচন অমিয়া।
কাতর রোদন তার বিষাদিত মুখ,
চিত্রিতে হৃদয়ে হায়! পাই বড় দুখ?
অশ্রুজল মুছাইয়ে—নিবারি রোদন,
নাশহে যাতনা তার সন্তাপ নাশন।
সুকুমার শিশু দুটি পরাণ কোমল,
বুঝে না বিপদ তারা চঞ্চল সরল।
হল এবে পিতৃহীন দেখ দয়াময়।
তুমি হে জগত-পিতা কর যাহা হয়।
সান্ত্বনা করিও সবে ওহে নারায়ণ।
শোকার্ত্ত হৃদয়ে এই করি নিবেদন।

শ্রীঅম্বিকাসুন্দরী সেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 492. August, 1904

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪২ বর্ষ।
৪৯২ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩১১; আগষ্ট ১৯০৪। { ১ম অংশ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধি—লর্ড কর্জনের পুনরাগমন আগামী সেপ্টেম্বরে না হয় অক্টোবরে সম্ভব। তিনি আসিলে আর দুই বৎসর ভারত শাসন করিবেন। তিনি লণ্ডনের নাগরিকত্বের অধিকার পাইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধি সভ্য হইয়াছেন। মেং কে জি গুপ্ত নূতন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি বাবু ভূপেন্দ্র নাথ বসুর সহিত ইঁহারা মিলিত হইয়া দেশের প্রকৃত হিতসাধনের সহায়তা করিতে পারিবেন।

যোগ্যতার পুরস্কার—বিদ্বদ্বর বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এলকে গবর্ণমেণ্ট ২৫০৲ টাকা বিশেষ পেন্সন দিয়াছেন শুনিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম।

বিধবাবিবাহ-বিধির স্মরণোৎসব—২৬এ জুলাই এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার স্মরণার্থ বোম্বাইয়ের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া ঐ দিন এক স্মরণোৎসব করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর স্মরণোৎসব—গত ১৩ই শ্রাবণ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের বার্ষিক উৎসব করিন্থীয় নাট্যশালায় সম্পন্ন হয়, তাহাতে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই সভাপতির কার্য্য করেন। মেং এন ঘোষ, এ চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণ বক্তৃতা করেন। সিটি কলেজ এবং অন্যান্য স্থানেও উৎসব হইয়াছে।

মাইকেলোৎসব—গত ২৯এ জুন গবর্ণমেণ্ট সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ অনেক গুলি দেশহিতোৎসাহী লোক একত্র

মিলিত হইয়া সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বক্তৃতা করেন।

দিল্লীর পুনরভ্যুদয়—এবারকার দিল্লী দরবারের ধুমধামে লর্ড কর্জনের মনে ইহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। দরবার জন্য যে বৃহৎ বৈঠক স্থান হয়, তথায় একটী রাজকীয় উদ্যান হইবে। দিল্লীতে একটী সেনা-নিবাসেরও কথা হইতেছে।

সমুদ্রযাত্রার সপক্ষতা—বর্দ্ধমানে এক সাধারণ সভা হয়, বর্দ্ধমান-রাজ তাহার সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় প্রায় সর্ব্বসম্মতিতে সমুদ্রযাত্রার বৈধতা স্বীকৃত হইয়াছে।

মুক্তিফৌজের প্রতিনিধি সভা—লণ্ডনের আলবার্ট হলে গত ২৭এ জুন মুক্তিফৌজের এক মহাসভা হয়; তাহাতে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ৬০০০ প্রতিনিধি মিলিত হন। তাঁহারা জেনারল বুথের সম্মাননা করেন এবং একত্র মিলিয়া প্রার্থনা সঙ্গীতাদি দ্বারা উৎসব করেন।

মার্কিন সহানুভূতি—ব্রাহ্ম প্রচারক প্রস্তুত করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় একেশ্বরবাদিগণ দুই বৎসরের জন্য ছাত্রবৃত্তি দিয়া মাঞ্চেষ্টার কলেজে পড়াইয়া ছাত্রদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন, আমেরিকার মেডভিল কলেজে এইরূপ ছাত্রগ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার—সম্প্রতি ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া প্রিটোরিয়ায় তাঁহার স্ত্রীর সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করিবার ও সরকার হইতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় দিবার অনুমতি দিয়াছেন। বোয়ার প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাদিগের একজন অগ্রগণ্য।

দান—(১) লাহোরের নবাব গোলাম মহম্মদ সোভানীর বিধবা স্ত্রী স্বামীর নামে এক সরাই নির্ম্মাণার্থ মিউনিসিপালিটীর হস্তে ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

(২) জাপান সাহায্য ফণ্ডে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা এককালীন ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

(৩) শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র চন্দ্র বসু নামক এক যুবক কালা-বোবার শিক্ষকতা কার্য্য শিখিবার জন্য আমেরিকায় যাইতেছেন, ত্রিপুরার জমিদার কাজী রায়জুদ্দীন মহম্মদ তাঁহাকে এককালীন ৫০০৲ টাকা দিয়াছেন।

মুসলমান মহিলাসমিতি—আমরা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম হায়দ্রাবাদের নবাব ইমাদ-উল্-মলুকের বাটীতে মুসলমান মহিলাদের এক সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটী খৃষ্টান ও হিন্দু মহিলাও যোগ দিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি ইহার উদ্দেশ্য। ঈশ্বরকৃপায় এই উদ্দেশ্য সফল হউক।

সাহিত্য চর্চ্চা—চৈতন্য লাইব্রেরীতে বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর "স্বদেশী সমাজ"-সম্বন্ধে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন।

অসংখ্য শ্রোতৃ-সমাগম হয়। গবর্ণমেণ্টের দ্বারে ভিক্ষার পরিবর্ত্তে দেশের লোকে, বিশেষতঃ জমিদারেরা মিলিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষার উন্নতি সাধন করেন, তাহাই বক্তার প্রস্তাব।

পক্ষিবন্ধু সভা—পাখীদিগের পালকে বিবীদিগের টুপী প্রভৃতি সজ্জিত হয়। এইজন্য হাজার হাজার সুন্দর পক্ষীর প্রাণবধ করা হয়। কাটিয়ারের গুজরাটী-গণ এই নৃশংসতা নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

স্ত্রী-বীরত্ব—ইংলণ্ডের হামারস্মিথের মান্টিফিয়োর নাম্নী বিবী বাড়ীর টাক্স না দেওয়াতে তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি সকল ক্রোক হইয়া নিলামে বিক্রীত হয়। বিবী বলেন "স্ত্রীলোকেরা টাক্স দিবে আর শাসন-কার্য্যে তাহাদের মত গৃহীত হইবে না, ইহা অন্যায়; আমি টাক্স দিব না।" ইহার টাক্স দেনা ১১৭ টাকা, কিন্তু জিনিষ বিক্রয়ে ১৪৪ টাকা আদায় হয়। ইঁহার সপক্ষগণ মিলিয়া স্ত্রীলোকদের মত গ্রহণ বিষয়ে এক সভা করিয়া খুব আন্দোলন করিতেছেন।

ভারতীয় পুণ্যনদী।

(৪৮৭ ৮৮ সংখ্যা—৩৮৩ পৃষ্ঠার পর)

ঋষিগঙ্গা।

ঋষিগঙ্গা বদরিকাশ্রমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণেই প্রবাহিত। ইহা একটী সামান্য পার্ব্বতীয় স্রোত। পুরাকালে ঋষিগণ ইহার অপ্রশস্ত তটে তপশ্চর্য্যা করিতেন বলিয়া ইহা ঋষিগঙ্গা নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ইহারই কিঞ্চিৎ নিম্নে দক্ষিণে ক্ষীরম্ গঙ্গা। ক্ষীরম্ গঙ্গাও একটি অনতিদীর্ঘ গিরিনদী। ইহার জল অতি পবিত্র ও সুস্বাদু; তজ্জন্যই বোধ হয় ইহা ক্ষীরম্ গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। ঋষিগঙ্গা ও ক্ষীরম্ গঙ্গা ভিন্ন ভিন্ন উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া উভয় স্রোতই ভুজঙ্গ-গতিতে কিয়দ্দূর পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে অলকানন্দায় নিপতিত হইতেছে। প্রত্যেকের সঙ্গমস্থলই পবিত্র বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। ক্ষীরম্ গঙ্গার সঙ্গমের কিঞ্চিন্নিম্নেই পাণ্ডুকেশ্বর। পাণ্ডুকেশ্বর একটী তীর্থ গ্রাম এবং অলকানন্দের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত। বদরিকাশ্রম হইতে প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চক্রোশ দূর। পাণ্ডুকেশ্বর হইয়া তীর্থস্থ যাইতে হয়। এখানে একটী পান্থশালা আছে। ইহা গাড়োবাল রাজধানী শ্রীনগর হইতে ২৪ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর। পাণ্ডুকেশ্বর সমুদ্রের সমতল হইতে ১২,৩৩৬ পাদ উচ্চ।

বীরন্দর গঙ্গা।

বীরন্দর গঙ্গাও একটী অনতিদীর্ঘ পার্ব্বতীয় স্রোত মাত্র। পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত হইয়া পাণ্ডুকেশ্বরের কিছু নিম্নে

অলকানন্দার বাম অঙ্কে নিপতিত হইতেছে। বীরন্ধর গঙ্গার কিছু দূর নিম্নেই প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপ্রয়াগ।

বিষ্ণুপ্রয়াগ।

কোন কোন মতে মূল স্রোত সরস্বতী গঙ্গা হইতে ধৌলীর সঙ্গমস্থল বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত বিষ্ণুগঙ্গা নামে অভিহিত, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুগঙ্গাও ধৌলীর সঙ্গম, তজ্জন্যই বিষ্ণুপ্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ। যুক্তধারা বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতেই অলকানন্দা নাম প্রাপ্ত হইয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছে। কিন্তু বদরিকাশ্রমের সীমান্ত স্রোতও ঋষিগঙ্গা নামে অভিহিত, তজ্জন্য বদরিকাশ্রম হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত স্রোতোংশকেও বিষ্ণুশাখা বলিয়া থাকে। বিষ্ণুপ্রয়াগ অতি পবিত্র স্থান এবং গাড়োবালস্থ পবিত্র পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতর। উর্দ্ধদেশ হিমাচলের শিখর হইতে অলকানন্দার উপকূল ধরিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে হইলে প্রথম বিষ্ণুপ্রয়াগ, দ্বিতীয় নন্দপ্রয়াগ, তৃতীয় কর্ণপ্রয়াগ, চতুর্থ রুদ্রপ্রয়াগ, এবং পঞ্চম দেবপ্রয়াগ। এই পাঁচটী প্রধান ও মোক্ষপ্রদ প্রয়াগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রসিদ্ধ প্রয়াগ আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে কোন উপনদী ও স্রোত অলকানন্দায় নিপতিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সঙ্গমস্থলই পবিত্র প্রয়াগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমতল ভূমিতে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলকে যুক্তবেণী প্রয়াগ এবং বঙ্গদেশস্থ ত্রিবেণীকে মুক্তবেণী প্রয়াগ বলিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রয়াগই সমধিক পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ বলিয়া পুরাণে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। দূরত্ব ও দুর্গমতা প্রযুক্ত দেবপ্রয়াগ ব্যতীত গাড়োবালস্থ পঞ্চপ্রয়াগে সাধারণের সমাগম সম্ভবপর নহে। ঋষি যতি দণ্ডী ও ভক্ত ধনাঢ্যগণ বহুকষ্টে বহুব্যয়ে সময় মত এই সকল পবিত্র তীর্থ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন মাত্র। তজ্জন্য যুক্তবেণী—গঙ্গা যমুনা সঙ্গমস্থলই একমাত্র প্রয়াগ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। পথ ঘাটের সুগমতা, বিশেষতঃ এক্ষণে রেলপথের সুবিধা হেতু ভারতের সকল অংশ হইতে সকল অবস্থার লোকেই সর্ব্বকালে এখানে আগমন করিতে সক্ষম। বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগ বদরিকাশ্রম হইতে প্রায় সার্দ্ধ অষ্টক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণ এবং শ্রীনগর হইতে ২৭ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর। পাণ্ডুকেশ্বর এখান হইতে অনধিক তিন ক্রোশ দূর মাত্র। বিষ্ণুপ্রয়াগে বিষ্ণুগঙ্গার বা অলকানন্দার বিস্তৃতি অনধিক ৪৫ পাদ এবং ধৌলীর বিস্তৃতি ৬০ পাদ। সঙ্গমস্থল সমুদ্রের সমতল হইতে ৪৭৪৩ উচ্চ।

উপনদী ধৌলী।

ধৌলী অলকানন্দার উপনদী অথবা অলকানন্দা ধৌলীর উপনদী, ইহা সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। ব্রহ্মপুত্রকে যে ভাবে গঙ্গার উপনদী বলা হয়, ইহাও সেইরূপ উপনদী। মূলস্রোত অলকানন্দা বা বিষ্ণুগঙ্গা অপেক্ষা ধৌলী আয়তনে অনেক বৃহৎ। ইহার উৎপত্তি-স্থান

হইতে সঙ্গমস্থল প্রায় চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ। কুমায়ুন ও তীর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী নীতিঘাট পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের দক্ষিণাংশের শিখর-স্থিত একটী উৎস হইতে ধৌলী উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপত্তি-স্থান সমুদ্রের সমতল হইতে ১৬,৮১৪ পাদ উচ্চ। আশ্চর্য্য যে এত উচ্চ ও শীতপ্রধান হইলেও ইহা চির-নিহারালয় নহে। এখানে শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাসের প্রথম পর্য্যন্ত প্রায় বরফ দৃষ্ট হয় না। ধৌলী উৎপত্তি-স্থান হইতে মূলারী গ্রাম পর্য্যন্ত নীতিগ্রামের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রায় সার্দ্ধ নয় ক্রোশ প্রবাহিত হইতেছে। নীতি গ্রামের নিম্নে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত উপনদী ইহাতে পতিত হইয়া ইহার আয়তন ক্রমশঃ পরবর্দ্ধিত করিয়াছে।

ধৌলীর প্রধান উপনদী গণেশগঙ্গা। ইহা হিমাচলের উত্তরখণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া ১৯,৮১৫ পাদ উচ্চে নৈথন নামক অন্য একটী উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া নীতিগ্রামের নিম্নে ধৌলীতে নিপতিত হইতেছে। গণেশগঙ্গা ও ধৌলীর সঙ্গম-স্থলের ক্রোশাধিক দূরে কিয়ান লণ্ড্ গ্রাম। সঙ্গমস্থলের উপরেই একটী সেতু আছে। কিন্তু ক্রোশাধিক পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া নীতিপাস বা পাকদণ্ডী দিয়া সঙ্গমস্থলের উপর গণেশগঙ্গার সেতু পার হইয়া তীর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে হয়। কিয়ান লণ্ডের উচ্চতা সমুদ্র-সমতল হইতে ১৪,৫৪৪ পাদ। কিয়ান্ লণ্ডের আড়াই ক্রোশ উপরে সিরকিয়া গ্রাম। এখানে জিনদন ও অঞ্জন উপনদী মিলিত হইয়া ধৌলীতে নিপতিত হইতেছে। প্রশস্ত মালভূমি তীর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে বন্য অশ্ব অক্ অর্থাৎ চামেলি গরু, কস্তুরী মৃগ ও নানা প্রকার মেষ দৃষ্ট হয়। সিরকিয়ার দশ ক্রোশ দূরে তুলঙ গ্রাম। এখানকার পথঘাট সমস্ত নিরবচ্ছিন্ন বরফ দ্বারা আবৃত থাকাতে যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া থাকে। পথিক ও স্থানীয় পার্ব্বতীয়েরা চক্ষুর উপর কাপড় বাঁধিয়া বহুযত্নে বরফের উপর প্রতিফলিত অত্যুজ্জ্বল রৌদ্রালোক হইতে চক্ষু রক্ষা করিয়া থাকে। তুলঙ যোষীমঠ হইতে ৪৭।৪৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং আলমোড়া হইতে ১০২ ক্রোশ দূর; নীতিগ্রাম হইতে প্রায় ২৮ ক্রোশ দূর। গিলছুঙ গ্রাম ধৌলির বাম উপকূলে প্রতিষ্ঠিত। ইহার উচ্চতা সমুদ্রের সমতল হইতে ১৪,৯১৯ পাদ। গিলছুঙ আলমোড়া হইতে তীর্ব্বত যাইবার পথে নীতিপাসের একটী সামান্য সরাই মাত্র; আলমোড়া হইতে ৮২ ক্রোশ দূর।

নীতিগ্রাম।

ধৌলীর উপকূলে নীতিগ্রামই প্রসিদ্ধ স্থান। এই গ্রামের ও নীতিঘাট পর্ব্বতের নামেই নীতি "পাস"। পাস বা পাকদণ্ডী পর্ব্বত ও খাদের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ গিরিপথ। ইহার এক ধারে অসংখ্য পর্ব্বত ঋজুভাবে দণ্ডায়মান, অপর ধারে গভীর খাদ গিরিতল বেষ্টন করিয়া পরিখার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে।

ঘনতিমিরাচ্ছন্ন খাদগর্ভে প্রবল পয়োধারা প্রণালীরূপে কল্‌কল্ স্বরে অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। পাস সকল প্রায়ই সংকীর্ণ, বন্ধুর ও দুর্গম। কুমায়ুন ও গাড়োবালের মধ্য দিয়া হিমাচল শ্রেণী উল্লংঘন করিয়া তীর্ব্বত ও চিন দেশে যাইবার এইরূপ কয়েকটী সংকীর্ণ পাস আছে, তন্মধ্যে পাঁচটী পথই প্রধান। এগুলি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও সুগম। ইহাদিগের নাম নীতিপাস, মানা পাস, মিলম পাস, ধর্ম্ম পাস ও বেনস পাস। মানা পাস, সমুচ্চ হিমাচলের শিখরদেশ অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রের সমতল হইতে ১৯,০০০ পাদ উচ্চ। এই পথ কেবল গ্রীষ্মের শেষ হইতে শরতের প্রথম পর্য্যন্ত খোলা থাকে, অন্য সময় বরফ আধিক্যে একবারে অগম্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মপাস, মিলম পাস, এবং বেনস পাস নিতান্ত দুর্গম না হইলেও অত্যন্ত কদর্য্য ও বন্ধুর। "চড়াই" ও "উতরাই" অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং সময় সময় অস্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরতের প্রাক্‌কাল ব্যতীত অন্য সময় গমনাগমন অসম্ভব। কিন্তু নীতিপাস সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সুগম। ইহাও আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত খোলা থাকে। অন্য সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকাতে যাতায়াত বন্ধ হয়। এই পাস বা পথ আলমোড়া হইতে তীর্ব্বত ও চিন তাতার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নীতি গ্রাম নীতিপাসের সার্দ্ধ ছয় ক্রোশ উত্তর। ইহা ধৌলীর বামকূলে প্রতিষ্ঠিত। ইহার উচ্চতা সমুদ্রের সমতল হইতে ১১,৪৬৪ পাদ। কিন্তু ইহার নিকটস্থ পাসের উচ্চতা ১৬,৮১৪ পাদ। নীতিগ্রামে ভোটদিগের বাস। ইহারা চিনবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে। বাণিজ্যদ্রব্য প্রধানতঃ পশম, কার্পাস এবং তন্নির্ম্মিত স্থূল বস্ত্র ও শস্য, সোহাগা, লবণ ইত্যাদি। চামেলী গরু, ছাগ ও মেষ দ্বারা এই সকল পণ্যদ্রব্য একদিকে ভারতবর্ষে ও অপরদিকে তীর্ব্বত এবং চিন তাতারে নীত হইয়া ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভোটদেশীয় মেষ পাঁচ সের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত এবং ছাগ ছয় সের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত বোঝা বহন করিয়া থাকে। তীর্ব্বতীয় মেষ ও চামেলী গরু আকারে কিছু বড় ও অপেক্ষাকৃত বলবান্ বলিয়া পনর সের হইতে কুড়ি সের পর্য্যন্ত বোঝা বহন করিতে সমর্থ। ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দলে দলে পার্ব্বতীয় বন্ধুর পথে প্রত্যহ সার্দ্ধ তিন ক্রোশ বা চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে; কিন্তু ক্রমাগত পাঁচদিনের অধিক গমন করে না। কিছুকাল কোনস্থানে বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া থাকে। উচ্চ প্রদেশে বায়ুর লঘুত্ব ও ক্ষীণত্ব হেতু শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়, সুতরাং সহজে চড়াই উঠা যায় না। ভোটেরা আশৈশব এই সকল সমুচ্চ স্থানদেশে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া ও সর্ব্বদা বায়ুর লঘুত্ব হেতু কাতর হইয়া

থাকে। ছাগ মেষ প্রভৃতি জন্তুরাও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পায় না। শিরোঘূর্ণন, হৃৎপিণ্ডের অসম গতি, ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ, কষ্টকর নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। পরিব্রাজক বেটেন (Mr. Batten.) জাবা যাইবার পথে ১৭,০০০ পাদ উচ্চ শিখরে উঠিয়া বায়ুর স্বল্পত্ব অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আমার ডাণ্ডী বেহারা কেহই আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। অনেক অনুরোধ ও লোভ প্রদর্শন করিবার পর কেবল একজনমাত্র আমার সহিত অগ্রসর হইতে সম্মত হইল। আমরা বহুকষ্টে শম্বুকের ন্যায় অত্যন্ত ধীরে ধীরে লঘু বায়ুরাশির মধ্য দিয়া একটী একটী পদ নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, সুতরাং প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলাম।" আমরাও একদা শিমলা শৈল ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা নিম্ন দেশ হইতে বেগে সমুচ্চ "মলে" উঠিয়া বিপদাপন্ন হইয়াছিলাম। বায়ুর লঘুত্ব হেতু শ্বাস রুদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ প্রায় হইল। এক জন বন্ধু শীঘ্র ধরিয়া বহুযত্নে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিলেন, নতুবা প্রাণ বিয়োগ হইত। তথাপি শিমলার উচ্চতা সাত আট সহস্র পাদের অধিক নহে। তদবধি উচ্চ সানুপ্রদেশে ধীরে ধীরে ও থামিয়া থামিয়া ভ্রমণ করিতাম। "চড়াই" উঠিবার সময় দুই তিন পাদ-বিক্ষেপের পর কিছুক্ষণ থামিয়া শ্বাস গ্রহণ করা উচিত। উপরের বায়ুরাশি লঘু ও তাহাতে প্রাণবায়ু অম্লজান অল্পমাত্রায় অবস্থিত, তজ্জন্যই এই বিপৎপাতের আশঙ্কা। কিন্তু "উতরাই" সময় সহজে ও অনায়াসে অবতরণ করা যায়।

নীতিগ্রামের নিকটস্থ প্রদেশকে নীতি প্রদেশ কহে। এই প্রদেশে দশটীমাত্র গ্রাম বা পল্লী দৃষ্ট হয়। বসতবাটীর সংখ্যা অনধিক ২২০ এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দেড় সহস্র। নীতিগ্রাম আলমোড়া হইতে ৭৪॥ ক্রোশ দূর। এখান হইতে দুই ক্রোশ নিম্নে বম্পাগমশালী গ্রাম। এখানেও ধৌলীর উপরে একটী সেতু আছে। (ক্রমশঃ)।

পাপের পরিণতি।

(শেষ)

কার্ত্তিক যন্ত্র-পরিচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ধীরে ধীরে আসিয়া পত্নীর শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল, সযত্নে তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া অতি কাতরকণ্ঠে কহিল, "বসন্ত! কেমন আছ?"

রমণী চাহিয়া দেখিলেন—যেন কি

বলিতে চাহিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পত্নীর চক্ষে জল দেখিয়া কার্ত্তিকের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। রমণী অতি ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "আপনাকে দেখিয়া মরিতে পারিলাম; ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। স্বামি-দেবতা আপনি, সজ্ঞানে অজ্ঞানে, আপনাকে কত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট করিয়াছি,—আপনার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি, আপনি অধীনীর প্রতি দয়া করিয়া তাহা ক্ষমা করুন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।"

রমণীর মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল; রমণী নির্জীব হইয়া পড়িলেন। যন্ত্রণায় তাঁহার বদনমণ্ডল অতি বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া গেল।

কার্ত্তিক পত্নীর এই অবস্থা দেখিয়া কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ব্যস্তভাবে একবার তাঁহার মুখে বাতাস দিতে লাগিল, একবার বা তাঁহার বুকে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া পরে অতি সাবধানে রক্ত মুছাইয়া দিয়া তাঁহাকে কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "বসন্ত, বসন্ত!" কোন উত্তর না পাইয়া কার্ত্তিক বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। বিরাজ বাবু কার্ত্তিককে সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, "ভাই! কাঁদিও না, রোগীর শয্যায় বসিয়া কাঁদিলে রোগীর হৃদয় আরও দুর্ব্বল হইয়া যায়, চুপ কর।" কার্ত্তিক বিরাজ বাবুর দিকে চাহিয়া সজল-নয়নে গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "আমি আপনার চরণে যে কত অপরাধী, তাহা বলিতে পারি না; তবুও আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহের ত্রুটি নাই। এখন আমি বুঝিতেছি আপনাতে আমাতে কত অন্তর। আপনি দেবতা আর আমি নরকের কীট—পাপের অনন্ত প্রতিমূর্ত্তি!" বিরাজ বাবু সে কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আমার নিকট যে ঔষধ আছে, তাহা খাওয়াইয়া দাও।" এই বলিয়া একটী মোড়ক বাহির করিয়া দিলেন। কার্ত্তিক দুধ দিয়া মাড়িয়া ঔষধ রমণীর জিহ্বায় মাখাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে রমণী আবার কথা কহিতে পারিলেন। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ভাবে কহিতে লাগিলেন, "স্বামি, প্রাণেশ্বর দেবতা। দেবতার কার্য্যে দোষারোপ করা মহাপাপের কার্য্য। কিন্তু তাহলেও এই বিদায়ের সময়, কিছু না বলিয়া মরিতে পারিতেছি না। নাথ! আপনি যে কার্য্য করিতেন, যে সব লোকের সহবাসে থাকিতেন, তাহা যে ভাল নহে তাহা অনেক সময় আপনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন। তবু তাহা ছাড়েন নাই। আমার কত অনুনয় বিনয়, কত অশ্রু, কত কাতর প্রার্থনা ভাসিয়া গিয়াছে; একটী দিনের জন্যও আমি আপনাকে আমার ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্যই করাইতে পারি নাই। এই বিদায়কালে, আপনার চরণে একটী মাত্র প্রার্থনা। নাথ! অধীনীর এ প্রার্থনা

আর উপেক্ষা করিবেন না। যাহাতে লোকের মনে কষ্ট হয়, যাহাতে আপনিও কিছু না কিছু শঙ্কিত ও দুর্ভাবিত হন, এমন কার্য্য আর করিবেন না! সন্তোষ-কুমার আমাদের একমাত্র পুত্র! আহা! বাছার আমার মনের কষ্টের শেষ নাই! লোকে তাহাকে ঘৃণা করে, দেশের কোন ছেলেই তাহার কাছে আসে না, ডাকাতের ছেলে—চোরের ছেলে বলে সকলে তাহাকে ঘৃণা করে! বাছা আমার যখন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলিতে গিয়া লজ্জা পাইয়া কাঁদ কাঁদ মুখে ফিরিয়া আইসে, চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া থাকে, ডাকিলে কাঁদিয়া ফেলে, তখন আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। নাথ! আমার এই শেষ অনুরোধ, আপনি আর বাছার মনে কষ্ট দিবেন না; বাছাকে যেন আর কেহ ডাকাতের ছেলে বলিতে না পারে! মাদক দ্রব্য আর সেবন করিবেন না। সন্তোষকুমার! কই বাপ!" রমণী আবার রক্ত বমন করিলেন। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রক্ত উঠিল। সাধ্বী ঊর্দ্ধদৃষ্টে নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। সন্তোষ-কুমার মাতার মুখে মুখ দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিরাজ বাবু রমণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ পরীক্ষা করিলেন। শেষে পুত্রকে ডাকিয়া ধরা-ধরি করিয়া রমণীকে গৃহের বাহিরে আনিলেন।

কার্ত্তিক নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার চক্ষুতে একবিন্দুও জল নাই। ভাবনার স্রোত ওতপ্রোত ভাবে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বাল্য-কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে দিন যে কার্য্যটী করিয়াছে, একে একে সকল গুলিই তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বাল্যে পিতামাতার সেই অসং-খ্য আদর স্নেহ, বয়ঃপ্রাপ্তে সঙ্গীদিগের প্রলোভন উত্তেজনা—সকলই তাহার মনে পড়িল। পত্নী তাহাকে কত ভাল বাসিত, কত আদর যত্ন করিত, উৎপীড়িত হইয়াও কত ভক্তি করিত, কত সেবা করিত, একে একে মনে আসিতে লাগিল। কোন্ দিন পত্নীকে অকারণে ভৎর্সনা করিয়াছিল, কোন্ দিন পত্নীকে পদ-প্রহারে বিদূরিত করিয়া নিজ পাপানুষ্ঠানে প্রস্থান করিয়াছিল, কোন্ দিন পত্নীর ক্ষুধার অন্ন রাগ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল; সামান্য একটু অসুখ হইলে পত্নী প্রাণপণ করিয়া যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতেন, স্বামিনিন্দা শুনিলে যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন—তাহা মনে হইয়া কার্ত্তিকের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। কার্ত্তিক মনে মনে সংকল্প করিল, আর না, এ পাপ দেহে আর দরকার নাই। "কত নরহত্যা করিয়াছি, কত নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কত ধনীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছি। শেষে পত্নী—জীবনের একমাত্র আনন্দ, শান্তির একমাত্র উৎস, মূর্ত্তিমতী দয়া, মূর্ত্তিমতী স্নেহ মমতা,

তাঁহাকেও আজ স্বহস্তে সংহার করিলাম। অহো! আমি কি নরাধম। এ পৃথিবীতে যেখানে বিরাজ বাবুর ন্যায় মহাত্মারা বাস করেন, সেখানে আর আমার স্থান হওয়া উচিত নহে। আমার বসন্ত, আমার জীবনের জীবন! তুমি মানবী হইয়া দেবতা, নরজগতে অমরের প্রতিমূর্ত্তি। তুমি যে স্থানে যাইতেছ, আমার মত মহাপাপী সেখানে ত স্থান পাইবে না, তবু আমি আর ইহ জগতে থাকিতে পারিব না। দয়াময়ি! প্রেমময়ি! তুমি আমার শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ, এ অপরাধও ক্ষমা কর, দয়া করিয়া আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।" এই বলিয়া কার্ত্তিক দ্রুতপদে উঠিয়া একখানি দীর্ঘ ছুরী লইয়া নিজ গলদেশে প্রদান করিল। কার্ত্তিক রক্তাক্তকলেবরে ভূমিতলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় পড়িয়া গতাসু হইল।

শ্রীমন্মথ নাথ সিংহ।

বিজ্ঞান রহস্য।

চন্দ্র ও পৃথিবী।

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে ইহাকে গ্রহ বলিয়া অভিহিত করে। গ্রহগণ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে। উপগ্রহ গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী একটী গ্রহ, কারণ ইহা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তজ্জন্য ইহা পৃথিবীর উপগ্রহ। সকল গ্রহেরই উপগ্রহ থাকা সম্ভব। কোন কোন গ্রহের একাধিক উপগ্রহও দৃষ্ট হইয়াছে। যথা—বৃহস্পতির ৪, শনির ৭, য়ুরেণসের ৮ উপগ্রহ বা চন্দ্র। পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র পৃথিবী হইতে প্রায় ১,২০,০০০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইহার আকার পৃথিবীর আকারের পঞ্চাশৎ ভাগের একভাগ। সূর্য্যাপেক্ষা অনেক নিকটতর বলিয়া ইহাকে প্রায়ই সূর্য্যের ন্যায় দেখায়। আমরা যেমন রজনীতে চন্দ্র হইতে আলোক প্রাপ্ত হই, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবী হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র যেরূপ পৃথিবীর পক্ষে, পৃথিবীও সেইরূপ চন্দ্রের পক্ষে। চন্দ্রের দিনমান আমাদের ঘণ্টার পরিমাণে ৩৫০ ঘণ্টা। সূর্য্যাস্তের পর পৃথিবীর আলোকে চন্দ্রমণ্ডল আলোকিত হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে চন্দ্রমণ্ডলের আকার যেরূপ দৃষ্ট হয়, চন্দ্রলোকে পৃথিবীর আকার তদপেক্ষা ত্রয়োদশ গুণ বৃহত্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাত্রি আরম্ভ হইলে অর্দ্ধালোকিত পৃথিবী চন্দ্রলোকে চতুর্থীর চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, ক্রমে কলা বৃদ্ধি হইয়া প্রহরেক রাত্রিতে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় দেখায় এবং মধ্য রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের মত হইয়া থাকে।

তদনন্তর কৃষ্ণপক্ষের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে মাত্র। চন্দ্রের রাত্রিকালে পৃথিবী স্বীয় অক্ষদণ্ডে চতুর্দ্দশবার পরিভ্রমণ করে; সুতরাং পৃথিবীর উপরিভাগস্থ সমস্ত অংশই— নদী নদ, সিন্ধু হ্রদ, পর্ব্বত, প্রান্তর, মরু ও দ্বীপ সমভিব্যাহারে রজনী মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে চতুর্দ্দশবার চন্দ্রলোকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সূর্য্য ও গ্রহগণ এবং অন্যান্য নক্ষত্র সকল চৌদ্দ দিনে উদয় হয় ও অস্ত হয়, কিন্তু পৃথিবী অস্ত হয় না, কারণ চন্দ্রের একদিক্ সর্ব্বদাই পৃথিবীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রে নক্ষত্রপাত বা উল্কা পাত নাই, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতও নাই; ঋতু পরিবর্ত্তনও নাই। ইহার দিন এবং রাত্রিই গ্রীষ্ম এবং শীতকাল। একটী দিন ঠিক্ অপর দিনের ন্যায়। আলোক ও অন্ধকার উত্তাপ ও শৈত্য অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমান্বয়ে চন্দ্রলোকে পরিক্রমণ করিতেছে।

শতরঞ্চ ক্রীড়া।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কখন কখন ক্রীড়াও আবশ্যক হইতে পারে; সকলের পক্ষে যে ইহা আবশ্যক, তাহা বলা সঙ্গত নহে। যাহারা ক্রীড়াপ্রিয়, আহারে বিহারে নিদ্রিত জাগ্রতাবস্থায় সকল সময়ে ক্রীড়া স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যাঁহারা গভীর গবেষণার ক্লান্তি অপনোদন জন্য সময় সময় ক্রীড়ার কক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহারাই এই প্রস্তাবের লক্ষ্য।

শতরঞ্চ খেলা সকল খেলার শ্রেষ্ঠ। ইহাকে "খেলার রাজা" বলিয়াও অভিহিত করা যায়।

রাজা, যোদ্ধা, সমৃদ্ধিশালী ও বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিগণই প্রায় এই খেলার প্রতিপোষক। ইহাতে চিত্তস্থৈর্য্য, বুদ্ধিধৈর্য্য, চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে ইহা রাজা ও যোদ্ধ্‌পুরুষদিগেরই ক্রীড়নীয়। শতরঞ্চ ছক সমরাঙ্গনের অনুরূপ। ঘোড়া— অশ্বারোহী; গজ—গজারোহী; বড়ে— পদাতী এবং নৌকা—নৌ সৈন্য। এই চতুরঙ্গ সৈন্য রাজা ও মন্ত্রী অর্থাৎ দাবা দ্বারা পরিচালিত। দাবা বা মন্ত্রীই প্রধান সেনাপতি। তাহার নামে ইহাকে "দাবা-খেলাও" বলিয়া থাকে। চতুর্বিধ সৈন্য বা বলের সমাবেশ জন্য "বল খেলাও" বলা হয়। দাবার প্রধান কার্য্য রাজরক্ষা এবং তজ্জন্যই সৈন্য বা বল সঞ্চালন। বিপক্ষ কর্ত্তৃক রাজা বন্দী হইলেই মাৎ হয় এবং বাজী হার হয়। বিপক্ষ কখন কখন "সবক্তে" অথবা বলাধিক্যে বা বুদ্ধি-

কৌশলে প্রতিপক্ষ রাজাকে "পিলোড়ি" চক্রে অথবা অষ্টচক্রে ঘুরাইয়া থাকে এবং বড়ে অর্থাৎ সামান্য পদাতী দ্বারা বন্দী বা মাৎ করিয়া অপমানও করিয়া থাকে। এই ক্রীড়া সর্ব্বদমক্ষে প্রকাশ্যে ও বহু চিন্তা দ্বারা ক্রীড়িত হয়, সুতরাং অন্যান্য খেলার মত ইহাতে চাতুর্য্য ও অন্যায়ের আশঙ্কা নাই। পরাজিত পক্ষ আপনকার হীন বুদ্ধি অনুভব করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে। কখন কখন ইহাতে ক্রোধোদ্দীপ্তও হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা পরাজিত ব্যক্তির আরও হীনবুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। আমাদের একজন আত্মীয় মাৎ হইলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন ও দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেন। একদা পরাজিত হইয়া বিপক্ষকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বিলাতের লর্ড ষ্টেয়ার মাৎ হইলে অত্যন্ত চটিতেন; সম্মুখে যাহা থাকিত, তাহা লইয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিতেন, অন্য কিছু না থাকিলে দীপাধার লইয়াও ছুড়িয়া মারিতেন। তাঁহার প্রতিযোগী কর্ণেল ষ্টিওয়ার্ট অত্যন্ত সতর্ক হইয়া খেলিতেন এবং খেলিতে খেলিতে সহসা উঠিয়া গৃহের এক কোণে যাইয়া ধীরে ধীরে বলিতেন "আমার প্রভু মাৎ হইয়াছেন।" ফ্লাণ্ডার্সের কাউণ্ট তাঁহার স্ত্রীর সহিত শতরঞ্চ খেলিতেন ও প্রায়ই পরাজিত হইতেন। ইহাতে দম্পতীর মধ্যে মহা-মনোবাদ ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এমন কি স্বামী দৈবদুর্বিপাকে কারারুদ্ধ হইলে পত্নীর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহাকে উদ্ধার করেন নাই। ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে অনেক সময় আত্ম-হারা ও বিমনা হইতে হয়। যখন তুরস্ক-সম্রাট তৈমুর-লঙ্গ শতরঞ্চ ক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, বেজাজেত তখন সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি ক্রীড়া শেষ হইলে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং তুমুল যুদ্ধের পর বেজাজেতকে পরাভূত ও বন্দী করেন। বোগদাদাধিপতি খলিফ অল-আমিন একজন শতরঞ্চ-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দাস কুদারের সহিত ক্রীড়া করিতেন। একদা তাঁহার শত্রু অল-মালিম নগর অবরোধ করিয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত, তখনও তিনি ক্রীড়ামত্ত। পুনঃ পুনঃ অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও বলিয়াছিলেন যে, তিনি কুদারকে মাৎ না করিয়া উঠিতে পারেন না। রাজা জন্ যখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত, দূত আসিয়া বিজ্ঞাপন করে যে, ফিলিপা আগষ্টস রোয়েন (Rowen.) নগর আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি খেলা শেষ না করিয়া দূতের সহিত সম্ভাষণ করেন নাই। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের ক্রীতদাস বয়ি (Boi.) একজন প্রসিদ্ধ শতরঞ্চ-ক্রীড়ক ছিল। করসেয়ার সিন্ধু-দস্যুগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া এই ক্রীড়ার সাহায্যে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। সে দস্যুদিগকে শতরঞ্চ ক্রীড়া শিক্ষা দিত।

খৃষ্টীয় শকের ৩৩০০ বৎসর পূর্ব্বে শতরঞ্চ খেলা মিসরে প্রচলিত ছিল; কিন্তু কোন্ সময়ে ইহা ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত হয়,

তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে ভারত হইতে পারস্যে ও পারস্য হইতে আরব প্রভৃতি দেশে ইহা নীত হইয়াছে, এ কথা সত্য। গণিতাঙ্কের ন্যায় আরব হইতে ইয়ুরোপে ইহা নীত হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ডে এক্ষণে ইহার বড়ই প্রাদুর্ভাব। লণ্ডন নিউস প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রে শতরঞ্চ ক্রীড়া বিষয়ক সমস্যা সকল প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ স্ফটিক গৃহে (Crystal Palace) একটী মোগলের প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং তৎসমীপে শতরঞ্চ ছক বিস্তারিত আছে। দর্শকগণকে এক সিলিং রৌপ্য মুদ্রা (বারো আনা) দর্শনী দিয়া খেলিতে হয়। ইহা গূঢ় কৌশলে পরিচালিত বোধ হয়। অলক্ষ্যে একজন বিচক্ষণ ক্রীড়ক প্রতিমূর্ত্তির হস্ত দিয়া "বল" চালনা করিয়া থাকেন। কৌতুক করিয়া যদি কোনও দর্শক অন্যায় চাল চালেন, মোগল প্রতিমূর্ত্তি মস্তক নাড়িয়া আর খেলে না। পূর্ব্বে বিদেশীয় রাজগণ বহু দূরে অবস্থিতি করিয়াও দূত দ্বারা পরস্পরের সহিত ক্রীড়া করিতেন। তাহাতে এক এক বাজি খেলিতে বহুকাল বিলম্ব হইত। অধুনা টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, মারকণীগ্রাফ (বিনা তারে টেলি-গ্রাফ) প্রভৃতির সাহায্যে অনেক সহজে ও স্বল্প সময়ে দূরদূরান্তর হইতে এই ক্রীড়া চলিতে পারে। সম্প্রতি আট্‌লাণ্টিক মহার্ণবস্থ ২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দুইখানি বাষ্পতরী হইতে ইংলণ্ডীয় ও আমেরিকান নাবিকগণের তারহীন টেলিগ্রাফ যোগে ক্রীড়া হইয়াছিল। তিন ঘণ্টায় বাজি শেষ হয়। আমেরিকানদিগের জয় হইয়াছিল।

ইংরাজী প্রবচন।

সত্য ও ন্যায়পরতার উচ্চ প্রতিবাদ আবশ্যক হয় না।

সত্য ও তৈল উপরেই ভাসে।

সত্যের রঞ্জিত হইবার ভয় নাই।

সত্য কাহারও সহিত শত্রুতা করে না, অথচ ইহার শত্রু অনেক হইয়া থাকে।

সত্যের মুখ সুন্দর—বস্ত্র কুৎসিত।

সত্য ঈশ্বরের কন্যা।

সত্য চির-নবীন।

সত্য উৎকৃষ্ট চাল।

সত্য সময়ের কন্যা।

সত্য সয়তানকে লজ্জা দেয়।

সত্যের দুর্নাম রটিতে পারে, কিন্তু তাহাকে লজ্জিত করা যায় না।

সত্যের ম্লানতা হইতে পারে, কিন্তু কখনও ধ্বংস নাই।

সত্য কখন কখন সয়তানের মুখ হইতেও বাহির হয়।

সত্যের জন্য বেশী কথা চাই না, কিন্তু মিথ্যা গল্পের দীর্ঘ ভূমিকা চাই।

সত্য কখন পুরাতন হয় না।

সত্য কোণ খোঁজে না।

সত্য সকল সময় প্রকাশ্য নয়।

সত্য হিসাবের শেষেও সত্য।

সত্য কখনও কখনও আকস্মিকরূপে বাহির হয়।

সত্য ও গোলাপের সঙ্গে কণ্টক থাকে।

সত্যের প্রধান অলঙ্কার নিরলঙ্কার।

মিথ্যাবাদীরা প্রথমে অন্যকে ঠকায়, কিন্তু শেষে আপনাকে ঠকায়।

দুই মিথ্যায় মিল হয় না।

মিথ্যাবাদীদিগের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি আবশ্যক।

মিথ্যাচারী সদা ব্যস্ত, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ধৈর্য্যের সহিত ফলের প্রতীক্ষা করিতে পারে।

প্রবঞ্চককে প্রবঞ্চনা করিলে শঠতা হয় না।*

জন্মদিনের উপহার।

(১)

এই ত এল মা, তব শুভ জন্ম দিন ;
বিশ্বের জননী যিনি,
রেখেছেন স্নেহে তিনি
চতুর্দ্দশ বর্ষ সুখে, স্মর তাঁর ঋণ ;
তিনিই মায়ের মত
তোমার ভাবনা যত
ভেবেছেন ; দিয়াছেন আনন্দ নবীন ;
যাহা কিছু প্রিয় তাঁর,
করিও তা অনিবার,
যেও না তাঁহারে ভুলে, হয়োনা মলিন ;
এই ত এল মা, তব শুভ জন্মদিন।

(২)

ভাব আজি পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ অতুলন ;
কিসে তুমি তুষ্ট হবে,
কিসে তুমি সুস্থ রবে,
হবে কিসে সুশিক্ষায় বিকশিত মন ;
ভাবেন নিয়ত তাই,
রাত্রি নাই, দিন নাই,
তোমার তৃপ্তির তরে সদা প্রাণপণ ;
তাঁদের চরণে আজি
দাও ভক্তি পুষ্পরাজি,
যা তাঁরা বলেন, তাহা ক'রো অনুক্ষণ ;
ভাব আজি পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ অতুলন।

(৩)

ভাব ভাই-বোনদের মিষ্ট ভালবাসা ;
তাদের আদরে স্নেহে,
কি আনন্দে আছ গেহে,
সুমধুর বাল্যপ্রীতি, নাহি তার ভাষা!
আত্মীয় পেয়েছ কত,
ফুটায়ে তোলেন শত
প্রাণে ক্ষুদ্র ফুল সম পুণ্য উচ্চ আশা ;
ভাব ভাই বোনদের মিষ্ট ভালবাসা।

(৪)

জন্মদিনে লহ এই স্নেহ-উপহার ;
চিন্তা কর জীবনের লক্ষ্য কি তোমার।

---

* "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এ দেশেরও একটী প্রবাদবাক্য। কিন্তু ইহা উচ্চনীতির আদর্শ নহে। বা, বো, স।

শুধুই কি এ সংসার
হাসিবার খেলিবার,
সুখস্বপ্নে কাটাবার প্রমোদ-কানন?
কেবলি আপনা লয়ে
থাকিবে কি ক্ষুদ্র হয়ে?
কাটাইবে ক্ষুদ্র ভাবে দুর্লভ জীবন?

(৫)

স্বর্ণময় সূক্ষ্মবস্ত্রে রাজকন্যা সাজি,
রাঙা পা দুখানি ভরি
কনক নূপুর পরি
চলিবে উঠিবে মঞ্জু রুণু ঝুণু বাজি,
তাই কি মা, নারী হয়ে
প্রাণে মাতৃভাব লয়ে
আসিয়াছ এ সুরম্য সুখের ধরায়?
নয় মা, তা কভু নয়,
মুখে পুণ্য ফুটে রয়,
স্বচ্ছ আঁখি দুটি অই ভাসে করুণায়।

(৬)

পবিত্রতা প্রাণে আঁকা,
হৃদয়ে মমতা-মাখা,
বিপুল সমাজে আছে কার্য্য মা তোমার।
জন্মদিনে বলি তাই—
ধর্ম্মের সমান নাই
নারীর গৌরবময় শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

(৭)

দয়া, প্রীতি, সরলতা,
ভক্তিতে জীবন-লতা
শোভা পায় যত, তত সৌন্দর্য্য নারীর।
জেন' শুধু ক্ষুদ্র নরে
উচ্চ শিক্ষা বড় করে,
সেবাতে মহত্ত্ব লাভ হয় এ মহীর।

(৮)

জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ তাই মা, আমার—
সুস্থ দেহে শুদ্ধ মনে
সুখী করি প্রতি জনে,
দয়া ধর্ম্মে হও মাগো, দেবী এ ধরার।
সুন্দর এ বিশ্বমাঝে
শিক্ষা সেবা পুণ্য কাজে
যেন গো অক্ষয় হয় সুযশ তোমার;
জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ এই মা আমার।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

জাপানী পরীর গল্প।

(পট্ পট্ পর্ব্বত।)

পূর্ব্বে এক ওজিছান* ছিলেন, একটা শৃগালের উৎপাতে তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইত। শৃগাল প্রত্যহ রাত্রে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া ওজিছানের বাগানে আসিত ও তাঁহার অত্যন্ত ক্ষতি করিত।

অবশেষে একদিন শৃগাল-পুঙ্গব ফাঁদে পড়িলেন। দেখিয়া ওজিছান আনন্দে উৎ-

* সম্মাননীয় বৃদ্ধ।

সাহপূর্ণকণ্ঠে তাঁহার গৃহিণীকে বলিলেন, "ওবাছান !* আজ দুষ্ট ধাড়ী শৃগালটাকে ধরিয়াছি। আর বাছা নিশাভ্রমণে বাহির হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে পারিবে না ! আজ রাত্রে উহার ঝোল রাঁধিয়া খাইতে হইবে !"

ইহা বলিয়া ওজিছান শৃগালের পা চারি খানি একত্রে বাঁধিলেন। তার পর রান্নাঘরের কড়ি কাঠের সঙ্গে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার দৈনিক কার্য্য করিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেই কড়িকাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে শৃগাল চিন্তা করিতে লাগিল কিরূপে পলায়নের সুবিধা করা যায়। ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে তাহার ধূর্ত্তবুদ্ধি এক উপায় স্থির করিল। ওবাছান সেই ঘরে বসিয়া যবচূর্ণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল "ওবাছান! বড়ই দুঃখের বিষয় আপনার স্থায় বৃদ্ধা মহিলাকে এমন শ্রমজনক কার্য্য করিতে হয়। আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এ দাসকে অনুমতি করুন, যব চূর্ণ করিয়া দিই।"

ওবাছান বলিলেন না, না, ওজিছান বাড়ী নাই, একটা কিছু ঘটিলে আমাকেই যে ঠেকিতে হইবে। অমনি ভালো, আমার জন্য তুমি যে দয়াপ্রকাশ করিলে, সে জন্য ধন্যবাদ।"

কিন্তু ধূর্ত্ত শৃগাল এই কথাতেই ক্ষান্ত হইবার পাত্র নয়। সে করুণস্বরে বলিতে লাগিল "আপনার ভবিষ্যৎ-জ্ঞান ও সতর্কতা খুব যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আপনি আমার পলায়নের সন্দেহ মনে স্থান দিতেছেন। আমি যখন একবার ধরা পড়িয়াছি, তখন এ বাড়ীর বাহির হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। অলস ভাবে এখানে ঝুলিতেছি, তাই আপনার পরিশ্রমে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে ইচ্ছা হওয়া কি অসঙ্গত? দেখুন কাজটা আমাকে একবার দিয়া দেখুন।"

এইরূপে সে তাঁহাকে নিতান্ত ভাল মানুষের মত করুণকণ্ঠে মিষ্টবচনে তুষ্ট করিতে লাগিল। ওবাছান বেচারী বড় ভাল মানুষ, মিথ্যা ও ছল চাতুরীর রহস্য কোন দিন জানিতেন না, এবারে তিনি শৃগালের মিষ্ট কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাহার বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া দিলেন এবং সে নামিলে তাহার নিকট যবচূর্ণ করিবার পাত্র সরাইয়া দিলেন।

দুষ্ট শৃগাল এখন বন্ধন-মুক্ত। তাহার অভিসন্ধি সফল করিবার এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সে তাহার অঙ্গীকার পালন করা দূরে থাকুক, তৎক্ষণাৎ ওবাছানের মাথার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই তাঁহাকে বধ করিল। তারপর সে নিজে অবিকল ওবাছানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই বাড়ীর কর্ত্রীটীর মত সেখানে ওজিছানের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিল। ওজিছান

* সম্মাননীয় বৃদ্ধা।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাঁহার অদৃষ্টে কি হইয়াছে।

ওজিছান ডাকিলেন "ও ওবাছান! মাংস প্রস্তুত হইয়াছে তো? এস, উভয়ে একত্র ভোজন করি।"

ওবাছানরূপী শৃগাল মাংস আনিয়া দিলে ওজিছান আহারে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় তিনি দেখেন যেন ওবাছান অস্বাভাবিকরূপে সহসা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "হা-হা ওজিছান, আমার নিকট সাচ্চা খবর শুনিলে আহারে আর রুচি থাকিবে না। মহাশয় শুনিতেছেন? আপনার ওবাছানকে আমি বধ করিয়াছি। যাহাকে বড় যত্নে আপনি কড়িকাঠে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই শৃগাল-পুঙ্গব আমি।" সে এই কথা বলিতে না বলিতে ওজিছান দেখিলেন ছদ্মবেশী শৃগাল লেজ নাড়া দিয়া পলায়ন করিল।

ওজিছান এমন হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে, তখন তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। সেখানে বসিয়া বসিয়া শুধু নিদারুণ শোকের অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

বারান্দায় বসিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন "ওঃ শয়তান শৃগাল! হায়! আমার বৃদ্ধা স্ত্রী বেচারীকে সত্যই বধ করিয়াছে। আহা! তাহা বিহনে আমি সংসারে আর কি করিব?" এমন সময় ওজিছান তাঁহার অতি নিকটে এক মৃদু সম্বোধন শুনিতে পাইলেন, বলিতেছে "ওজিছান, আপনি কেন কাঁদিতেছেন?"

ওজিছান মুখ তুলিয়া দেখিলেন শ্বেত খরগোষ।

শ্বেত খরগোষ ওজিছানের বাড়ীর নিকটে বাস করিত। সেই শৃগাল ও এই খরগোষ উভয়ের চরিত্রে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! ধূর্ত্ত শৃগাল ভয়ানক দুষ্টস্বভাব, আর এই শ্বেত খরগোষের কি অপূর্ব্ব মহৎ চরিত্র।

সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়াই শোককাতর ওজিছান আবেগ-কম্পিতস্বরে কহিলেন "কে ও শ্বেত খরগোষ, তুমি? আমার দুঃসময়ে আমাকে স্মরণ করিয়াছ, ধন্যবাদ! হায়! দুষ্ট শৃগাল আমার গুণবতী স্ত্রীবেচারীকে বধ করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে অকূল দুঃখসাগরে ভাসাইয়াছে। অহো! কি ভয়ানক আমার অবস্থা!" ইহা বলিয়া ওজিছান আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া শ্বেত খরগোষ অতিশয় দুঃখিত হইল ও বলিল—

"সত্যই অতি ভয়ানক! কিন্তু হত্যাকারীর শাস্তি বিধান সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এই কার্য্যভার আমি গ্রহণ করিলাম। পামর কখনই পরিত্রাণ পাইবে না।"

ওজিছান তখন আপনা আপনিই বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! দুইটী প্রাণী পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতি। একটি এমন দয়ালু, আর একটি এমন নির্দ্দয়!"

"আমার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকুন" ইহা বলিয়া শ্বেত খরগোষ গৃহে ফিরিবার জন্ম ওঝিছানের নিকট বিদায় লইল। কিন্তু পথে আসিতে আসিতে তাহার মনে হইল প্রতিশোধের উপায় বিধান-চেষ্টা এই মুহূর্ত্তেই করা উচিত। ইহা ভাবিয়া সে বরাবর সেই ধাড়ী শৃগালের গর্ত্তে যাইয়া উপস্থিত হইল।

এ দিকে শৃগাল বেশ জানে যে, সে এক ভয়ানক দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তাই সে তাহার গর্ত্তের নির্জ্জন এক কোণে চোরের মত বসিয়াছিল। এমন সময় শ্বেত খরগোষ ডাকিল, "শৃগাল মহাশয়, আপনার কি হইয়াছে? এমন মনোহর সুন্দর দিনে গর্ত্তের অন্ধকার কোণে কি জন্ম বসিয়া আছেন? আমার সঙ্গে বরং পর্ব্বতে কঞ্চি সংগ্রহ করিতে যাইবেন, আসুন।"

শৃগাল খরগোষের কথা শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইল ও বলিল, "ভাল, আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারি। একাকী আছি কিনা, তাই কিছু ভাল লাগিতেছে না।"

তখন দুইজন একত্র বাহির হইল। সমস্ত দিন পর্ব্বতে কঞ্চি সংগ্রহ করিতে করিতে সায়ংকাল উপস্থিত হইল—কঞ্চি-রাশি একত্র বাঁধিয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন জন্ম প্রস্তুত হইল। উভয়ে একত্র ফিরিয়া আসিতে আসিতে শ্বেত খরগোষ ইচ্ছা করিয়াই শৃগালের পশ্চাতে পশ্চাতে হাঁটিতে লাগিল। তখন একবার সুযোগ মত শ্বেত খরগোষ একটু আগুন করিয়া শৃগালপুঙ্গবের পিঠে ঐ কঞ্চিরাশির মধ্যে লাগাইয়া দিল।

দুই এক মিনিটের মধ্যেই শৃগাল কহিল, "খরগোষ মহাশয়, একি শুনিতেছি? যেন পট্ পট্ শব্দ হইতেছে।"

খরগোষ তখন যেন কিছু তাচ্ছিল্য—কিছু স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল, "আপনি কি জানেন না, এই পর্ব্বতের নাম পট্ পট্ পর্ব্বত? চুপ্ চাপ চলিতে ভাল লাগে না, তাই আমিই বলিতে বলিতে যাইতেছি 'পট্ পট্ পট্ পট্'।"

শৃগাল তখন বলিল, "ওগো ম'শায়! তবে আমার একেবারে কানের কাছে 'বোঁ বোঁ' শব্দ হইতেছে এ কি?"

খরগোষ যেন আশ্চর্য্য ভাবে বলিল, "আপনি ইহাও জানেন না যে, এই পর্ব্বতের দুইটা নাম আছে? আমি তাই দুইটাই বলিয়া যাইতেছি 'পট্ পট্ বোঁ বোঁ'।"

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আগুন শৃগালের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ শৃগাল লম্ফ ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক গা ঝাড়া দিতে দিতে চীৎকারস্বরে বলিতে লাগিল "ওরে আমি আগুনে পুড়ে মরিলাম।"

কিন্তু শ্বেত খরগোষ মনে মনে চিন্তা করিতেছে শয়তান শৃগাল ধাড়ীর এই উপযুক্ত শাস্তি। তখন শৃগালের সহিত সে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে-ছিল, অথচ প্রকৃত পক্ষে পশ্চাতে থাকিয়া শৃগালের পিঠের উপর আগুনে বাতাস

দিতেছিল। শৃগাল আগুনের জ্বালায় অস্থির হইয়া আগুন নিবাইবার জন্ত উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে তাহার গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল।

শ্বেত খরগোষ সে দিন আর শৃগালের অনুসরণ করিল না। তার পর দিন সে শৃগালের সংবাদ লইতে গিয়া ডাকিল, "শৃগাল মশায়, কেমন আছেন? কাল হঠাৎ কোথা হইতে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল? আপনার কোনও অনিষ্ট হয় নাই তো?"

অৰ্দ্ধদগ্ধ শৃগাল বাহিরে আসিয়া বলিল, "আর ম'শায় অনিষ্ট! এই দেখুন আমি আর একটু হইলে প্রায় পুড়িয়া মরিয়াছিলাম আর কি? ওঃ খরগোষ মহাশয়, কাল কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে!"

খরগোষ বলিল, "অহহঃ! আমি সেই জন্ত একটা ঔষধ আনিয়াছি, দগ্ধ স্থানে মালিস করিবেন।"

শৃগাল বলিল। "বেশ্ বেশ্! যদি বলেন তো এখনই মালিস করি।"

সে ঔষধ বটে! ঘায়ের উপর দিবামাত্র শৃগালের সর্ব্বাঙ্গ যেন নূতন আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। জ্বালায় অস্থির হইয়া শৃগাল পাগলের মত লম্ফ ঝম্ফ ও চীৎকার করিতে করিতে তাহার গর্ত্তের অন্ধকার কোণে যাইয়া প্রবেশ করিল।

তারপর কিছুদিন পর্য্যন্ত শ্বেতখরগোষ শৃগালের তত্ত্ববার্ত্তা লইল না। শৃগাল আরোগ্য হইলে খরগোষ চিন্তা করিল শৃগালের মত এমন অসচ্চরিত্র দুষ্ট জীব পৃথিবীতে থাকিলে কিছুতেই কল্যাণ নাই। নিরীহ ওবাছানের হত্যার প্রতিশোধ লওয়া হইল কৈ? পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হইবে, ইহা মনে করিয়া শ্বেত খরগোষ একদিন শৃগালের উদ্দেশে চলিল। পথে দেখে শৃগাল তাহারই দিকে আসিতেছে। দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাল শৃগাল মহাশয়, কেমন আছেন? চলুন আবার একবার ভ্রমণে যাওয়া যাক্।"

শৃগাল। "আর পট্ পট্ পর্ব্বতে নয়!!"

খর। "না-না তা আর নয়। সমুদ্র-তীরে চলুন না?"

শৃগাল। "আচ্ছা, তাতে আমোদ হবে।"

খর। "উত্তম। আমি নৌকা প্রস্তুত করি। তার উপর উভয়ে সমুদ্রে নৌকা-দৌড় খেলার বাজি রাখা যাইবে।"

খরগোষ অবিলম্বে দুইখানি নৌকা প্রস্তুত করিতে লাগিল। একখানি নিজের জন্ত, সেখানি কাষ্ঠের, আর একখানি শৃগাল মহাশয়ের জন্ত, সেখানি শুধু মাটির; কিন্তু দেখিতে খুব শক্ত ও বেশ কাজের জিনিষ বলিয়া বোধ হয়।

কয়েক দিন পরে শৃগাল আসিয়া বলিল,—"খরগোষ মহাশয়! আপনার নৌকা নির্ম্মাণের কতদূর?"

"প্রস্তুত, চলুন অবিলম্বে রওনা হওয়া যাক্।" বলিয়া খরগোষ শৃগালকে নৌকা দেখাইল। তখন মহা উৎসাহে দুইজন

রওনা হইল। সমুদ্রতীর হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল—শ্বেত খরগোষ কাঠের নৌকায়, শৃগাল মাটির নৌকায়।

ক্ষুদ্র তরণীর উপর বসিয়া দিগন্তব্যাপী জলরাশিতে ভাসিতে ভাসিতে খরগোষ চলিল,—"কি সুন্দর!"

শৃগালও মাথা নাড়িয়া কহিল,—"যথার্থ! এমন প্রশান্ত দিনে সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া যাওয়া কি সুন্দর!"

"কিন্তু মহাশয়," খরগোষ বলিয়া উঠিল,—"এমন ধীরে ধীরে দুইজন পাশাপাশি চলায় একটুও মজা নাই। চলুন আমাদের দুই নৌকার দৌড় হোক।"

শৃগাল। "বহুত আচ্ছা! কিন্তু দেখিবেন যেন ঠিক্ এক সঙ্গে ছাড়া হয়। এই—এক, দুই, তিন—!"

শৃগাল ও খরগোষের নৌকা ছুটিল। দুইজন প্রাণপণে ক্ষেপণী সঞ্চালন করিতে লাগিল নৌকাও তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু শৃগালের যে মাটির নৌকা, ক্ষণকাল মধ্যেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল, তারপর মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল।

শৃগাল চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিল,—"ওরে গেলামরে, গেলামরে!! খরগোষ মহাশয়, থামুন, থামুন, আর না, আর না, আমার নৌকা ভাঙ্গিয়া গেল।" তখন খরগোষ নৌকা থামাইল এবং শৃগালের সেই নিমজ্জমান নৌকার অদূরে নিজের নৌকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল,—

"ওরে পাপিষ্ঠ শৃগালের ধাড়ী! নিরপরাধ ওবাছানকে কে হত্যা করিয়াছিল? সেই মহাপাপের প্রতিশোধ লইবার ভার আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। পট্ পট্ পর্ব্বত ও সেই দগ্ধ ক্ষতের ঔষধ, এ সব তোর শাস্তির এক এক অংশ, আর আজ তাহার শেষ।"

ইহা বলিয়া শাস্তিদাতা খরগোষ দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে দাঁড় তুলিয়া ধরিয়া শৃগালের মৃন্ময় নৌকায় এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা সহিত শৃগালের দেহ সমুদ্রের অতল জলে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল।

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া শ্বেত খরগোষ যথাকালে ওজিছানের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। ওজিছান, পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া, এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন এবং শ্বেত খরগোষকে আপনার পরম উপকারী সুহৃদ্রূপে গ্রহণ করিয়া সুখী হইলেন।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

বঙ্গ সাহিত্য।

আধেক ঘোমটাখানি খুলি ধীরে ধীরে
তন্দ্রালস-মগ্ন আঁখি বিস্ফারিত করি,
নব বধূটির প্রায় চাহ ফিরে ফিরে—
লইয়া তৃষার্ত্ত প্রাণ কত আশা ধরি।
দূর ভবিষ্যৎ পানে রয়েছ চাহিয়া
অজানিত—ভক্তবৃন্দে সঙ্কেতি অঙ্গুলি,
সাজাইতে নব সাজে—বুঝি গো ডাকিয়া
আদেশিছ সযতনে, পুষ্পগুচ্ছ তুলি,
গাঁথিয়া সুচারু মালা—ও কোমল কায়;
বাণীবরপুত্রবৃন্দ যে কুসুমদামে
সাজাইয়া তব বপু সুচারু ছটায়
মরিয়া অমর, নিত্য যশোময় ধামে।
আবার সে দিন বঙ্গে কবে হবে হায়!
সাজিবে যে দিন তুমি বরণ্য বিভায়।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

গর্ভিণীর কর্ত্তব্য।

গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ।
ভবেচ্ছুক্লাম্বরা দেবগুরুবিপ্রার্চ্চনে রতা॥ ১

গর্ভিণী প্রথম দিবস হইতেই হৃষ্টা, সালঙ্কারা, শুচি এবং শুক্লবস্ত্র-পরিহিতা হইয়া দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণপূজায় রত হইবেন।

ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রবং লঘু।
সংস্কৃতং দীপনীয়ঞ্চ নিত্যমেবোপযোজয়েৎ॥ ২

মধুর, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, লঘু, অগ্নিদীপক ও পরিপাক-কৃত দ্রব্য নিত্য গর্ভবতীকে ভোজনের জন্য প্রদান করিবে।

গর্ভিণী নতু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণং।
ব্যবায়ঞ্চ ন সেবেত ন কুর্য্যাদতিতর্পণং। ৩

গর্ভিণী ব্যায়াম, উপবাস, অতি আমোদ ও অতিশয় শৈত্য সেবন করিবেন না।

রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্থারোহণংতথা।
রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদ্গুরুভোজনং॥ ৪

গর্ভবতী রাত্রি জাগরণ, শোক, যানা-রোহণ, রক্তমোক্ষণ, বায়ু ও মলমূত্রের বেগ-ধারণ ও গুরুতর আহার করিবেন না।

দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যাঃ যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে।
স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে॥ ৫

গর্ভিণীর দোষাভিঘাত প্রযুক্ত যে যে ভাগের প্রকৃষ্টরূপ পীড়া হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই সেই ভাগ পীড়াগ্রস্ত হয়।

মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ং।
ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ং॥ ৬

মলিনী, বিকৃতাকারা, অঙ্গহীনা স্ত্রীলোককে গর্ভবতী স্পর্শ করিবেন না। দুর্গন্ধ আঘ্রাণ লইবেন না, নয়নের অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তু মাত্রেরই দর্শন করিবেন না।

বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণিচ।
মান্নং পর্য্যুসিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত কথিতঞ্চ যৎ ॥৭

শ্রুতিকটু বিষয় শ্রবণ করিবেন না। পর্য্যুসিত, শুষ্ক ও দুর্গন্ধযুক্ত অন্ন ভোজন করিবেন না।

চৈত্যশ্মশানবৃক্ষাংশ্চ ভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান্।
বহির্নিষ্ক্রমণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥৮

চিতাকর্ম্ম ও শ্মশান এবং বৃক্ষ এইরূপ ভাবনা করিবেন না এবং অযশস্কর কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এবং বহির্গমন ও শূন্য গৃহও ত্যাগ করিবেন।

নোচ্চৈর্ব্রূয়াৎ ন তৎ কুর্য্যাৎ যেন গর্ভো বিনশ্যতি।
তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনেচ নাত্যর্থং কারয়েদপি ॥৯

উচ্চ কথা কহিবেন না, যাহাতে গর্ভ বিনষ্ট হয়, এতাদৃশ কর্ম্ম করিবেন না। তৈলাভ্যঙ্গ ও তৈল মর্দ্দন অতিশয় করিবেন না।

ন মৃদ্বাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শয়নাসনং।
এতাংস্তু নিয়মান্ হর্ষান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী ॥১০

অতিকোমল পাতলা শয্যায় শয়নও করিবেন না, অতি উচ্চ শয্যাতেও শয়ন নিষিদ্ধ। গর্ভিণী এই সকল নিয়ম পালন করিবেন এবং যত্নপূর্ব্বক হর্ষ ও সাফল্য জনক কার্য্য করিবেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মণঃ।

নারীসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে এক মহাত্মার কথা বলিব—তিনি এখনও জীবিত আছেন, এখনও তাঁহার জীবনে প্রায় এমন কোনও দিন যায় না যে দিন তিনি কোন না কোনও সৎকার্য্যে নিযুক্ত না থাকেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শশিপদ বাবু ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগর গ্রামে এক সম্রান্ত ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তিনি আড়িয়াদহনিবাসী বাবু ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শশিপদ বাবুর জননী অতি বুদ্ধিমতী ও সৎমাতা ছিলেন। শশিপদ বাবুর বিবাহের সময় তিনি কুলীনপ্রাপ্য পণ ও অলঙ্কারাদির নিমিত্ত ভোলানাথ বাবুকে নিপীড়ন করেন নাই এবং বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্বে ভাবী বধূমাতাকে দেখিবার জন্য পুত্রকে অনুমতি দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহা তত বিস্ময়জনক না হইতে পারে, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে ইহা অসম্ভব ছিল।

বিবাহের এক বৎসর পরে বধূমাতা শ্বশুরালয়ে আসিলেন। এই মহিলা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শশিপদ বাবু তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে অস্বীকার

করিলেন। যাহা হউক বাধ্যতা গুণ থাকায় ও শশিপদ বাবুর স্নেহাতিশয্যে তিনি পরে তাঁহার মতে মত দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেক শিখিয়া ফেলিলেন। ক্রমে বাটীর অপরাপর রমণীগণ পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্যান্য পরিবারের দুই একটী বালিকা আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিল।

যখন পুরাঙ্গনাদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল, তখন লোকে শশিপদ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অনেক কথা রটাইতে লাগিল। বিশেষতঃ তৎকালে নববিবাহিতা বধূর পক্ষে স্বামীর সহিত দিবাভাগে কথোপকথন অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী ধীরভাবে এ সকল নিন্দা, তিরস্কার ও লোকাপবাদ সহ্য করিয়া কেবল ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্যসাধনে রত রহিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, বাটীর সকল মহিলা ও কতিপয় প্রতিবেশিনী শশিপদ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট পাঠাভ্যাস ও উপদেশ লাভের জন্য নিয়মিতরূপে সমবেত হইতে লাগিলেন।

অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহের নিকট সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন বন্যার জলস্রোতে পতিত তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যায়। শশিপদ বাবুর স্ত্রী তাঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এ পর্য্যন্ত মহিলারা সাধারণ ভাবে পাঠাদি করিতেছিলেন, এক্ষণে রীতিমত একটি বিদ্যালয় হইল। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে মার্চ্চ তারিখে পরলোকগত দীননাথ নন্দী মহাশয়ের পূজাদালানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বাবু কৃষ্ণধন সেনগুপ্ত মহাশয় ইহার পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন।

এই সকলের পশ্চাতে শশিপদ বাবুর হৃদয়ের উচ্চ ধর্ম্মভাব কার্য্য করিতেছিল। এই সময়ে পৌত্তলিকতা ও দেশ-প্রচলিত দুর্নীতি তাঁহার হৃদয়ে সময়ে সময়ে এত যাতনা দিত যেন তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে সিন্দুরিয়াপটির পরলোকগত গোপাল মল্লিকের বাটীতে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের "স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য ব্রহ্মসমাজের সংগ্রাম" (The Struggles for Independence and Progress in the Brahmo Somaj) বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেন।

এই সঙ্গে তাঁহার সংগ্রাম ও পরীক্ষা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। বালিকা-বিদ্যালয় ইহার জন্য প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। উপবীত ত্যাগ করিবার নিমিত্ত হুলস্থূল বাধিয়া গেল। সহানুভূতি প্রদর্শন দূরের কথা কেহ তাঁহার সহিত একটা কথাও বলিতে পারিত না। স্বামী স্ত্রী ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া লোকের নির্যাতন ও তীব্র তাড়না সহ্য করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ তাহাদের পুস্তক, লেখনী ও মস্যাধার প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিল ও বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করিল।

"ইণ্ডিয়ান্ মিরর্" নামক পত্রে তৎকালে এই ঘটনা সম্বন্ধে একজন এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইল। বালিকাগণের অভিভাবকগণ স্ব স্ব কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান বন্ধ করিলেন এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মত্যাগী শশিপদ বাবু ও তাঁহার পত্নীর সংস্পর্শে যাইতে নিষেধ করিলেন।" বালিকাগণের বিদ্যালয়ে আসা ত বন্ধ হইলই, তৎসঙ্গে বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়কে সকলে জাতিচ্যুত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। তিনি একদিন প্রাতে শশিপদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে, তিনি পণ্ডিতের পদত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। শশিপদ বাবু সেই দিনই কলিকাতা হইতে অন্য একজন শিক্ষক আনিলেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ে থালি বেঞ্চ। কেবল শশিপদ বাবুর ভ্রাতষ্পুত্রী ও অন্য দুই একটী বালিকা পড়িতে আসিত। কিন্তু একদিনের জন্যও বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ থাকে নাই। এত বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার সমগ্র হৃদয় সর্ব্বদা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ব্যস্ত থাকিত। বিপক্ষদল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, শশিপদ বাবু কলিকাতা হইতে একজন নূতন শিক্ষক আনিয়াছেন, তখন তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা নূতন পথ অবলম্বন করিল। একদিন প্রাতে দেখা গেল বিদ্যালয়ের বেঞ্চগুলি গৃহের প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গৃহস্বামিনী বলিলেন "সমাজপতিগণ আমার গৃহে বিদ্যালয় করিতে দিবেন না, অতএব আপনার সমস্ত আসবাব স্থানান্তরিত করুন্ এবং বিদ্যালয় উঠাইয়া দিন্!" শশিপদ বাবু ভগ্নোদ্যম হইবার লোক নহেন। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তিনি নগরের চতুর্দ্দিকে বিদ্যালয়ের নিমিত্ত গৃহানুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বে পরলোকগত উমাচরণ নন্দী মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে একটী গৃহ পাইলেন। বিপক্ষদল তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য পুনরায় উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইল। পূর্ব্ব গৃহস্বামিনীর ন্যায় কি জানি এই গৃহস্বামিনীও কিয়ৎকাল পরে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করিতে বলেন, এই ভয়ে শশিপদ বাবু তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করাইলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করিতে বলিতে পারিবেন না। যখন গৃহ স্থিরীকৃত হইল, তখন শশিপদ বাবু আনন্দের সহিত বিদ্যালয়ের আসবাব নূতন গৃহে আনাইয়া তথায় বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরারম্ভ করিলেন। বিপক্ষীয়গণ পরলোকগত জমিদার বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা গ্রহণ করিল। কৃষ্ণমোহন গৃহস্বামিনীকে ভয় প্রদর্শন করিলেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য স্থান দিতে নিষেধ

করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ব্যবস্থানুসারে তিনি তাহা করিতে পারিলেন না।"

এইরূপে বিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। শশিপদ বাবু বালিকাদিগের মধ্যে মিষ্টান্ন, পুতুল, পড়িবার পুস্তক, এমন কি মূল্যবান্ ঢাকাই কাপড়ও বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে স্বর্গীয়া মিস্ মেরী কার্পেণ্টার কলিকাতায় আগমন করেন। শশিপদ বাবু তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিদর্শনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ ও তিনি তদনুসারে গিয়া বালিকা-বিদ্যালয় এবং তাঁহার মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে ৬ই জানুয়ারি মিস্ কার্পেণ্টার আসিয়া পুনরায় বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয় দিন দিন বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল ও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে শশিপদ বাবু সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করেন। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় আর কোনও বঙ্গ-মহিলা ইংলণ্ডে যান নাই। শশিপদ বাবু যেখানে গেলেন, সেখানেই সমাদৃত হইলেন। তথাকার সংবাদপত্রসমূহে তাঁহাদের কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। "Templar" নামক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত কথা কয়টী প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"Indeed, he might very properly have 'Deeds not words' as his motto, for that sentiment is well acted out in the life of this young man, who combines the enthusiasm of an American with the dogged persistence of a son of Albion."

ইংলণ্ডে যাওয়ায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম ও কার্য্যতৎপরতা বাড়িয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার স্কুলের উন্নতির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা মিস্ বেয়ারিং একবার শশিপদ বাবুর বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্প্‌লও বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজপরিবার হইতে তিনি তাঁহার কার্য্যের জন্য সহানুভূতি-সূচক উপঢৌকন পাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসার পর ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে শশিপদ বাবুর সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন। ইহাতে শশিপদ বাবুকে কিছুদিন একাকী কাজ করিতে হইল। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে শশিপদ বাবু একটী বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তিনি অনেক লোককে বিধবা বিবাহ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং

স্বয়ং অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোগী হইয়া বিধবাবিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ভাবিলেন যে, একটা কুমারী বিবাহ করিলে সকলকে সদ্দৃষ্টান্ত দেখান হইবে না। তাঁহার ন্যায় চরিত্রের বল ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শশিপদ বাবু স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের জন্য ও স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধনের নিমিত্ত পর্য্যটন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে এমন মুহূর্ত্ত কাটে নাই, যখন তাঁহার হৃদয় ভারতের অবরুদ্ধা, মলিনবসনা, শীর্ণকায়া রমণীজাতির জন্য কাঁদে নাই; এমন দিন যায় নাই, যে দিন পাঁচ জনের সঙ্গে বসিয়া ভারত-রমণীর দুর্দ্দশামোচনের কথা না কহিয়া অন্যপ্রকার বৃথা আলোচনা করিয়াছেন।

১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি বরাহনগরে বালিকা-নিবাস ও হিন্দুবিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যও তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। শশিপদ বাবু স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অপরাপর স্থানের রমণীদিগের শিক্ষার জন্য নানাবিধ পুস্তক ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। "সাধারণ ধর্ম্মসভা" স্থাপন করিয়া শ্রমজীবী ও শ্রমজীবিনীদিগের ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মালোচনার নূতন দ্বার খুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি একদিকে বদ্ধ ছিল না।

দিন দিন তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। একদিকে তিনি যেমন সহায়তা পাইতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনি তিরস্কার ও নিন্দার সীমা রহিল না। এমন কি দেশীয় সংবাদপত্রও তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের ৩রা মে শশিপদ বাবু সস্ত্রীক স্যার্ জন্ ফিয়ার ও লেডি ফিয়ারের আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া বেড়াইতে যান। এই ঘটনা উপলক্ষে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় কোনও একজন "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রে "Out with your wife, my boy". শীর্ষক এক কবিতা প্রকাশ করেন। বালিকানিবাস ও বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেও তাঁহাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছিল, কিন্তু যাহা সৎ ও যাহা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য, তাহার জন্য শশিপদ বাবু জীবনপাত করিতেও প্রস্তুত। তাঁহার জীবন এই মহাব্রতে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

শশিপদ বাবু নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল ২।১টী কার্য্যের উল্লেখ করিলাম। তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যের একটী বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার পূর্ব্বে কেবল কুমারীদিগের শিক্ষার জন্যই চেষ্টা হইয়াছিল, বিবাহিতা ও বিধবা রমণীগণের উন্নতির জন্য কোনও উপায় অবলম্বিত হয় নাই। তিনিই এই মহৎ-কার্য্যের সূচনা করেন। তাঁহার বার্দ্ধক্য ও সহযোগীর অভাব বশতঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু

তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য সংস্কারকগণ দেশের নানা স্থানে বিধবাদিগের শিক্ষার কার্য্য চালাইতেছেন এবং তাঁহার বিধবাশ্রমের অনুরূপ আশ্রম সকলও স্থাপিত হইতেছে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদায়।

(কোনও বন্ধুর জাপানযাত্রা উপলক্ষে লিখিত।)

নাচিছে তরণী ওই বিধান পবনে,
লইতে তোমারে দূর সিন্ধু পরপারে,—
দীক্ষিত করিতে নব জ্ঞানের জীবনে,
প্রেম সত্য পবিত্রতা দিতে একাধারে।
যাও তবে—আবাহন শুনি শুভক্ষণে,
জীবনের মহাব্রত করিতে সাধন,
চয়ন করিয়া এনো অতি সযতনে
সুরভি কুসুম যত পশি সে কানন;
আসিবে ফিরায়ে যবে তরণী তোমায়,
ভারতের উপকূলে বিমল প্রভাতে,
মঙ্গল প্রভাতী যেন বিহঙ্গম গায়,
প্রীতি-সম্ভাষণ মাখা সমীরণ সাথে।
তোমার তরণী হ'তে ল'য়ে ফুলভার,
গাঁথি মালা বিভুপদে দিব উপহার।

তোমার
ইন্দু।

নূতন সংবাদ।

১। নূতন প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ১০০৲ টাকা করিয়া মাসিক ছাত্রবৃত্তি দান করিয়াছেন ঃ—

ময়ূরভঞ্জ মহারাজ, দ্বারবঙ্গ মহারাজ, বর্দ্ধমান মহারাজ, সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ময়মনসিংহ মহারাজ, হাইকোর্ট বার, হাইকোর্ট উকীল সভা। কলিকাতার রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, কাশিমবাজার মহারাজ, দীঘাপতিয়া রাজ, রাজা শ্রীনাথ রায়, রাণী মৃণালিনী, বাবু হরেন্দ্রলাল রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও বাবু মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি দিয়াছেন। সকল বদান্য দেশহিতৈষী এইরূপ বৃত্তি স্থাপন করিয়া দেশের উন্নতির সহায় হউন।

২। ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণের স্মৃতি নির্ম্মাণার্থ মান্দ্রাজ কনগ্রেস কমিটী ৫০০০ টাকা দিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতে টাকা সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। লর্ড রিপণের মূর্ত্তি আজও গড়ের মাঠে স্থাপিত হইল না, ইহা নিতান্ত লজ্জার ও দুঃখের বিষয়।

৩। ব্রিটিশ অভিযান লাসায় পৌছিয়াছে। এখনও ডেলাই লামার সন্ধির প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে, কিন্তু লামা কোথায় লুকাইয়াছেন।

৪। জাপানীরা আর্থার বন্দর হস্তগত করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে।

রুশীয়েরা ইহার রক্ষার্থ প্রাণপণ। উভয় পক্ষে যথেষ্ট লোকক্ষয় হইতেছে।

৫। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ রাণাডের সম্মানার্থ মান্দ্রাজে "রাণাডে মেমোরিয়াল লাইব্রেরী" নামে এক পুস্তকালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মাননীয় গোখলে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন।

৬। মাননীয় গোখলে কনগ্রেসের পক্ষ হইয়া ভারতের সর্ব্বপ্রদেশে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছেন। কনগ্রেসের আগামী বিংশ উৎসবের জন্য বোম্বাই সহরে মহা আয়োজন হইতেছে।

৭। বেঙ্গলী বলেন, "নৈহাটীর মিত্র ঘাটে দুইটী বালক গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, হরিচরণ ভট্টাচার্য্য নামক একটী যুবক আপনার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বহু কষ্টে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।"

৮। মহাবোধি সভার সম্পাদক ধর্ম্মপাল কাশীতে একটী কৃষিশিল্প-শিক্ষালয় খুলিবার ইচ্ছা করিতেছেন। তজ্জন্য ২০,০০০ টাকা আবশ্যক। আমেরিকার এক বিবির নিকট হইতে ১০,৬৯৮ টাকা পাইয়াছেন। তিনি এদেশবাসীর নিকট এক একটী টাকা ভিক্ষা চান। প্রত্যেকেরই এই সামান্য দান দিয়া একটী মহৎ কার্য্যের সহায়তা করা বিধেয়।

৯। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার এক ইংরাজি নূতন সংস্করণ হইয়াছে। ইহার মূল্য ৫৲ টাকা।

১০। ভারত সঙ্গীত-সমাজ গৃহে কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের দ্বাদশ বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন।

১১। যশোর, চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্নী কল্যাণী শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষ তাঁহার কন্যা শ্রীমতী রাজকুমারীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে দশ টাকা দান করিয়াছেন। এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণে বঙ্গমহিলারা নিজ নিজ গৃহের শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু কিছু দান করিলে এই কুষ্ঠাশ্রমের অভাব পূর্ণ ও তাঁহাদের অর্থ সার্থক হয়।

১২। গত ১২ই আগষ্ট বেথুন কলেজে বেথুন সাহেবের স্মৃতিসভা হইয়াছিল। অনারেবল জজ সারদাচরণ মিত্র সভাপতির কার্য্য করেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

১৩। ১৯শে আগষ্ট কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের অপার সার্কুলার রোডস্থ নূতন দ্বিতল বাটীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্নে বঙ্গের ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া গৃহ খোলা হইল বিজ্ঞাপন করেন। চিফ সেক্রেটারী মাকফার্সন সাহেব বিদ্যালয়ের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করেন। কলিকাতার গণ্যমান্য লোক প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।